৩৭ তম সংখ্যা

# তাওহীদের ডাক

জুলাই-আগষ্ট ২০১৮

- হজ্জের শিক্ষা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
- ফিরে দেখা রামাযান ও নফল ছিয়াম প্রসঙ্গ
- যুবকদের গোমরাহীর কারণ ও প্রতিকারের উপায়
- একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী
- ষড়রিপু সমাচার

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ

আল্লাহ বলেন, জেনে রাখ, পার্থিব জীবন খেল- তামাশা, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ভিন্ন কিছু নয় (সূরা হাদীদ ৫৭/২০)।

## Contents

# তাওহীদের ডাক
The Call to Tawheed

৩৭ তম সংখ্যা
জুলাই-আগস্ট ২০১৮

**উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
ড. নূরুল ইসলাম
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
**সম্পাদক**
আব্দুর রশীদ আখতার
**ব্যবস্থাপনা সম্পাদক**
আব্দুল্লাহিল কাফী
**সহকারী সম্পাদক**
মুখতারুল ইসলাম

**যোগাযোগ**
**তাওহীদের ডাক**
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
**ফোন :** ০২৪৭-৮৬০৯৯২
**সার্কুলেশন বিভাগ**
০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
**ই-মেইল**
tawheederdak@gmail.com
**ওয়েবসাইট**
www.tawheederdak.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

## সূচীপত্র

➡ **সম্পাদকীয়** ২
➡ **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৪

**তাবলীগ**
➡ হজ্জের শিক্ষা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ৬
-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

**তারবিয়াত**
➡ পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয় (শেষ কিস্তি) ১১
মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
➡ একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী (৫ম কিস্তি) ১৮
এ. এইচ. এম. রায়হানুল ইসলাম

**তাজদীদে মিল্লাত**
➡ পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন ও তা থেকে মুক্তির উপায় (৬ষ্ঠ কিস্তি) ২৩
মফীযুল ইসলাম
➡ **দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন** ২৮
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

**ধর্ম ও সমাজ**
➡ কুরআন আপনার পক্ষের অথবা বিপক্ষের দলীল (শেষ কিস্তি) ২৯
হাফীযুর রহমান

**সাময়িক প্রসঙ্গ**
➡ ষড়রিপু সমাচার ৩৪
লিলবর আল-বারাদী

**চিন্তাধারা**
➡ ফিরে দেখা রামাযান ও নফল ছিয়াম প্রসঙ্গ ৪০
মুজাহিদুল ইসলাম

**পরশ পাথর**
➡ একজন নারীবাদী লেখকের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী ৪৬
➡ **কবিতা** ৪৮
➡ **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৪৯
➡ **সংগঠন সংবাদ** ৫০
➡ **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৫
➡ **সাধারণ জ্ঞান** ৫৬

Contents



# সম্পাদকীয়

## দ্বীনের পথে আমূল পরিবর্তিত এক পথিক আলী বানাত

অষ্ট্রেলিয়ার এক ফিলিস্তিনী বংশোদ্ভূত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী আলী বানাত (১৯৮২-২০১৮খ্রি.) ছিলেন সমসাময়িক পৃথিবীর আর দশজন বিত্তশালীর মতই ভোগবিলাসী জীবনে গা ভাসানো যুবক। মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ইসলামের কোন প্রভাব ছিল না তাঁর জীবনে। পেশায় ছিলেন ইলেক্ট্রিশিয়ান। মাত্র ২১ বছর বয়স থেকেই সিডনীতে দুটি সফল ব্যবসা পরিচালনা করতেন। ফলে স্বল্প বয়সে বিপুল বিত্ত-বৈভব তাকে বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত করে তোলে। প্রায় ৫০ কোটি টাকা মূল্যের ফেরারী স্পাইডার কার, ৪৮ লক্ষ টাকা মূল্যের ব্রেসলেট, দামী ব্র্যান্ডের অসংখ্য জুতা ও সানগ্লাস ছিল তাঁর জীবনের নিত্যসঙ্গী।

কিন্তু হঠাৎই ২০১৫ সালের মাঝামাঝি তাঁর শরীরে ক্যান্সার ধরা পড়ল। চিকিৎসকরা জানালেন ক্যান্সার যে পর্যায়ে ধরা পড়েছে, তাতে আরোগ্যের কোন সম্ভাবনা নেই। উপরন্তু তাঁর আয়ু রয়েছে বড় জোর সাত মাস। আলী বানাতের জীবনে এই ঘটনা এক বিরাট ধাক্কা হয়ে এল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় আলী বানাতের পরিবর্তিত জীবনের শুরু হল এখান থেকেই। তিনি সহসাই উপলব্ধি করলেন, তাঁর এতদিনের যাপিত জীবন ছিল পুরোটাই মিছে মায়ার পিছনে ছোটা। জীবনের প্রকৃত মর্ম তাঁর চোখে বড় স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। তিনি মৃত্যুর প্রস্তুতিস্বরূপ গোরস্থানে গোরস্থানে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সহযাত্রীদের একান্ত সান্নিধ্যে সময় কাটাতে লাগলেন। নিজের সমস্ত সম্পদ অসহায় মানুষের সেবায় দান করতে মনস্থ করলেন। মৃত্যুর পূর্বে প্রতিটি সময় ও ক্ষণ তাঁর নিকট পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদে পরিণত হল।

তিনি তাঁর সমস্ত ব্যবসা গুটিয়ে নিলেন এবং আফ্রিকার দারিদ্রপীড়িত দেশসমূহে বিতরণের জন্য তাঁর যাবতীয় সম্পদ প্রেরণ করলেন। গঠন করলেন দাতব্য সংস্থা মুসলিমস্ এ্যারাউন্ড দ্যা ওয়ার্ল্ড। নিজে সশরীরে উপস্থিত থেকে টোগো, ঘানা ও বুর্কিনা ফাসোসহ আফ্রিকার অন্যান্য দেশসমূহে দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনা করলেন। চিকিৎসকগণ তাঁকে ৭ মাস সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে আরও ৩টি বছর জীবন দিলেন।

তিনি বলেন, একবন্ধুর পরামর্শে আমি ব্যথা উপশমের জন্য একটি উচ্চমাত্রার ঔষধ গ্রহণ করি। ঔষধটির ধাক্কা এত অধিক ছিল যে, আমি মৃত্যুর মুখোমুখি উপনীত হলাম। আমি অনুভব করতে লাগলাম আমি সম্পূর্ণ এক ভিন্ন অচিন জগতে রয়েছি। আল্লাহ্র কসম আমি এমন কিছু দেখেছিলাম, যা

পূর্বে কখনও দেখিনি। আমার পরিবার আমার পাশে ছিল, আর আমি বলছিলাম, হে আল্লাহ! আমাকে তুলে নাও। আমি খুব সুন্দর কিছু দৃশ্য দেখছিলাম। আমি কেবলই চাচ্ছিলাম সেখানে যেতে। কিন্তু পরদিন যখন আমি জাগ্রত হলাম, তখন খুব হতাশ হলাম যে আল্লাহ আমাকে নেননি। অশ্রুসজল চোখে বলেন তিনি।

তিনি বলেন, ক্যান্সার আমার জীবনে ছিল আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উপহার। কেননা ক্যান্সারের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে পরিবর্তনের সুযোগ দিয়েছেন। ক্যান্সারের কারণেই আমি পরকালের প্রস্তুতি নিতে পেরেছি। তিনি সবকিছুই একে একে দান করে দেন। এমনকি বিদেশে গেলে নিজের পরণের পোষাকটুকু ছাড়া সবকিছু বিলিয়ে দিতেন। কেননা তিনি চেষ্টা করতেন এমন অবস্থায় পৃথিবী ছাড়তে যখন তাঁর নিকট আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। দাতব্য সংস্থা গঠনের পিছনে তাঁর এই উদ্দেশ্যই ক্রিয়াশীল ছিল। তিনি বলতেন, তোমার অর্জিত অর্থ তোমার সাথে কবরে যাবে না। কেবল সেটুকুই যাবে যা তুমি ছাদাক্বা করবে। এটিই একমাত্র বস্তু যা তোমাকে গন্তব্যে পৌঁছানোর পূর্বে কবরে অবস্থানরত সময়ে তোমাকে সাহায্য করবে। তোমার বাবা-মা, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ সেখানে থাকবে না, থাকবে কেবল তোমার কর্ম।

তিনি জাগতিক সুখের পিছনে ছুটে চলা মানুষদের লক্ষ্য করে বলেন, যখন কেউ জানবে যে, পৃথিবীতে তাঁর অবস্থানকাল আর বেশী দিন নয়, তখন আল্লাহ্র কসম পার্থিব কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণবোধ করা তাঁর জীবনের সবচেয়ে অগুরুত্বপূর্ণ কাজে পরিণত হবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দৈনন্দিন জীবন এমন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই পরিচালনা করা উচিৎ। যারা জাগতিক লক্ষ্যে জীবন পরিচালনা করে, তারা নিঃসন্দেহে ভুল লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। যখন কেউ অসুস্থ হয়, কিংবা নিশ্চিত হয় যে, সে আর বেশীদিন বাঁচবে না, তখনই সে উপলব্ধি করতে পারে যে প্রকৃতই এসব জাগতিক বস্তুর কোন মূল্য নেই।

তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, দয়া করে প্রত্যেকেই জীবনের একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। জীবনের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। মানুষের উপকারার্থে কোন প্রকল্প হাতে নিন। যদি নিজে না পারেন তবে অন্য কারও প্রকল্পে অংশগ্রহণ করুন। কেবল কিছু একটা করার চেষ্টা করুন। কেননা আল্লাহ্র কসম, কিয়ামতের দিন আপনি ভীষণভাবে এগুলোর প্রয়োজন বোধ করবেন।

গত ২৯শে মে ২০১৮ বৃহস্পতিবার সিডনীর একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুপথযাত্রী অবস্থায় তাঁর রেখে যাওয়া ভিডিওবার্তা সারাবিশ্বের মানুষকে আলোড়িত করেছে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দিয়ে সম্মানিত করুন। আমীন!

এই তরতাজা আধুনিক যুবকের পরিবর্তনের মর্মস্পর্শী গল্প আমাদের জন্য অনেক মূল্যবান শিক্ষা রেখে গেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখা এবং জীবনের কঠিন প্রতিকূল মুহূর্তেও ধৈর্যহারা না হওয়া। কেননা তিনি যা করেন, বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন। কঠিন রোগাক্রান্ত অবস্থাও হয়ত আলী বানাতের মত মহান প্রভুর প্রতি প্রত্যাবর্তনের এক অনন্য গল্প হতে পারে। এছাড়া আলী বানাতের জীবন আমাদেরকে কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন করে। যেমন- আমরা কি আলী বানাতের মত পরকালীন জীবনকে নিরাপদ করার জন্য বিশেষ কোন উদ্যোগ নিয়েছি, অথচ আমাদের মৃত্যুক্ষণ যে কোন সময় উপস্থিত হতে পারে?

দ্বিতীয়ত, আমরা যখন নিজেদের ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত এবং ভবিষ্যৎ ভাবনায় উদ্বিগ্ন, তখন তাতে পরকালীন প্রাপ্তির ভাবনা যুক্ত থাকছে তো? জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য গৌণ হয়ে পড়ছে না তো? তৃতীয়ত, মৃত্যুর পর আমরা কী রেখে যাচ্ছি? মানুষ আমাকে নিয়ে কি ভাবছে? মানুষের কল্যাণে আমি কতটুকু করে যেতে পারলাম? মানুষের জীবনে কতটুকু ইতিবাচক প্রভাব রেখে যেতে পারলাম? বিশেষ করে আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে কিছু না কিছু করার ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে আমরা পৃথিবীবাসীকে কতটুকু দিতে পারলাম? এই ভাবনাগুলো যদি নিজেদের জীবনে জাগ্রত করতে পারি, তবে আমাদের জীবন মহান প্রভুর প্রতি আত্মসমর্পিত এবং একক লক্ষ্যে নিবেদিত এক আলোকিত ও মনুষ্যত্বপূর্ণ জীবনের অধিকারী হতে পারব। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

**'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্যের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

**আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট**

http://multimedia.ahlehadeethbd.org

**Youtube চ্যানেল**

ahlehadeeth andolon bangladesh

**ফেসবুক পেজ**

www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

**এন্ড্রয়েড এ্যাপ**

https://play.google.com/HFB bangla Islamic lectures

# কৃতজ্ঞতা

**আল-কুরআনুল কারীম :**

১- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ-

(১) 'হে মানুষ! তোমাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টিকর্তা আছেন কি যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রূযী দান করেন? তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ? *(ফাত্বির ৩৫/৩)*।

২- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ-

(২) 'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোয় সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে- হে আমার রব, আমাকে সামর্থ দাও, তুমি আমার উপর ও আমার পিতা-মাতার উপর যে নে'মত দান করেছ, তোমার সে নে'মতের যেন আমি শোকরিয়া আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পসন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মাঝে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে তওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত' *( আহকাফ ৪৬/১৫)*।

৩- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ-

(৩) 'হে বিশ্বাসীগণ! আমরা তোমাদের যে রূযী দান করেছি, সেখান থেকে পবিত্র বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর। আর আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই দাসত্ব করে থাক' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*।

৪- قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ-

(৪) 'আল্লাহ বললেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপের মাধ্যমে তোমাকে লোকদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি। অতএব যা তোমাকে দেই তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও' *( আ'রাফ ৭/১৪৪)*।

৫- وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ-

(৫) 'আর যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ'লে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দেয়। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ'লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*।

**হাদীছে নববী :**

৬- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ-

(৬) নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,'অল্প পেয়ে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, বেশীতেও সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। যে মানুষের (উপকার পেয়ে তার প্রতি) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। আল্লাহ্র নে'মতের আলোচনা করা কৃতজ্ঞতা এবং আলোচনা না করা অকৃতজ্ঞতা। জামা'আতবদ্ধ জীবন রহমত, আর বিচ্ছিন্ন জীবন আযাব।[১]

৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَأَقِلَّ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ-

(৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে আবু হুরায়রা (রাঃ)! তুমি আল্লাহ ভীরু হয়ে যাও, তাহ'লে লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী হ'তে পারবে। তুমি অল্পে তুষ্ট থাকো, তাহ'লে লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম শোকরিয়া আদায়কারী হ'তে পারবে। তুমি নিজের জন্য যা পসন্দ করো, অন্যদের জন্যও তাই পসন্দ করবে, তাহ'লে পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে। তোমরা প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারী ও দয়াপরবশ হও, তাহ'লে মুসলমান হ'তে পারবে। তোমরা হাসি কমাও, কেননা অধিক হাসি অন্তরাত্মাকে ধ্বংস করে'।[২]

---

১. *আহমাদ হা/১৮৪৭২, হাদীছ হাসান।*
২. *ইবনু মাজাহ হা/৪২১৭; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৩৩।*

٨– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلاَّ أُرِىَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، لَوْ أَسَاءَ، لِيَزْدَادَ شُكْرًا، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلاَّ أُرِىَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً–

(৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে কোন লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে, অপরাধ করলে জাহান্নামে তার ঠিকানাটা কোথায় হ'ত তা তাকে দেখানো হবে যেন সে অধিক অধিক শোকরিয়া আদায় করে। আর যে কোন লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে নেক কাজ করলে জান্নাতে তার স্থান কোথায় হ'ত তা তাকে দেখানো হবে যেন এতে তার আফসোস হয়'।[৩]

٩- زِيَادٌ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ قَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا–

(৯) মুগীরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিন তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এত অধিক ছালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পদযুগল ফুলে যেত। তাঁকে বলা হ'লো, আল্লাহ তো আপনার অতীত ও ভবিষৎ যাবতীয় গুনাহসমূহ মার্জনা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি কি একজন শোকর আদায়কারী বান্দা হব না? ।[৪]

١٠- عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَ فِى الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ قَالُوا فَأَىَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ قَالَ عُمَرُ فَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ. فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيرِهِ فَأَدْرَكَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا فِى أَثَرِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ فَقَالَ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الآخِرَةِ–

(১০) ছাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, সোনা-রোপা (মূল্যবান সম্পদ) পুঞ্জীভূত করে রাখার সমালোচনায় কুরআনের আয়াত নাযিল হ'লে ছাহাবীরা বলেন, তাহ'লে আমরা কোন সম্পদ ধরে রাখবো? ওমর (রাঃ) বলেন, আমি তা জেনে তোমাদের বলে দিবো। অতঃপর তিনি তাঁর উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর সাক্ষাত পেয়ে গেলেন। আমিও তার পিছনে পিছনে গেলাম তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কোন সম্পদ সঞ্চয় করব? তিনি বললেন, তোমাদের যে কেউ যেন, একটি শোকরকারী হৃদয়, একটি যিকরকারী জিহ্বা এবং আখিরাতের কাজে সাহায্যকারী একজন স্ত্রীকে গ্রহণ করে' ।[৫]

١١- عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ–

(১১) হযরত ছুহায়েব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর। তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণময়। মুমিন ব্যতীত আর কারু জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শোকরিয়া আদায় করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে ছবর করে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়' ।[৬]

**মনীষীদের বক্তব্য :**

১. হাসান বাছরী (রহঃ) বলেছেন, 'আমার নিকট এ বার্তা পৌঁছেছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতির উপর অনুগ্রহ করেন তখন তাদের মধ্যে শোকর করার প্রতীতি জাগিয়ে দেন। যদি তারা শোকর করে তবে আল্লাহ তাদের নে'মত বাড়িয়ে দিতে পারেন। আর যদি তারা অকৃতজ্ঞতা দেখায় তাহ'লে তাদের নে'মতকে আযাবে রূপান্তরিত করতে পারেন' ।[৭]

২. মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব বলেন, 'শোকর হ'ল, আল্লাহকে ভয় করা এবং তার আনুগত্যসূচক আমল করা' ।[৮]

৩. ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, বান্দার চলনে, বলনে আল্লাহ্‌র নে'মতের প্রকাশ হল এমন বিষয়, যা অন্তর থেকে বেরিয়ে আসে ও শরীরের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে বিনয় ও আনুগত্য দিয়ে প্রকাশ পায়' ।[৯]

৪. ইমামুল হারামাইন আবু আলী আল-জুওয়াইনী (রহঃ) বলেন,'দুনিয়ার বিপদাপদ মূলত বান্দার পক্ষে শোকর আদায়ের বিষয়। এগুলোও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র নে'মত। তার প্রমাণ এই যে, বিপদাপদ বান্দার জন্য অনেক অনেক কল্যাণ, প্রচুর ছওয়াব ও মহৎ উদ্দেশ্য বয়ে আনে, যার তুলনায় আপতিত বালা-মুছীবত কিছুই না' ।[১০]

**সারবস্তু :**

১. শুকরিয়া হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও ভালবাসা অর্জনের মাধ্যম।

২. শুকরিয়া আদায়কারী ব্যক্তি মানুষ ও সমাজের কাছে প্রিয় থেকে প্রিয়তর ব্যক্তিত্বে পরিণত হয় ।

৩. শুকরিয়া আদায়কারী ব্যক্তি প্রশান্ত চিত্ত, শীতল চক্ষুর অধিকারী হন ফলে তার প্রতিটি কাজ আখেরাত কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। আর কারো প্রতি সে হিংসাও বোধ করে না।

৪. শুকরিয়াকারী ব্যক্তির শুকরিয়া শুধু তার কথায় নয়, বরং তার যাবতীয় কাজের মাধ্যমে তার সৌন্দর্য ফুটে উঠে ।

৫. শুকরিয়া হলো পরিপূর্ণ ঈমান ও সুন্দর ইসলামের দলীল যা বান্দার নেকী ও ধৈর্যের মাধ্যমে প্রতিবিম্বিত হয়।

---

*৩. বুখারী হা/৬৫৬৯; মিশকাত হা/৫৫৯০।*
*৪. বুখারী হা/৪৮৩৬; মিশকাত হা/১২২০।*
*৫. ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৬, আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।*
*৬. মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭।*
*৭. শুআবুল ঈমান হা/৪৫৩৬।*
*৮. তাফসীরে ত্বাবারী ১০/৩৫৪ পৃঃ ।*
*৯. মাদারিসুস সালেকীন ২/২৪৪ পৃঃ।*
*১০. মানাবী, ফায়যুল ক্বাদীর ২/১৩৩।*

# হজ্জের শিক্ষা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হজ্জের সাথে আর্থিক ও দৈহিক দু'টি কুরবানীই সমভাবে সম্পৃক্ত। ফলে এর দ্বারা খুব সহজেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। এতে রয়েছে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি। নিম্নে হজ্জের মাক্বাছেদ (উদ্দেশ্যাবলী) তথা শিক্ষা সমূহ তুলে ধরা হ'ল।

**তাওহীদ প্রতিষ্ঠা :**

তাওহীদ হ'ল আল্লাহ্র একাত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করা। এর বিপরীত হ'ল শিরক। আর আল্লাহ আমাদেরকে শিরক থেকে বেঁচে থেকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। একজন মুমিন আল্লাহ্র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সকল আনুগত্য ও ইবাদত হ'তে হবে তাওহীদ যুক্ত ও শিরক মুক্ত। আর হজ্জ পালন একনিষ্ঠ ইবাদতের শামিল। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাওহীদ যুক্ত তালবিয়াহ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। যা হ'ল নিম্নরূপ, لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ 'আমি তোমার দরবারে হাযির আছি, হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হাযির। তোমার কোন শরীক নেই, আমি তোমার দরবারে হাযির। নিশ্চিত সমস্ত প্রশংসা, নে'মত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার; তোমার কোন শরীক নেই'।[১]

সুতরাং হজ্জ হ'ল তাওহীদ বাস্তবায়নের একটি অন্যতম মাধ্যম। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাওহীদ ছাড়া কোন আমলই গ্রহণ করেন না। এজন্য হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ 'আমি শিরককারীদের শিরক থেকে অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি আমার সাথে অন্য কাউকে অংশী স্থাপন করবে, আমি তাকে তার অংশীকে ছেড়ে দেই'।[২]

**আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি :**

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি অন্যতম মাধ্যম হ'ল হজ্জ পালন করা। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ পালন করল এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ হ'তে বিরত থাকল, সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে হজ্জ হ'তে ফিরে আসবে যে দিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল'।[৩]

অন্যত্র আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ 'হে আমর! তুমি কি জান না যে, ইসলাম পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়, আর হিজরত পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়, আর হজ্জ পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়'?[৪]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ 'তোমরা হজ্জ ও ওমরা পরপর একত্রে আদায় কর। কেননা, এ হজ্জ ও ওমরা দারিদ্র ও গুনাহ দূর কর দেয়। যেমন লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা হাপরের আগুনে দূর হয়। আর একটি কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়'।[৫]

**তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন :**

আল্লাহ অধিকাংশ হজ্জ সম্পর্কিত আয়াতেই তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জনের কথা বলেছেন। সূরা বাক্বারার ১৯৫ নং আয়াত এর প্রথমাংশে বলা হয়েছে- وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ... 'আর তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ কর'...। আর আয়াতে শেষাংশে বলা হচ্ছে- وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 'আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা'।

অনুরূপভাবে সূরা বাক্বারার ১৯৭ আয়াত এর প্রথমাংশে বলা হয়েছে-...الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ 'হজ্জের মাসগুলি নির্ধারিত'। আর আয়াতে শেষাংশে বলা হচ্ছে- وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ... 'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পাথেয় হ'ল আল্লাহভীতি। অতএব হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর'।

---

১. *মুসলিম হা/১২১৮।*
২. *মুসলিম হা/২৯৮৫।*
৩. *বুখারী হা/১৫২১; মুসলিম হা/১৩৫০।*
৪. *মুসলিম হা/১২১।*
৫. *তিরমিযী হা/২১১; ইবনু মাজাহ হা/২৮৮৭।*

হজ্জের নিয়ম-রীতি সবকিছুই যে তাক্বওয়া অর্জনের নিমিত্তে তার প্রমাণ এ আয়াত দু'টিও। মহান আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ 'উপরের গুলি এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আদেশ সমূহকে সম্মান করে, নিশ্চয়ই সেটি হৃদয় নিঃসৃত আল্লাহভীতির প্রকাশ' *(হাজ্জ ২২/৩২)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ 'এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছে না। বরং তাঁর নিকট পৌঁছে তোমাদের আল্লাহভীরুতা' *(হাজ্জ ২২/৩৭)*।

তাক্বওয়া শুধু উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্যই নয় বরং সকল উম্মতের জন্য সর্বোত্তম অছীয়ত ও শেষ দিবসের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ 'বস্তুতঃ আমরা আদেশ করেছিলাম তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের এবং তোমাদের এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর' *(নিসা ৪/১৩১)*।

সুতরাং হজ্জব্রত পালনে তাক্বওয়া অর্জন একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়।

**আল্লাহকে স্মরণ :**

প্রতিটি আমল আল্লাহ্র স্মরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তেই করতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي 'আমার স্মরণে ছালাত কায়েম কর' *(ত্বহা ২০/১৪)*। অনুরূপভাবে হজ্জ, ছিয়াম এবং প্রতিটি আনুগত্যের বিষয়গুলি আল্লাহ্র স্মরণেই হ'তে হবে। ফলে হজ্জে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র স্মরণ আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। মহান আল্লাহ বলেন, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ- 'তোমাদের কোন গোনাহ নেই। আর যখন তোমরা আরাফাত থেকে (মিনায়) ফিরবে, তখন (মুযদালিফায়) মাশ'আরুল হারামে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ কর। আর তোমরা তাঁকে স্মরণ কর যেভাবে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন' *(বাক্বারাহ ২/১৯৮)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ - لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ- 'আর তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ'তে। যাতে তারা তাদের (দুনিয়া ও আখেরাতের) কল্যাণের জন্য সেখানে উপস্থিত হতে পারে এবং রিযিক হিসাবে তাদের দেওয়া গবাদিপশুসমূহ যবেহ করার সময় নির্দিষ্ট দিনগুলিতে তাদের উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতে পারে' *(হজ্জ ২২/২৭-২৮)*।

হজ্জের যাবতীয় বিষয় যে আল্লাহ্র স্মরণেই নিমিত্ত সে বিষয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْىُ الْجِمَارِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ 'নিশ্চয় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ, সাফা-মারওয়া সাঈ, যামরায় পাথর নিক্ষেপসহ সব কিছুই আল্লাহ্র স্মরণ বাস্তবায়নের নিমিত্তেই সংগঠিত হয়ে থাকে'।[৬]

আর আল্লাহ্র স্মরণ যে শ্রেষ্ঠ আমল সে সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেনব أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِى دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى 'আমি কি তোমাদেরকে অধিক উত্তম কাজ প্রসঙ্গে জানাব না, যা তোমাদের মনিবের নিকট সবচেয় পবিত্র, তোমাদের সম্মানের দিক হ'তে সবচেয়ে উঁচু। স্বর্ণ ও রৌপ্য দান-খায়রাত করার চেয়েও বেশী ভাল এবং তোমাদের শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের সংহার করা ও তোমাদেরকে তাদের সংহার করার চাইতেও ভাল। তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হ'ল আল্লাহ্র স্মরণ'।[৭]

সুতরাং হজ্জব্রত পালনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র স্মরণ যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি আমাদের মর্যাদাও উত্তরোত্তর বেড়ে যায়।

**ঈমানের মযবুতী :**

ইসলাম কবুলের পূর্বশর্ত ঈমান। এই ঈমান কখনও বাড়ে আবার কখনও কমে। আল্লাহ্র স্মরণ, আনুগত্য, তাওবা-ইস্তিগফার, উত্তম আচরণসহ ইত্যাদি কল্যাণমূলক কাজে ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে অলসতা, অন্যায়, পাপাচারমূলক কাজে ঈমান কমে। আর হজ্জ এমন একটি ইবাদত যার দ্বারা অন্তরের পরিশুদ্ধিতা পায়। ফলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। হজ্জের আহকাম, তাহযীব-তামাদ্দুনসহ যাবতীয় আমলগুলি পালনে ঈমান পূর্ণতা পায়। আর একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্র নিকট চাইলে তিনি তা গ্রহণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 'আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (তখন তাদের বল যে,) আমি অতীব নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে আহ্বান

৬. *আহমাদ হা/ ২৪৫১২, সনদ হাসান।*
৭. *তিরমিযী হা/৩৩৭৭।*

করে। অতএব তারা যেন আমাকে আহ্বান করে এবং আমার উপরে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রাখে। যাতে তারা সুপথপ্রাপ্ত হয়' *(বাক্বারাহ ২/১৮৬)*। আর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، سألوه فأعطاهم 'হজ্জ ও ওমরা পালনকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র সৈনিক। তারা ডাকলে আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দিবেন এবং তারা আল্লাহ্র নিকট চাইলে আল্লাহ তাদের তা দিবেন'।[৮]

**আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দান :**

যাদের সামর্থ্য রয়েছে তাদের উপর হজ্জ পালন করা ফরয ইবাদত। এতে আল্লাহ্র নির্দেশনা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ 'আর তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ'তে' *(হজ্জ ২২/২৭)*।

আর সেই ডাকে মানুষ সাড়া দিয়ে হজ্জে لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ... উচ্চধ্বনিতে আকাশ-বাতাশ মুখরিত করে তোলে। আর উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠের নির্দেশনা দিয়েছেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, جَاءَنِى جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ 'জিব্রাঈল (আঃ) আমার নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! তোমার অনুসারীদের নির্দেশ দাও তারা যেন উচ্চ স্বরে তালবিয়া পাঠ করে। কেননা তা আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্য হ'তে অন্যতম'।[৯]

উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ একটি মহৎ কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّى إِلاَّ لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا 'যখন কোন মুসলিম তালবিয়া পাঠ করে তখন তার ডান ও বামে পাথর, বৃক্ষরাজি, মাটি সবকিছুই তার সাথে তালবিয়া পাঠ করে। এমনকি পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত (তালবিয়া পাঠকারীদের দ্বারা) পূর্ণ হয়ে যায়'।[১০]

পৃথিবীর সব কিছুই যে আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করে এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا 'সাত আসমান ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে। আর এমন কিছু নেই যা তার প্রশংসাসহ মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা বর্ণনা তোমরা বুঝতে পারো না। নিশ্চয়ই তিনি অতীব সহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৪৪)*।

**হজ্জের উপকারিতা অর্জন :**

মহান আল্লাহ বলেন, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ 'আর তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ'তে' *(হজ্জ ২২/২৭)*।

**নবী-রাসূলদের স্মরণ :**

হজ্জব্রত পালনে গেলে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের কথা অধিক পরিমাণে স্মরণ হয়। বিশেষ করে ইবরাহীম (আঃ), ইসমাঈল (আঃ) ও মা হাযেরা সম্পর্কে। (১) পবিত্র কাবা ঘর দর্শনের সাথে সাথে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর কথা স্মরণ হয়। কাবা নির্মাণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহ্র ভিত্তি স্থাপন করেছিল, তখন তারা প্রার্থনা করেছিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হ'তে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/১২৭)*। (২) মাকামে ইবরাহীম। যার উপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আঃ) কাবা ঘর নির্মাণ করেছিলেন। সাত তাওয়াফ শেষে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়। আর সেটা মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে হওয়া বাঞ্চনীয় যদি না ভীড় থাকে। এতে ইবরাহীম (আঃ)-এর স্মরণ করিয়ে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى 'তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে ছালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর' *(বাক্বারাহ ২/১২৫)*।

(৩) যমযম কুপ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থলে সাঈ করার প্রাক্কালে মা হাজেরার সেই স্বগতোক্তির কথা মনে পড়ে যখন পিতা ইবরাহীম (আঃ) তাঁকে ও শিশু সন্তানকে এক বিরাণভূমিতে রেখে যাচ্ছিলেন, তখন মা হাযেরা বলেছিলেন, من أمرك أن تضعني بأرض ليس فيها ضَرْع ولا زرع ، ولا أنيس ، ولا زاد ولا ماء؟ 'আপনি কার নির্দেশে আমাকে এমন জায়গায় রেখে যাচ্ছেন যেখানে কোন দুধ, শস্য বা মানুষ কিংবা খাদ্য-পানীয় নেই। তখন ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন, ربي أمرني 'আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তখন মা হাযেরা বলেছিলেন, فإنه لن يضيِّعنا

---

*৮. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮২০।*
*৯. ইবনু মাজাহ হা/২৯২৩; আহমাদ হা/২১২৭৮।*
*১০. তিরমিযী হা/৮২৮; মিশকাত হা/২৫৫০।*

'নিশ্চয় তিনি আমাদের ধ্বংস করবেন না'।[১১]

(৪) একইভাবে আরাফায় অবস্থানের সময় রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ 'হজ্জের নির্ধারিত স্থান সমূহে অবস্থান কর। কারণ তোমরা ইবরাহীম (আঃ)-এর উত্তরাধীকার প্রাপ্ত হয়েছে'।[১২]

নবীগণ দীনার ও দিরহামের ওয়ারিছ হন না; বরং তারা আল্লাহ্র দ্বীনের ওয়ারিছ হন। রাসূর (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ 'আরাফার দিনের দো'আই উত্তম দো'আ'।[১৩]

(৫) অনুরূপভাবে পাথর নিক্ষেপের সময় আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ইবরাহীম (আঃ)-এর কথা। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض 'যখন ইবরাহীম (আঃ) কোরবানগাহে আসছিলেন তখন জামরায়ে আক্বাবায় শয়তান ধোঁকায় দিচ্ছিল। ফলে তিনি ৭টি পাথর নিক্ষপ করলে শয়তান মাটিতে গেড়ে যায়। অতঃপর দ্বিতীয় জামরায় শয়তান ধোঁকা দিলে তিনি পুনরায় ৭টি পাথর নিক্ষেপ করেন। এতে শয়তান মাটিতে দেবে যায়। এভাবে তৃতীয় জামরাতে শয়তান ধোঁকা দিলে ইবরাহীম (আঃ) ৭টি পাথর নিক্ষেপের ফলে শয়তান মাটিতে দেবে যায়'।[১৪]

কুরবানী যবেহ করার সময়কালে সেই মহান ঘটনার কথা স্মরণ হয় যখন ইবরাহীম খলীল স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করছেন। এটা পুত্রের নিকট বর্ণনা করতেই তার দৃঢ়চিত্ত উত্তর আমাদের অন্তরাত্মাকে শিহরিত করে তোলে। যা কুরআনী ভাষায় এসেছে এভাবে- فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ - فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ- 'অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরার বয়সে উপনীত হ'ল, তখন ইবরাহীম তাকে বলল, হে আমার বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে যবহ করছি। এখন ভেবে দেখ তোমার অভিমত কি? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন। এভাবে পিতা-পুত্র উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং পিতা যখন পুত্রকে তার চেহারা ধরে মাটিতে কাত করে শোয়ালো'... *(ছফফাত ৩৭/১০২-৩)*।

**রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ :**

হজ্জের বিধি-বিধান ও নিয়ম কানুনগুলি আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী পালন করার চেষ্টা করি। কোন কাজ করলে হজ্জের ত্রুটি হবে, কোন আমল সুন্নাত অনুযায়ী হবে এ বিষয়ে মনোনিবেশ করি। এ ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রাঃ) এর কথা প্রণিধান যোগ্য। তিনি হাযারে আসওয়াদকে চুম্বনের প্রাক্কালে বলেছিলেন, إِنِّى أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ 'আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একখানা পাথর মাত্র। তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। নবী (ছাঃ)-কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে কখনো আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না'।[১৫]

**মুশরিকদের আমলের বিরুদ্ধাচারণ :**

জাহেলী যুগে মুশরিকরা যেভাবে হজ্জ পালন করত তা মহানবী (ছাঃ) সমূলে পরিবর্তন করে দেন। হজ্জের ভাষণে তিনি বলেন, أَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِى بَنِى سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ 'সাবধান! জাহেলী যুগের সকল ব্যাপার (অপসংস্কৃতি) আমার উভয় পায়ের নীচে। জাহেলী যুগের রক্তের দাবিও বাতিল হ'ল। আমি সর্বপ্রথম যে রক্তপণ বাতিল করছি তা হ'ল আমাদের বংশের রবী'আহ ইবনু হারিসের পুত্রের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় বানু সা'দ গোত্রে দুগ্ধপোষ্য ছিল। তখন হুযায়েল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। জাহেলী যুগের সুদও বাতিল। আমি প্রথম যে সুদ হারাম করছি তা হ'ল আমাদের বংশের আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্ত্বালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল হ'ল'।[১৬]

সুতরাং হজ্জব্রত পালন অবস্থায় যাবতীয় অপকর্ম ও জাহেলিয়াত থেকে দূরে থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَثَةٌ مُلْحِدٌ فِى الْحَرَمِ ، وَمُبْتَغٍ فِى

---

*১১. তাফসীর ইবনু জারীর ১৩/৬৯২ পৃঃ।*
*১২. তিরমিযী হা/৮৮৩; নাসাঈ হা/৩০১৪।*
*১৩. তিরমিযী হা/৩৫৮৫; ছহীহাহ হা/১৫০৩।*
*১৪. হাকেম হা/১৭১৫; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১১৫৬।*
*১৫. বুখারী হা/১৫৯৭; মুসলিম হা/১২৭০।*
*১৬. মুসলিম হা/১২১৮।*

الإِسْلاَمِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ 'আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত লোক হচ্ছে তিন জন। (১) যে লোক হারাম শরীফে অন্যায় ও অপকর্মে লিপ্ত হয়। (২) যে লোক ইসলামী যুগে জাহেলী যুগের রীতিনীতি অন্বেষণ করে। (৩) যে লোক ন্যায় সঙ্গত কারণ ছাড়া কারো রক্ত দাবী করে'।[১৭]

**আখিরাতের কথা স্মরণ :**

আখিরাতের চিত্র সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ قَالَ الْعِبَادُ عُرَاةً غُرْلاً بُهْماً قَالَ قُلْنَا مَا بُهْماً قَالَ لَيْسَ مَعَهُمْ شَىْءٌ 'মানুষ ক্বিয়ামতের দিন একত্রিত হব খালি পায়ে বিবস্ত্র ও বুহম অবস্থায়। রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল বুহম কি? তিনি বললেন, যাদের নিকট কিছুই থাকবে না'।[১৮]

একজন ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার পর ক্ষেতখামার, ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক লেনদেন কোন কিছুই চলবে না। ফলে সকলের একই ইহরামের পোষাক কিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

একইভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের আশায় সকল হজ্জব্রত পালনকারী ব্যক্তি আরাফার মাঠে একত্রিতভাবে অবস্থান করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ 'আরাফার দিবসের ব্যতীত আর এমন কোন দিন নেই যেদিন আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক সংখ্যক লোককে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দান করেন'।[১৯]

সুতরাং আরাফার ময়দানে অবস্থানও মানুষকে আখিরাতের স্মরণ করিয়ে দেয়। জ্ঞাতব্য যে, আরাফার মাঠে বিশেষভাবে দো'আ করতে হবেব কেননা এই দিনের দো'আ আল্লাহ কবুল করে থাকেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ 'আরাফার দিনের দো'আই হ'ল সর্বোত্তম দো'আ'।[২০]

**দ্বীনী ভ্রাতৃত্ববোধ :**

হজ্জে বিভিন্ন দেশ, ভাষা ও বর্ণের লোক একত্রিত হয়। আর প্রত্যেকেই তাক্বওয়া অর্জনের প্রতিযোগিতা করে। রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِىٍّ عَلَى أَعْجَمِىٍّ وَلاَ لِعَجَمِىٍّ عَلَى عَرَبِىٍّ وَلاَ لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى أَبَلَّغْتُ 'হে লোক সকল! জেনে রাখ তোমাদের প্রভু একজন, তোমাদের পিতা একজন। জেনে রাখ! অনারবদের উপর আরবদের এবং আরবদের উপর অনারবদের কোন প্রাধান্য নেই তাক্বওয়া ব্যতীত। একইভাবে কালোর উপর লালের ও লালের উপর কালোর কোন প্রাধান্য নেই তাক্বওয়া ব্যতীত'।[২১]

**উত্তম চরিত্র গঠন :**

হজ্জ উত্তম চরিত্র গঠনের একটি অন্যতম শিক্ষা কেন্দ্র। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ হ'তে বিরত রইল সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে হজ্জ হ'তে ফিরে আসবে যেদিন তাকে তার মাতা জন্ম দিয়েছিল'।[২২]

বিদায় হজ্জে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 'আমি তোমাদেরকে মুমিন ব্যক্তি সম্পর্কে বলে দিব না? মুমিন হ'ল সেই ব্যক্তি মানুষ যাকে নিজের জীবন ও সম্পদের ব্যাপারে আশংকামুক্ত মনে করে এবং মুসলিম সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাত হ'তে সকল মুসলিম নিরাপদ'।[২৩]

অপর হাদীছে রাসূল (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে বলেছেন, يَا عُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِىٌّ لاَ تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِىَ الضَّعِيفَ إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ وَإِلاَّ فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ 'হে ওমর! নিশ্চয় তুমি শক্তিশালী পুরুষ। তুমি হাজরে আসওয়াদের নিকট ঠেসাঠেসি কর না। যাতে দুর্বলরা কষ্ট পায়। যদি তুমি ফাঁকা পাও তাহ'লে তুমি পাথরকে (হাযার আসওয়াদকে) চুম্বন করবে'।[২৪] অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে দুর্বলদের প্রতি সদয় হ'তে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং হজ্জে গেলে পরস্পর পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরী হয়।

অতএব আল্লাহ আমাদের সকলকে হজ্জ আদায়ের সৌভাগ্য দান করুন এবং হজ্জের যাবতীয় শিক্ষাগুলোকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়নের তাওফীক্ব দিন-আমীন।

***[লেখক : ৪র্থ বর্ষ, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]***

১৭. *বুখারী হা/৬৮৮২।*
১৮. *আহমাদ হা/১৬০৪২।*
১৯. *মুসলিম হা/১৩৪৮।*
২০. *তিরমিযী হা/৩৫৮৫।*
২১. *আহমাদ হা/২৩৫৩৬।*
২২. *বুখারী হা/১৫২১।*
২৩. *আহমাদ হা/২৪০১৩।*
২৪. *আহমাদ হা/১৯০।*

# পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের করণীয়

- মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

**(শেষ কিস্তি)**

**অমুসলিম মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ :**

পিতা-মাতা অমুসলিম হ'লেও তারা জন্মদাতা। তাদের স্নেহ-ভালোবাসায় সন্তান বড় হয়ে থাকে। সেজন্য তাদের সাথে সর্বাবস্থায় সদাচরণ করতে হবে। তারা আল্লাহ্ ও রাসূল বিরোধী কোন আদেশ না করলে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ-

'আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে বসবাস করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে, তুমি তার রাস্তা অবলম্বন কর। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকটে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব' *(লোকমান ৩১/১৫)* ।[১]

عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: كَانَتْ أُمِّي حَلَفَتْ أَنْ لَا تَأْكُلَ وَلَا تَشْرَبَ حَتَّى أُفَارِقَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا-

সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, আমার সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবের চারটি আয়াত নাযিল হয়। (১) আমার মা শপথ করেন যে, আমি যতক্ষণ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ত্যাগ না করবো ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পানাহার করবেন না। এই প্রসঙ্গে মহামহিম আল্লাহ নাযিল করেন, 'পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে চাপ দেয় যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে' *(লোকমান ৩১/১৫)*।

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهْيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ: نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ-

আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেন, আমার মুশরিকা মা কুরাইশদের আয়ত্বে থাকাকালীন সময়ে আমার নিকট এসেছিল। তখন আমি রাসূল (ছাঃ)-কে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মুশরিকা মা আমার কাছে এসেছে। আর তিনি ইসলাম গ্রহণে অনাগ্রহী। আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তোমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার কর'।[২] হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, ঘটনাটি ছিল হোদায়বিয়া সন্ধি থেকে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়কার। যখন তিনি তার মুশরিক স্বামী হারেছ বিন মুদরিক আল-মাখযূমীর সাথে ছিলেন *(ফাৎহুল বারী)*।

عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنهما قَالَتْ: أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم آصِلُهَا قَالَ: نَعَمْ . قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ-

আবুবকর কন্যা আসমা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (ছাঃ)-এর যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলেন। আমি নবী (ছাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবো কি না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইবনু উয়াইনাহ (রহঃ) বলেন, এ ঘটনা প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, আর তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে

---

১. *আয়াত দু'টি খ্যাতনামা ছাহাবী সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) প্রসঙ্গে নাযিল হয় (কুরতুবী)। যা ইতিপূর্বে সূরা আনকাবূত ৮ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। ১৪ আয়াতে মায়ের কথা বলতে গিয়ে তার বিনষ্ট মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। (১) গর্ভধারণ (২) কষ্টের পর কষ্ট বরণ এবং (৩) দুই বছর যাবৎ বুকের দুধ খাওয়ানো। ছহীহ হাদীছেও ঠিক এভাবে এসেছে যে, সর্বাঙ্গিন সদাচরণ পাওয়ার হকদার কে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার মা। তারপর কে? তোমার মা। তারপর কে? তোমার মা। তারপর কে? তোমার পিতা (বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১; কুরতুবী হা/৪৯৪০)। অত্র আয়াতে দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ সর্বোচ্চ দু'বছর বর্ণিত হয়েছে। অতএব এর মধ্যেই বাচ্চার দুধ ছাড়াতে হবে। আয়েশা (রাঃ)-এর বিমাতা বড় বোন আসমা (রাঃ)-এর নিকটে তার কাফের মা এলে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তার প্রতি সদ্ব্যবহার করব? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ' (বুখারী হা/২৬২০; মুসলিম হা/১০০৩; মিশকাত হা/৪৯১৩; কুরতুবী হা/৪৯৪১)। পরে আবুবকর পরিবারের সবাই ইসলাম কবুল করেন।*

২. *বুখারী হা/৩১৮৩; মুসলিম হা/১০০৩; মিশকাত হা/৪৯১৩।*

দেয়নি তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতে আর ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেননি'।[৩]

**অমুসলিম পিতা-মাতাকে দান :**

অমুসলিম পিতা-মাতার জন্য মুসলিম সন্তান খরচ করবে। তাদের প্রয়োজনে নগদ অর্থ প্রদান করবে। তবে তাদের যাকাতের মাল থেকে দেওয়া যাবে না। কারণ তারা মুশরিক। আর মুশরিক যাকাতের মালের হকদার নয়। অমুসলিমকে সাধারণ দান খয়রাত করা যাবে। আয়েশা (রাঃ) নিকট জনৈক ইহুদী মহিলা ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে ভিক্ষা দেন'।[৪] পিতা-মাতা হিসাবেও তাদের যাকাতের মাল দেওয়া যাবে না। যেমনটি মুসলিম পিতা-মাতাকে যাকাতের মাল থেকে দেওয়া যাবে না। কারণ সন্তানের জন্য আবশ্যক হ'ল পিতা-মাতার যাবতীয় খরচ বহন করা। ইমাম আবুদাউদ 'অমুসলিমদের উপর ছাদাক্বাহ করার বিধান' পরিচ্ছেদ উল্লেখ করে আসমা বর্ণিত হাদীছটি বর্ণনা করেন *(দলীলুল ফালেহীন লি তুরুকে রিয়াযুছ ছালেহীন ৩/১৬২)*।

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّى رَاغِبَةً فِى عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِىَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى قَدِمَتْ عَلَىَّ وَهِىَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ : نَعَمْ فَصِلِى أُمَّكِ–

আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মাতা, যিনি ইসলামের প্রতি বৈরী ও কুরাইশদের ধর্মের অনুরাগী ছিলেন (কুরায়েশদের সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়) আমার নিকট আগমন করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমার মাতা আমার নিকট এসেছেন, কিন্তু তিনি ইসলাম বৈরী মুশরিক। এখন (আত্মীয়তার বন্ধন হেতু) আমি কি তাকে কিছু দান করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার মাতার সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার কর'।[৫]

**অমুসলিম পিতা-মাতার হেদায়াতের জন্য দো'আ :**

সাধারণভাবে অমুসলিমদের হেদায়াতের জন্য দো'আ করা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) আবু জাহল বা ওমরের হেদায়াতের জন্য, আবু হুরায়রার মায়ের হেদায়াতের জন্য, দাউস সম্প্রদায়ের হেদায়াতের জন্য, ছাক্বীফ গোত্রের হেদায়াতের জন্য এবং ইহুদী খৃষ্টানদের হেদায়াতের জন্য দো'আ করেছিলেন'।[৬] কারণ কারো দাওয়াতের মাধ্যমে বা দো'আর মাধ্যমে কেউ হেদায়াত হলে সেটি লাল উট অপেক্ষা উত্তম'।[৭] আর পিতা-মাতা সব চেয়ে কাছের মানুষ। বিধায় পিতা-মাতা অমুসলিম থেকে জাহান্নামে যাবে এটি কোন সন্তানের কাম্য নয়। সেজন্য অমুসলিম পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের পাশাপাশি তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হবে। আবু হুরায়রার মায়ের জন্য দো'আর হাদীছটি উল্লেখ করা হ'ল-

আবু কাছীর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমি আমার মাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাতাম, তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। একদিন আমি তাকে ইসলাম কবুলের জন্য আহবান জানালাম। তখন তিনি রাসুল (ছাঃ) সম্পর্কে আমাকে এমন এক কথা শোনালেন যা আমার কাছে খুবই অপ্রিয় ছিল। আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসুল (ছাঃ)-এর কাছে এলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে আসছিলাম। আর তিনি অস্বীকার করে আসছিলেন। এরপর আমি তাকে আজ দাওয়াত দেওয়াতে তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে এমন কথা শোনালেন, যা আমি পছন্দ করি না। সুতরাং আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আবু হুরায়রার মাকে হিদায়াত দান করেন। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِى هُرَيْرَةَ 'হে আল্লাহ্‌! আবু হুরায়রার মাকে হিদায়াত দান কর'। নবী (ছাঃ)-এর দু'আর কারণে আমি খুশি মনে বেরিয়ে এলাম। যখন আমি (ঘরের) দরজায় পৌঁছলাম তখন তা বন্ধ দেখতে পেলাম। আমার মা আমার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, আবু হুরায়রা! একটু দাঁড়াও (থাম)। তখন আমি পানির কলকল শব্দ শুনছিলাম। তিনি বলেন, এরপর তিনি (আমার মা) গোসল করলেন এবং গায়ে চাঁদর পরলেন। আর তড়িঘড়ি করে দোপাট্টা ও ওড়না জড়িয়ে নিলেন, এরপর ঘরের দরজা খুলে দিলেন।এরপর বললেন, 'হে আবু হুরায়রা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসুল'। তিনি বলেন, তখন আমি রাসূল (ছাঃ) এর খিদমতে রওনা হলাম। এরপর তাঁর কাছে গেলাম এবং আমি তখন আনন্দে কাঁদছিলাম। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সুসংবাদ গ্রহন করুন। আল্লাহ্‌ আপনার দো'আ কবুল করেছেন এবং আবু হুরায়রার মাকে হিদায়াত দান করেছেন। তখন তিনি আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলেন ও তাঁর প্রশংসা করলেন এবং ভাল ভাল (কথা) বললেন। তিনি বলেন, এরপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে এবং আমার মাকে মুমিন বান্দাদের কাছে প্রিয় করেন এবং তাদের ভালোবাসা আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেন। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, এরপর রাসুল (ছাঃ) বললেন, اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا، يَعْنِى أَبَا هُرَيْرَةَ وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ 'হে আল্লাহ্‌! তোমার এই বান্দা (আবু হুরায়রা) কে এবং তাঁর মাকে মুমিন বান্দাদের কাছে প্রিয়ভাজন করে দাও

---

৩. *বুখারী হা/৫৯৭৮; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৫।*

৪. *বুখারী হা/১০৪৯; মুসলিম হা/৯০৩; মিশকাত হা/১২৮।*

৫. *আবুদাউদ হা/১৬৬৮; ছহীহুত তারগীব হা/২৫০০।*

৬. *বুখারী হা/২৯৩৭; মুসলিম হা/২৪৯১; আহমাদ হা/১৪৭৪৩; আবুদাউদ হা/৫৩৮; তিরমিযী হা/৩৯৪২; মিশকাত হা/৪৭৪০, ৫৯৮৬।*

৭. *বুখারী হা/২৯৪২; আবুদাউদ হা/৩৬৬১।*

এবং তাদের কাছেও মুমিন বান্দাদের প্রিয় করে দাও'। এরপর এমন কোন মুমিন বান্দা সৃষ্টি হয়নি, যে আমার কথা শুনেছে অথবা আমাকে দেখেছে অথচ আমাকে ভালোবাসেনি'।[৮]

**অমুসলিম পিতা-মাতার কবর যিয়ারত :**

অমুসলিম পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করা জায়েয। কারণ তারা অমুসলিম হলেও জন্মদাতা পিতা ও মাতা। সেজন্য ইসলামী শরী'আহ মুশরিক পিতা-মাতার কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছে। এতে তাদের উপকার হবে না। কিন্তু যিয়ারতকারীর উপকার হতে পারে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّى فِى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِى أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِى فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ –

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) তার মায়ের কবর যিয়ারত করতে গেলেন। তিনি কাঁদলেন এবং আশেপাশের সবাইকে কাঁদালেন। তিনি বললেন, আমি আমার প্রভুর নিকট মায়ের জন্য ইস্তিগফারের অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হ'ল না। আমি তার কবর যিয়ারত করার জন্য অনুমতি চাইলে আমাকে অনুমতি দেয়া হ'ল। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা কবর যিয়ারাত তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়'।[৯]

**অমুসলিম পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা :**

অমুসলিম পিতা-মাতার ক্ষমার জন্য দো'আ করা যাবে না। কারণ তারা নিশ্চিত জাহান্নামী। আর বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে তাদের জন্য দো'আ করে কোন লাভ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ 'নবী ও মুমিনদের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়, একথা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী *(তাওবাহ ৯/১১৩)*।[১০]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْتَغْفِرُ لأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ لَهُ أَتَسْتَغْفِرُ لأَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ. فَقَالَ أَوَلَيْسَ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَتْ (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ –

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে তার (মৃত) মুশরিক পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুনলাম। আমি তাকে বললাম, তোমার মৃত পিতা-মাতার জন্য কি তুমি ক্ষমা প্রার্থনার দু'আ করছ, অথচ তারা ছিল মুশরিক? সে বলল, ইবরাহীম (আঃ) কি তার বাবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেননি, অথচ তার বাবা ছিল মুশরিক? আমি বিষয়টি নবী (ছাঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় (অনুবাদ) "নবী ও ঈমানদার লোকদের পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনই হৌক না কেন'।[১১] উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম (আঃ) ক্ষমা প্রর্থনা করেছিলেন তার ওয়াদা পূরণের জন্য। তিনি পিতার নিকট বলেছিলেন যে, আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তাছাড়া তার দো'আ কবুল হয়নি। কারণ তার পিতা ছিল মুশরিক। আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ 'আর নিজ পিতার জন্য ইবরাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা ছিল কেবল সেই ওয়াদার কারণে যা সে তার পিতার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল সে আল্লাহ্র শত্রু, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল বড়ই কোমল হৃদয় ও সহনশীল *(তাওবাহ ৯/১১৪)*।

---

৮. *মুসলিম হা/২৪৯১; মিশকাত হা/৫৮৯৫।*

৯. *মুসলিম হা/৯৭৬; হাকেম হা/১৩৯০; মিশকাত হা/১৭৬৩।*

১০. *অত্র আয়াতে মুশরিকদের ক্ষমা প্রার্থনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যাদের শিরক ও কুফরী স্পষ্ট হয়ে গেছে। জীবিত মুশরিকদের জন্য হেদায়াতের দো'আ করা যেতে পারে। এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু মৃত কাফির-মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা বা তাদের নামের আগে শ্রদ্ধাবশতঃ মরহূম-মাগফূর, জান্নাতবাসী বা জান্নাতবাসিনী ইত্যাদি দো'আ সূচক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।*

*কুরতুবী, ইবনু কাছীর প্রমুখ মুফাসসিরগণ অত্র আয়াতের শানে নুযূল হিসাবে আবু তালেবের কাফের অবস্থায় মৃত্যুকালীন ঘটনা ও রাসূল (ছাঃ)-এর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার বিষয় সম্পর্কিত আহমাদ, বুখারী হা/১৩৬০, ৩৮৮৪, ৪৭৭২ ও মুসলিমে হা/২৪ বর্ণিত বিখ্যাত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সূরা তওবা হ'ল কুরআনের শেষ পর্যায়ে নাযিলকৃত মাদানী সূরা সমূহের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে আবু তালেবের মৃত্যুর ঘটনা ছিল ইসলামের প্রথম দিকের। অতএব সেটি হবে মাক্কী সূরা কাছাছ ৫৬ আয়াতের শানে নুযূল। যেখানে বলা হয়েছে* إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ *'নিশ্চয়ই তুমি হেদায়াত করতে পারো না যাকে তুমি ভালবাস। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে হেদায়াত দান করে থাকেন এবং তিনিই হেদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত' (ক্বাছাছ ২৮/৫৬)।*

১১. *তাওবাহ ৯/১১৩; হাকেম হা/৩২৮৯; তিরমিযী হা/৩১০১; আহমাদ হা/১০৮৫, সনদ ছহীহ।*

হাদীছে এসেছে, يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لاَ تَعْصِنِى فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ . فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِى أَنْ لاَ تُخْزِيَنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَأَىُّ خِزْىٍ أَخْزَى مِنْ أَبِى الأَبْعَدِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّى حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخٍ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ– ‘কিয়ামতের দিন ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর পিতা আযরের দেখা পাবেন। আযরের মুখমণ্ডল কালিমা এবং ধুলাবালি থাকবে। তখন ইব্‌রাহীম (আঃ) তাকে বলবেন, আমি কি পৃথিবীতে আপনাকে বলিনি যে, আমার অবাধ্যতা করবেন না? তখন তাঁর পিতা বলবে, আজ আর তোমার অবাধ্যতা করব না। এরপর ইব্‌রাহীম (আঃ) (আল্লাহর কাছে) আবেদন করবেন, হে আমার রব! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, হাশরের দিন আপনি আমাকে লজ্জিত করবেন না। আমার পিতা রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার থেকে অধিক অপমান আমার জন্য আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ বলবেন, আমি কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। পুনরায় বলা হবে, হে ইব্‌রাহীম! তোমার পদতলে কি? তখন তিনি নিচের দিকে তাকাবেন। হঠাৎ দেখতে পাবেন তাঁর পিতার স্থানে সর্বশরীরে রক্তমাখা একটি জানোয়ার পড়ে রয়েছে। এর চার পা বেঁধে জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হবে’।[১২]

উপরোল্লেখিত ঘটনার অন্তরালে বেশ কিছু তাৎপর্য রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা‘আলার ভয় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের প্রতি যাদের মধ্যে নিষ্ঠা থাকে না, তাদের দ্বারা দুনিয়ায় অন্য অধিকার রক্ষা ও নিষ্ঠা আশা করা যায় না। ইহজগতে মানবগোষ্ঠী সমাজের রীতি-নীতি কিংবা রাষ্ট্রের আইন-কানুন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বহু পন্থা আবিষ্কার করে নেয়। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র আইন-কানুনের ক্ষেত্রে সেগুলো অশোভনীয়ভাবে ধরা পড়ে যায় বা মলিন হয়ে যায়। তাই পিতা-পুত্রের মত নিবিড় সম্পর্কযুক্ত আপনজনের ক্ষেত্রেও মতৈক্যের কোন আপোষ মীমাংসা করা সম্ভব হয়নি এবং কাফের পুত্রের সঙ্গে পবিত্র পিতার মিলিত হওয়া, মহা পবিত্র আল্লাহ তা‘আলা অনুমোদন করেননি। বরং পিতাকে এমন ভাষায় সতর্ক করে দেন, যা ভবিষ্যত মুসলিম জাতির জন্য এক মহাস্মারক। যেমন-

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْنَ أَبِى قَالَ : فِى النَّارِ. فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ أَبِى وَأَبَاكَ فِى النَّارِ–

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রসূল! আমার (মৃত) পিতা কোথায় জান্নাতে না জাহান্নামে)? তিনি বললেন, জাহান্নামে। অতঃপর সে যখন (মন খারাপ করে) ফিরে যেতে লাগল, তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন, ‘আমার পিতা এবং তোমার পিতা উভয়ে জাহান্নামে’।[১৩]

عَنْ أَبِى رَزِينٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أُمِّى قَالَ : أُمُّكَ فِى النَّارِ . قَالَ قُلْتُ: فَأَيْنَ مَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِكَ، قَالَ : أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ مَعَ أُمِّى–

আবু রাযীন (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার (মৃত) মাতা কোথায় (জান্নাতে না জাহান্নামে)? তিনি বললেন, তোমার মা জাহান্নামে। আমি বললাম, আপনার পরিবারের যারা পূর্বে মারা গেছে তারা কোথায়? তখন তিনি তাকে বললেন, ‘তুমি কি এতে খুশি নও যে, তোমার মা আমার মায়ের সাথে থাকবে’।[১৪]

আবু তালেব মারা গেলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তখন আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেন, مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ–إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ. ‘নবী ও মুমিনদের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা’ ও ‘নিশ্চয়ই তুমি হেদায়াত করতে পারো না যাকে তুমি ভালবাস’।

**অমুসলিম পিতা-মাতাকে দাফন :**

অমুসলিম পিতা-মাতা মারা গেলে তাদের দাফনের ব্যবস্থা করা সন্তানের অন্যতম দায়িত্ব। তবে মুসলিম সন্তান তার অমুসলিম পিতা-মাতাকে গোসল দিবে না, কাফনের কাপড় পরাবে না, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে না ও জানাযার ছালাতের ব্যবস্থা করবে না *(ছহীহাহ হা/১৬১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

عَنْ عَلِىٍّ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ قَدْ مَاتَ. قَالَ : اذْهَبْ فَوَارِهِ ثُمَّ لاَ تُحْدِثْ شَيْئاً حَتَّى تَأْتِيَنِى.قَالَ فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ قَالَ : اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ لاَ تُحْدِثْ شَيْئاً حَتَّى تَأْتِيَنِى. قَالَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ قَالَ فَدَعَا لِى بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِى أَنَّ لِى بِهَا حُمْرَ النَّعَمِ وَسُودَهَا–

আলী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু তালিব মারা গেলে আমি নবী (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললাম, আপনার বৃদ্ধ চাচাজান মারা গেছেন। তিনি বললেন, তুমি গিয়ে তাকে দাফন করে এসো। আর এর মধ্যে কাউকে কিছু বলবেনা বা

---

*১২. বুখারী হা/৩৩৫০; মিশকাত হা/৫৫৩৮।*

*১৩. মুসলিম হা/২০৩; আবুদাউদ হা/৪৭১৮।*

*১৪. আহমাদ হা/১৬২৩৪; যিলালুল জান্নাহ হা/৬৩৮।*

কিছু ঘটাবে না। তিনি বলেন, আমি তাকে দাফন করে তাঁর নিকট আসলে বললেন, গোসল করে এসো। আর এর মধ্যে কাউকে কিছু বলবে না বা কিছু ঘটাবে না। অতঃপর গোসল করে তাঁর নিকট আসলে তিনি এমন কিছু দো'আ করে দিলেন যা লাল ও কালো উট অপেক্ষা উত্তম ছিল'।[১৫]

**পিতা-মাতার অর্থনৈতিক অধিকার :**

সন্তানের নিকট পিতা-মাতার যেমন সদাচরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে তেমনি তাদের অর্থনৈতিক অধিকারও রয়েছে। একসময় পিতা-মাতা বৃদ্ধ হয়ে যান। তারা কর্ম করে খেতে পারে না। আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। এমন করুণ পরিস্থিতিতে পিতা-মাতার দায়ভার নিতে হবে সন্তানকে। যেই পিতা-মাতা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সন্তান লালন পালন করে বড় করে তুলেছে তাদের এ বয়সে ভালো থাকার অধিকার রয়েছে। সন্তান তার সামর্থ্য অনুপাতে পিতা-মাতার জন্য খরচ করবে। সন্তান মানুষের সব চেয়ে বড় উপার্জন। সন্তানেরা একটি বৃক্ষের ন্যায় যাদের পিতা-মাতা সেবা যত্ন করে বড় করে তুলে। সন্তান এক সময় উপার্জন করতে শেখে। বৃক্ষের ফলদানের সময়। এই ফল ভোগের সর্বাধিক অধিকার রাখেন পিতা ও মাতা। তাই স্ত্রী ও সন্তানের পাশাপাশি পিতা-মাতার প্রয়োজনে খরচ করতে হবে।

**পিতা-মাতার প্রতি খরচ করা :**

ভালো পথে সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ-

'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিভাবে খরচ করবে? তুমি বলে দাও যে, ধন-সম্পদ হতে তোমরা যা ব্যয় করবে, তা তোমাদের পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় কর। আর মনে রেখ, তোমরা যা কিছু সৎকর্ম করে থাক, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যকরূপে অবগত *(বাক্বারাহ ২/২১৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَلأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَىْءٌ فَلِذِى قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِى قَرَابَتِكَ شَىْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا . يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ-

'প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় কর। এরপর অবশিষ্ট থাকলে পরিজনের জন্য ব্যয় কর। নিজ পরিজনের জন্য ব্যয় করার পরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় কর। আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার পরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে এদিক অর্থাৎ সম্মুখে-ডানে-বামে ব্যয় করবে'।[১৬]

আর পিতা-মাতা পরিজনের অন্যতম সদস্য। যেমন-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا شَابٌّ مِنَ الثَّنِيَّةِ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ بِأَبْصَارِنَا قُلْنَا : لَوْ أَنَّ هَذَا الشَّابَ جَعَلَ شَبَابَهُ وَنَشَاطَهُ وَقُوَّتَهُ فِى سَبِيلِ اللهِ قَالَ فَسَمِعَ مَقَالَتَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : وَمَا سَبِيلُ اللهِ إِلاَّ مَنْ قُتِلَ؟ مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِى سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ فَفِى سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُعِفَّهَا فَفِى سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى التَّكَاثُرِ فَهُوَ فِى سَبِيلِ الشَّيْطَانِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বসা ছিলাম। হঠাৎ করে একজন যুবক ছানিয়া নিম্ন ভূমি থেকে আগমন করল। তাকে গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করে বললাম, হায়! যদি এই যুবকটি তার যৌবন, উদ্যম ও শক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করত! বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের বক্তব্য শুনে বললেন, কেবল নিহত হলেই কি সে আল্লাহর পথে থাকবে? যে ব্যক্তি মাতা-পিতার খিদমতে চেষ্টা ব্যয় করবে সে আল্লাহর পথে। যে পরিবার-পরিজনের কল্যাণের জন্য চেষ্টায় রত সে আল্লাহর পথে। যে ব্যক্তি নিজেকে গুনাহ থেকে রক্ষার চেষ্টায় রত সে আল্লাহর পথে। আর যে ব্যক্তি সম্পদের অধিকতর প্রাচুর্যের নেশায় রত সে শয়তানের পথে।[১৭]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِى مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِى يَحْتَاجُ مَالِى. قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ-

আমর ইবনু শু'আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পদও আছে সন্তানও আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বলেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার। তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপার্জন। সুতরাং

---

*১৫. আহমাদ হা/৮০৭; নাসাঈ হা/১৯০; ছহীহাহ হা/১৬১।*

*১৬. মুসলিম হা/৯৯৭; মিশকাত হা/৩৩৯২।*

*১৭. মু'জামুল আওসাত্ব হা/৪২১৪; শু'আবুল ঈমান হা/৯৮৯২; ছহীহাহ হা/২২৩২, ৩২৪৮।*

তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন খাবে'।[১৮] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ 'লোকেরা যা ভক্ষণ করে তার মধ্যে পবিত্রতম হ'ল নিজের উপার্জন। আর সন্তান সন্ততি তার উপার্জনরই অংশ।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْدِي عَلَى وَالِدِهِ قَالَ: إِنَّهُ أَخَذَ مِنْ مَالِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ، وَمَالَكَ مِنْ كَسْبِ أَبِيكَ–

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক লোক রাসূলের নিকট এসে তার পিতার বাড়াবাড়ির অভিযোগ করে বলল, তিনি আমার ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়েছেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি জানো, তুমি এবং তোমার ধন-সম্পদ তোমার পিতারই উপার্জন'।[১৯] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا 'আর তোমাদের সন্তানদের সম্পদ তোমাদেরই উপার্জন। অতএব তোমরা তা স্বাচ্ছন্দে খাও'।[২০]

**পিতা-মাতা সন্তানের সম্পদ থেকে কি পরিমাণ ও কখন নিতে পারবে :**

পিতা-মাতা তাদের নিজেদের প্রয়োজন অনুপাতে সন্তানের সম্পদ নিতে পারবে। বিনা প্রয়োজনে বা পিতা-মাতা সম্পদশালী হ'লে সন্তানের সম্পদ থেকে দাবী করে বা বল প্রয়োগ করে কিছুই নিতে পারবেন না।

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي كُلَّهُ فَيَجْتَاحُهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ، فَقَالَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، أَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ؟ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ارْضَ بِمَا رَضِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ–

কায়েস ইবনু আবী হাযেম হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি একদিন আবুবকরের নিকট উপস্থিত ছিলাম। একজন লোক এসে বলল, হে রাসূলের খলীফা! ইনি আমার সমুদয় সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চান। আবুবকর তখন তার পিতাকে বললেন, তুমি কি বল? সে বলল, হ্যাঁ। আবুবকর (রাঃ) তাকে বললেন, তোমার জন্য যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুক তার সম্পদ থেকে গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূলের খলীফা! রাসূল (ছাঃ) কি বলেননি যে, 'তুমি এবং তোমার সমুদয় সম্পদ তোমার পিতার'? আবুবকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ যতটুকুতে খুশি হয়েছেন তুমি ততটুকুতে খুশি হও'।[২১] অত্র হাদীছের সনদে মুনযির বিন যিয়াদ নামক দূর্বল বর্ণনাকারী থাকায় সনদ যঈফ হলেও হাদীছের মর্ম সঠিক। কারণ পিতা-মাতা-সন্তানের সমুদয় সম্পদ নিতে পারবে না। তাছাড়া এর স্বপক্ষে মারফূ ছহীহ হাদীছ রয়েছে, যেমন-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللَّهِ لَكُمْ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا–

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয় তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দান। তিনি যাকে খুশি তাকে কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে খুশি তাকে ছেলে সন্তান দান করেন। তারা এবং তাদের সম্পদ তোমাদেরই যখন তোমরা সেগুলোর প্রয়োজন বোধ করবে'।[২২] রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلٌّ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার সম্পদে অধিক হকদার তার সন্তান, পিতা ও সকল মানুষ হতে'।[২৩] তিনি আরো বলেন, لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ 'কোন মুসলমানের সন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ গ্রহণ করা হালাল নয়'।[২৪]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, عَلَى الْوَلَدِ الْمُوسِرِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَبِيهِ وَزَوْجَةِ أَبِيهِ وَعَلَى إِخْوَتِهِ الصِّغَارِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ عَاقًّا لِأَبِيهِ قَاطِعًا لِرَحِمِهِ مُسْتَحِقًّا لِعُقُوبَةِ اللهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ– 'স্বচ্ছল সন্তানের উপর আবশ্যক হল- তার পিতার জন্য খরচ করা, তার পিতার স্ত্রীর

---

১৮. *আবুদাঊদ হা/৩৫৩০; ইবনু মাজাহ হা/২২৯২; মিশকাত হা/৩৩৫৪; ছহীহুল জামে' হা/১৪৮৭।*

১৯. *তাবারানী, মু'জামুল কাবীর হা/১৩৩৪৫; ছহীহাহ হা/১৫৪৮; ছহীহুল জামে' হা/১৩৩১; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৬৭৬৩ ।*

২০. *আহমাদ হা/৬৬৭৮।*

২১. *মু'জামুল আওসাত হা/৮০৬; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৬৭৭১; ইরওয়া ৩/৩২৮।*

২২. *হাকেম হা/৩১২৩; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৫৫২৩; ছহীহাহ হা/২৫৬৪।*

২৩. *সুনানু সাঈদ ইবনু মানছুর হা/২২৯৩; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৫৫৩১; ছুগরা হা/২৩১৩; বর্ণনাটি মুরসাল।*

২৪. *আহমাদ হা/২০৭১৪; দারাকুৎনী হা/৯১-৯২; মিশকাত হা/২৯৪৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৬৬২।*

জন্য খরচ করা ও ছোট ভাইদের জন্য খরচ করা। সে যদি এমনটি না করে তাহলে সে পিতার অবাধ্য, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং দুনিয়া ও পরকালে আল্লাহর শাস্তির জন্য উপযুক্ত'।[২৫] ওলামায়ে কেরাম পিতা-মাতা কর্তৃক সন্তানের সম্পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু শর্তারোপ করেছেন। যেমন- ১. পিতা-মাতাকে দরিদ্র হতে হবে, যাদের কোন সম্পদ নেই এবং কোন উপার্জনও নেই। ২. পিতা-মাতার প্রতি খরচ করার জন্য সন্তানের সামর্থ্য থাকতে হবে। ইবনু কুদামা (রহঃ) দু'টি শর্ত উল্লেখ করে বলেন, أَحَدُهُما ألاَّ يُجْحِفَ بالابْنِ، ولا يضرَّ به، ولا يَأخُذَ شَيئًا تَعَلَّقتْ به حَاجَتُه. الثَّاني: ألا يَأْخُذَ من مَالِ وَلَدِه فيُعْطِيَهُ الآخَرَ، 'প্রথমত, সম্পদ নেওয়ার কারণে সন্তানের প্রতি যাতে যুলুম না হয়, এর কারণে সে যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং পিতা এমন কিছু নিবেন না যা সন্তানের ব্যক্তিগত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয়ত, পিতা এক সন্তানের সম্পদ নিয়ে আরেক সন্তানকে দিবেন না'।[২৬] কোন কোন বিদ্বান পিতা কর্তৃক সন্তানের সম্পদ গ্রহণের জন্য ছয়টি শর্ত আরোপ করেছেন। ১. পিতা এমন সম্পদ গ্রহণ করবেন যাতে সন্তান ক্ষতিগ্রস্থ না হয় বা যে সম্পদের সন্তানের প্রয়োজন নেই। ২. অন্য সন্তানকে না দেওয়া। ৩. তাদের যে কেউ মৃত্যু রোগে আক্রান্ত না হওয়া। ৪. সন্তান মুসলিম ও পিতা কাফির না হওয়া। ৫.সম্পদ মজুদ থাকা। ৬. মালিকানার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা'।[২৭]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, وَلِأَبِيهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَحْتَاجُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الِابْنِ ؛ وَلَيْسَ لِلِابْنِ مَنْعُهُ 'আর পিতা সন্তানের সম্পদে প্রয়োজনবোধ করলে তার অনুমতি ব্যতীত গ্রহণ করবে। এতে সন্তানের বাধা দেওয়ার অধিকার নেই' *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৪/১০২)*।

**সন্তানের পরিত্যাক্ত সম্পদে পিতা-মাতার অধিকার :**

পিতা-মাতার পূর্বে সন্তান মারা গেলে সন্তানের পরিত্যাক্ত সম্পদে পিতা-মাতা ভাগ পাবেন। পিতা তিন অবস্থায় সন্তানের সম্পত্তিতে ভাগিদার হবেন। ১. সন্তানের ছেলে বা ছেলের ছেলে থাকলে পিতা সম্পদের এক ষষ্টাংশ পাবেন। ২. সন্তানের স্ত্রী-সন্তান না থাকলে পিতা ওয়ারিছ ও আছাবা হিসাবে সন্তানের সম্পদ পাবেন। ৩. সন্তানের কেবল কন্যা সন্তান থাকলে পিতা ওয়ারিছ হিসাবে এক ষষ্টাংশ ও আছাবা হিসাবে বাকী সম্পত্তি পাবেন। অপর দিকে মাতাও তিনটি ক্ষেত্রে সন্তানের সম্পত্তিতে ভাগিদার হবেন। ১. সন্তানের সন্তান থাকলে মাতা সম্পদের এক ষষ্টাংশ পাবেন, ২. সন্তানের কোন সন্তান ও ভাই বোন না থাকলে মাতা সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পাবেন ৩. সন্তানের একাধিক ভাই বোন থাকলে মাতা সম্পদের এক ষষ্টাংশ পাবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا-

মৃতের পিতা-মাতার প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে, যদি মৃতের কোন পুত্র সন্তান থাকে। আর যদি না থাকে এবং কেবল পিতা-মাতাই ওয়ারিছ হয়, তাহ'লে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহ'লে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী, তা তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় *(নিসা ৪/১১)*।

**উপসংহার :** যেই পিতা-মাতার মাধ্যমে আমাদের পৃথিবীতে আগমন সেই পিতা-মাতার মর্যাদা অনেক বেশী। তাদের একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা সন্তানের নেই। অনেকেই তার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে। কিন্তু ইসলামে আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার মর্যাদা অনেক উপরে দিয়েছেন। যে পিতা-মাতার কারণে একজন সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হয়, সেই পিতা মাতাকে যারা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে, তারা আর যাই হোক মানবিক বোধ সম্পন্ন নয়। সর্বাস্থায় পিতা-মাতার সাথে সদাচারণ করতে হবে। অন্যথায় দুনিয়ায় অশান্তি ও পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। পিতা-মাতাকে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে চিন্তামুক্ত রাখতে হবে। পিতা-মাতার কষ্ট পাওয়া সন্তানের জন্য বদ দো'আ। সেজন্য কোন ভাবেই যেন পিতা-মাতা কষ্ট না পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পিতা-মাতার সাথে সদাচারণের মাধ্যমে তাদের দো'আর আশা করতে হবে। তাদের ভাল দো'আ সন্তানের জন্য কল্যাণের কারণ হবে। পিতা-মাতার খিদমত করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুনিয়া ও পরকালে সফলতা অর্জন করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

***[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ]***

---

২৫. *মাজমূ' ফাতাওয়া ৩৪/১০১।*
২৬. *মুগনী ৬/৬২।*
২৭. *মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে শায়খ, ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল ৯/২২১ পৃষ্ঠা।*

# একজন আদর্শবান ব্যক্তির গুণাবলী

-এ. এইচ. এম. রায়হানুল ইসলাম

(৫ম কিস্তি)

**(১০) দানশীলতা :**

এমন একটি মহৎগুণ যার মাধ্যমে একজন মানুষ শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়। দানের মাধ্যমে একজন মানুষ সকলের প্রিয়পাত্র ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়। মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হয়। ফলে সে জাহান্নামের কঠিন আযাব হ'তে মুক্তি লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ 'আর তোমরা যা কিছু (তাঁর পথে) পথে ব্যয় করবে, তিনি তার বদলা দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রূযীদাতা' *(সাবা ৩৪/৩৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ 'আর তোমরা তো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। উত্তম সম্পদ হ'তে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তার পুরস্কার তোমরা পুরাপুরি পেয়ে যাবে। তোমাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৭২)*। তিনি আরো বলেন, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 'যারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের জন্য উত্তম পারিতোষিক রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৪)*। অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা ঐসব লোকদের প্রশংসা করেছেন যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর পথে খরচ করে। তাদের জন্য পূর্ণ প্রতিদান রয়েছে। আর তারা যে কোন ভয় ও চিন্তা হ'তে নিরাপত্তা লাভ করবে। পরিবারের খরচ বহন করার কারণেও তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে।

দান করার তাগিদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ বহু হাদীছ পেশ করেছেন। তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপ।

আদি ইবনু হাতিম (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ 'তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ; যদিও একটুকরা খেজুর দান কর হয়'।[১]

জাবির (রাঃ) বলেন, مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এমন কোন জিনিসই চাওয়া হয়নি, যার জবাবে তিনি না বলেছেন'।[২]

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا 'কেবল দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা যায়। (১) ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন অতঃপর তাকে হক্ব পথে অকাতরে দান করার ক্ষমতা দিয়েছেন। (২) ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে আল্লাহ হিকমত দান করেছেন, অতঃপর সে তার দ্বারা ফায়সালা করে ও শিক্ষা দেয়'।[৩]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا– 'প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন। আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন'।[৪]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ 'হে আদম সন্তান! তুমি দান কর; আল্লাহ তোমাকে দান করবেন'।[৫]

আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, انْفَحِي أَوِ انْضَحِي أَوْ أَنْفِقِي وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ 'তুমি সম্পদ বেঁধে (জমা করে) রেখনা, এরূপ করলে তোমার নিকট (আসা থেকে) তা বেঁধে রাখা হবে। অন্য বর্ণনায় আছে, খরচ কর, গুণে রেখনা। এরূপ করলে আল্লাহও তোমাকে গুণে গুণে দেবেন। আর তুমি জমা করে রেখ না, এরূপ করলে আল্লাহও তোমার প্রতি (খরচ না করে) জমা করে রাখবেন'।[৬]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ 'যে ব্যক্তি বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে;

---

১. *বুখারী হা/১৪১৭; মুসলিম হা/২৩৯৫; মিশকাত হা/৫৫৫০।*

২. *বুখারী হা/৬০৩৪; মুসলিম হা/২৩১১; মিশকাত হা/৫৮০৫।*

৩. *বুখারী হা/৭৩,১৪০৯; মুসলিম হা/৮১৬; মিশকাত হা/২০২।*

৪. *বুখারী হা/১৪৪২; মুসলিম হা/১০১০; মিশকাত হা/১৮৬০।*

৫. *বুখারী হা/৫৩৫২; মিশকাত হা/১৮৬২।*

৬. *বুখারী হা/১৪৩৩; মুসলিম হা/১০২৯।*

আর আল্লাহ তা বৈধ উপার্জন ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না। সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করে থাকেন; যেমন তোমাদের কেউ তার শাবককে লালন-পালন করে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের মত হয়ে যায়'।[৭]

**(১১) কৃপণতা হ'তে বেঁচে থাকা :**

দানশীলতার সম্পূর্ণ বিপরীত হ'ল কৃপণতা। দানশীল ব্যক্তিকে যেমন সকলে শ্রদ্ধা করে অনুরূপ কৃপণ ব্যক্তিকে সবাই ঘৃণা করে। যার অন্তরে কৃপণতা রয়েছে সে কখনই সফলতা লাভ করত পার না। কৃপণ ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের পথ সুগম করে দেন। কৃপণতা এমন একটি মন্দ গুণ যা মানুষকে কলুষিত করে ফেলে। সুতরাং শ্রেষ্ঠ মানুষ হ'তে হলে আমাদেরকে অবশ্যই কৃপণতা পরিহার করে চলতে হবে।

আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى - وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى - وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى - 'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরোয়া র এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে। অচিরেই আমরা তাকে কঠিন পথের জন্য সহজ করে দেব। তার ধন-সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে' *(লাইল /৮-১১)*।

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি কৃপণতা করল অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী তাঁর পথে ব্যয় করল না; তাঁকে যথাযথ ভয় করল না, তাঁর ওয়াদাকৃত পুরস্কারকে মিথ্যারোপ করল, তাঁর অঙ্গীকারের প্রতি অবিশ্বাস করল, আর যা কিছু মন্দ তা গ্রহণ করল, তার জন্য আমি কঠোর পরিণাম অর্থাৎ জাহান্নামের পথকে সুগম করে দিব। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 'আর আমরাও ঘুরিয়ে দেব তাদের অন্তর ও দৃষ্টিসমূহকে। যেমন তারা প্রথমবার এতে ঈমান আনেনি। আর আমরা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দেব' *(আন'আম ৬/১১০)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'এটিই তোমাদের কল্যাণকর। বস্তুতঃ যারা হৃদয়ের কার্পন্য হ'তে মুক্ত তারাই সফলকাম' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

কৃপণতা হ'তে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ- 'অত্যাচার করা হ'তে বেঁচে থাক। কেননা অত্যাচার ক্বিয়ামতের দিন অন্ধকারের কারণ হবে। আর কৃপণতা থেকে দূরে থাক। কেননা কৃপণতা তোমাদেরে পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দিয়ছে। কৃপণতাই তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল। ফলে তারা নিজেদের রক্তপাত ঘটিয়েছিল এবং তাদের উপর হারামকৃত বস্তু সমূহকে হালাল করে নিয়েছিল'।[৮]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ - 'কৃপণ ও দানশীলের দৃষ্টান্ত এমন দুই ব্যক্তির মত যাদের পরিধানের দু'টি লোহার বর্ম রয়েছে। যা তাদের বুক থেকে টুটি পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং দানশীল যখন দান করে তখনই সেই বর্ম তার সারা দেহে বিস্তৃত হয়ে যায়। এমনকি তা তার আঙ্গুল গুলোকেও ঢেকে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন (পাপ বা ত্রুটি) মুছে দেয়। পক্ষান্তরে কৃপণ যখনই কিছু দান করার ইচ্ছা করে, তখনই বর্মের প্রতিটি আংটা যথাস্থানে এঁটে যায়। সে তা প্রশস্ত করতে চাইলেও তা প্রশস্ত হয় না'।[৯]

**(১২) বিনয়-নম্র হওয়া :**

বিনয়-নম্রতা এমন একটি গুণ যার দ্বারা মানুষ চরম শত্রুকেও পরম বন্ধুতে পরিণত করতে পারে। বিনয়ী ও নম্র মানুষ সকলের প্রিয় হ'তে পারে। এ জন্যই মহান আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ইরশাদ করেছেন, أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ 'ভেবে দেখ, যদি আমরা তাদেরকে বহু বছর যাবৎ ভোগ-বিলাসের সুযোগ দেই' *(শু'আরা ২৬/২০৫)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 'হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন হ'তে ফিরে যায়, (তাদের বদলে) অচিরেই আল্লাহ এমন একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারা আল্লাহকে ভালবাসবে। যারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়ী হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে' *(মায়েদা ৫/৫৪)*।

---

*৭. বুখারী হা/১৪১০; মুসলিম হা/১০১৪; তিরমিযী হা/৬৬১; নাসাঈ হা/২৫২৫; ইবনু মাজাহ হা/১৮৪২; আহমাদ হা/৭৫৭৮।*

*৮. মুসলিম হা/২৫৭৮; আহমাদ হা/১৪০৫২।*

*৯. বুখারী হা/১৪৪৩, ২৯১৭; মুসলিম হা/১০২১; নাসাঈ হা/২৫৪৭; আহমাদ হা/৭৪৩৪।*

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের গুণাবলী বর্ণনা করে বলছেন যে তারা তাদের বন্ধুদের (মুসলমানদের) প্রতি খুবই কোমল ও নম্র হবে, কিন্তু কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর হবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। আর যারা তার সাথী, তারা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর ও নিজেদের মধ্যে রহমদিল' *(ফাৎহ ৪৮/২৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বন্ধুদের সামনে ছিলেন হাসিমুখ ও প্রফুল্ল হৃদয়, আর শত্রুদের সামনে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও সংগ্রামী বীর পুরুষ'।[১০]

বিনয় ও নম্রতার মূর্ত প্রতীক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَىَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَبْغِى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ– 'আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট অহী পাঠালেন যে, তোমরা পরস্পরে নম্র ব্যবহার কর। যাতে কেউ যেন কারো প্রতি গর্ব না করে এবং কেউ যেন কারো প্রতি যুলুম না করে'।[১১]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ– 'ছাদাকা করলে সম্পদ কমে যায় না এবং ক্ষমা করলে আল্লাহ সম্মান বাড়িয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তাকে মর্যাদায় উচ্চকিত করেন'।[১২] আবু হুরায়রা (রাঃ) আরও বর্ণনা করেছেন যে, নবী (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِىَ إِلَىَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ– 'যদি আমাকে ছাগলের পা অথবা বাহু খাওয়ানোর জন্য দাওয়াত দেয়া হয় তাহ'লে আমি নিশ্চয় কবুল করব। আর যদি আমাকে পা অথবা বাহু উপঢৌকন দেয়া হয় তাহ'লে আমি নিশ্চয় তা গ্রহণ করব'।[১৩]

**(১৩) অহংকার পরিহার করা :**

বাংলায় অহংকার, দম্ভ বা গর্ব, ইংরেজীতে Yarity, Pride, Egoism আরবীতে الاعجاب الكبر، পরিভাষায় অহংকার হ'ল সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা। অহংকার বা দম্ভ করতে নিষেধ করে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا 'পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান হতে পারবে না *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৭)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাকে দর্প ভরে বাবুয়ানা চালে চলতে নিষেধ করেছেন। উদ্ধত ও অহংকারী লোকদের এটা অভ্যাস। এরপর তাদেরকে নিচু করে দেখবার জন্য মহান আল্লাহ বলেন, তুমি যতই মাথা উচু কর চলনা কেন, তুমি পাহাড়ের উচ্চতা থেকে নিচেই থাকবে। আর যতই খট খট করে দম্ভভরে মাটির উপর দিয়ে চলনা কেন, তুমি যমীনকে তোমার পদভারে বিদীর্ণ করতে পারবে না বরং এরূপ লোকদের অবস্থা বিপরীত হয়ে থাকে'।[১৪]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 'আর অহংকারবশে তুমি মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং যমীনে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক ও অহংকারীকে ভালবাসেন না' *(লোকমান ৩১/১৮)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ– 'যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। একটি লোক বলল, মানুষতো ভালবাসে সে তার পোষাক সুন্দর হোক ও তার জুতা সুন্দর হোক তাহ'লে? তিনি বললেন, আল্লাহ সুন্দর তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসে। অহংকার হ'ল সত্য প্রত্যাখান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা'।[১৫]

সালামাহ ইবনু আকওয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلْ بِيَمِينِكَ قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ قَالَ لاَ اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ– 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট তার বাম হাত দ্বারা খেল। তিনি (সে) বললেন, তোমার ডান হাত দ্বারা খাও। সে বলল, আমি অপারগ। তিনি বললেন, তুমি যেন ডান হাতে খেতে না পার। রাসূলুল্লা (ছাঃ) এর কথা মানতে তাকে অহংকারই বাঁধা দিয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর থেকে সে তার ডান হাত মুখে পর্যন্ত উঠাতে পারেনি'।[১৬]

হারেছ ইবনু ওহাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ– 'আমি

---

*১০. ইবনু কাছীর ৭/৮৫৫পৃ.।*
*১১. মুসলিম হা/২৮৬৫; মিশকাত হা/৪৮৯৮।*
*১২. মুসলিম হা/২৫৮৮; মিশকাত হা/১৮৮৯।*
*১৩. বুখারী হা/২৫৬৮।*
*১৪. ইবনু কাছীর ১৩/৩৫৯।*
*১৫. মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮।*
*১৬. মুসলিম হা/২০২১; মিশকাত হা/৫৯০৪।*

রাসূলল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদের জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না? তারা হল প্রত্যেক রুঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় অহংকারী ব্যক্তি'।[১৭]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا– 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, যে অহংকারের সাথে তার লুঙ্গি ছেঁচড়ায়'।[১৮]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং তাদের প্রতি রহমাতের দৃষ্টিপাত করবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। তারা হ'ল ব্যভিচারী বৃদ্ধ, মিথ্যা শাসক, অহংকারী গরীব'।[১৯]

উক্ত রাবী হতেই বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, الْعِزُّ إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ يُنَازِعُنِى عَذَّبْتُهُ– 'সম্মান আমার লুঙ্গি এবং অহংকার আমার চাদর। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার কাছে থেকে এর মধ্যে কোন একটি টেনে নিতে চাইবে তাহ'লে আমি তাকে শাস্তি দিব'।[২০]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى فِى حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ– 'একদা এক ব্যক্তি একজোড়া পোষাক পরে গর্ব ভরে মাথা আচড়ে অহংকারের সাথে চলা ফেরা করছিল। ইত্যবসরে আল্লাহ তাকে ধসিয়ে দিলেন। সুতরাং সে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মাটির গভীর নেমে যেতই থাকবে'।[২১]

**(১৪) সচ্চরিত্রবান হওয়া :**

আরবী حسن الخلق، مثالى ইংরেজী Honest, Idealist আর বাংলায় আদর্শবান সচ্চরিত্রবান ইত্যাদি। সচ্চরিত্রতার গুনটি যার মধ্যে থাকবে সেই জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এই গুনটি একজন মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল কর্ম থেকে বিরত রাখে। চরিত্র একবার কলুষিত হলে তা ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত দুষ্কর। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও আদর্শবান মানুষ ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ 'আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী' *(কলম ৬৮/৪)*।

ক্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র হ'ল কুরআন। অর্থাৎ কুরআনে যা কিছু রয়েছে তা যেন তারই অভ্যাস ও মহৎ চরিত্রের বর্ণনা'।[২২]

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব মানুষের চাইতে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন'।[২৩]

উক্ত রাবী হতেই বর্ণিত তিনি বলেন, مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلاَ دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ شَمِمْتُ رِيحًا قَطُّ أَوْ عَرْفًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ أَوْ عَرْفِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপেক্ষা অধিকতর কোমল কান পুরু বা পাতলা রেশম আমি স্পর্শ করিনি। আর তাঁর শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কোন বস্তু আমি কখনো শুকিনি। আর আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমত করেছি। তিনি কখনো আমার একথা জিজ্ঞেস করেননি কোন কাজ করে বসলে তিনি একথা জিজ্ঞেস করেননি যে, তুমি একাজ কেন করলে? এবং কোন কাজ না করলে তিনি বলেন নি তা কেন করলে না'?[২৪]

নাওয়াস ইবনু সামআন (রাঃ) বলেন, سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ– 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পূন্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, পূন্য হল সচ্চরিত্রতার নাম। আর পাপ হল তাই যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং লোকে তা জেনে ফেলুক এ কথা তুমি অপছন্দ কর'।[২৫]

আবু দারদা (রাঃ) বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেন, مَا شَىْءٌ أَثْقَلُ فِى مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىءَ– 'ক্বিয়ামতের দিন ওজন করা দাঁড়িপাল্লায় সচ্চরত্রিতার চেয়ে অন্য কোন বস্তুই অধিক ভারী হবে না। আর আল্লাহ তা'আলা অশ্লীল ও নোংরাকে অপছন্দ করেন'।[২৬]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন যে, أَتَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ تَقْوَى اللَّهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ أَتَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟

---

*১৭. বুখারী হা/৪৯১৮; মুসলিম হা/২৮৫৩; মিশকাত হা/৫১০৬ ।*
*১৮. বুখারী হা/৫৭৮৮; মুসলিম হা/২০৮৭ ।*
*১৯. মুসলিম হা/১০৭; মিশকাত হা/৫১০৯।*
*২০. মুসলিম হা/২৬২০।*
*২১. বুখারী হা/৫৭৮৯; মুসলিম হা/২০৮৮।*
*২২. ইবনু কাছীর ১৭/৬০৪ পৃ.।*
*২৩. বুখারী হা/৬২০৩; মুসলিম হা/২১৫০; মিশকাত হা/৫৮০২।*
*২৪. বুখারী হা/৩৫৬১।*
*২৫. মুসলিম হা/২৫৫৩; মিশকা হা/৫০৭৩।*
*২৬. তিরমিযী হা/২০০২; আদাবুল মুফরাদ হা/৪৭৯৯; আহমাদ হা/২৬৯৭১, ২৭০০৫।*

الْأَجْوَفَانِ: الْفَمُ وَالْفَرْجُ– ‘কোন আমল মানুষকে বেশী জান্নাতে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন, আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র। আর তাঁকে প্রশ্ন করা হল যে, কোন আমল মানুষকে বেশী জাহান্নামে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন, মুখ ও যৌনাঙ্গ’।[২৭]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) অন্যত্র বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا– ‘মুমিনদের মধ্যে সে ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন, যে তাদের মধ্যে চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। আর তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি তারা যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম’।[২৮]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ– ‘অবশ্যই মুমিন তার সচ্চরিত্রতার কারণে দিনে রোযাদার এবং রাতে ইবাদতকারীর মর্যাদ লাভ করে’।[২৯]

ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিন বলেছেন, সচ্চরিত্রতা হল সর্বদা হাসিমুখে থাকা। মানুষের উপকার করা এবং কাউকে কষ্ট না দেওয়া।

**(১৫) ক্ষমাশীল হওয়া :**

বাংলায় ক্ষমা করা, মাফ করা। আর ইংরেজী প্রতিশব্দ হ’ল Forqive, Excuse, Pardon, Remit। আরবীতে العفو। ‘ক্ষমা’ দু’টি অক্ষরের একটি ছোট শব্দ। কিন্তু এর তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা হ’তে হ’লে একজন মানুষকে অবশ্যই ক্ষমাশীলতার গুণে গুণান্বিত হ’তে হ’বে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ‘তুমি ক্ষমার নীতি গ্রহণ কর। লোকদের সৎকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চল’ *(আরাফ ৭/১৯৯)*।

অত্র আয়াত সম্পর্কে উয়াইনা (রহঃ) বলেন, যখন মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (ছাঃ) জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিবরাঈল (আঃ)-এর উদ্দেশ্য কী? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছে যে, কেউ আপনার উপর অত্যাচার করলে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন, যে আপনাকে দান থেকে বঞ্চিত করবে তাকে আপনার দান করবেন। এবং যে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, আপনি তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবেন।[৩০]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ‘তারা যেন তাদের মার্জনা করে ও দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে যায়। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান’ *(নূর ২৪/২২)*। আল্লাহ বলেন, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ‘আর যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে ও ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই সেটি হবে শ্রেষ্ঠ কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত’ *(শুরা ৪২/৪৩)*। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ক্ষমাশীলতার অনুপম দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে অসংখ্য হাদীছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে আলোকপাত করা হ’ল।

আনাস (রাঃ) বলেন, كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ– ‘একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে পথ চলছিলাম। সে সময় তাঁর উপর মোটা পেড়ে একখানী নাজরানী চাদর ছিল। অতঃপর পথে এক বেদুঈনের সঙ্গে দেখা হ’ল। সে তাঁর চাদর ধরে খুব জোরে টান দিল। আমি নবী (ছাঃ)-এর কাঁধের এক পাশে দেখলাম যে, খুব জোরে টান দেয়ার কারণে চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে গেছে। অতঃপর সে বলল, ওহে মুহাম্মাদ! তোমার নিকট আল্লাহ্র সে মাল আছে, তা থেকে আমাকে দেয়ার আদেশ কর। তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসলেন। অতঃপর তাকে কিছু মাল দেয়ার নির্দেশ দিলেন’।[৩১]

ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ– ‘আমি যেন এখনো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নবীদের মধ্যে এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করতে দেখছি। তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। আর তিনি তাঁর চেহারা হ’তে রক্ত মুছছেন আর বলছেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দাও। কেননা তারা অজ্ঞ’।[৩২]

*(ক্রমশঃ)*

***[লেখক : সভাপতি, দিনাজপুর সাংগঠনিক যেলা ]***

---

*২৭. তিরমিযী হা/২০০৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৬; আহমাদ হাদ/৪৮৪৭।*
*২৮. তিরমিযী হা/১১৬২; মিশকাত হা/৩২৬৪।*
*২৯. আবুদাঊদ হা/৪৭৯৮; মিশকাত হা/৫০৮২।*
*৩০. ইবনু কাছীর ৯/৮৪২।*
*৩১. বুখারী হা/৩১৪৯; মুসলিম হা/১০৫৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৫৫০; আহমাদ হা/১২১৩৯।*
*৩২. বুখারী হা/৬৯২৯; মুসলিম হা/১৭৯২; মিশকাত হা/৫৩১৩।*

# পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন ও তা থেকে মুক্তির উপায়

-মফীযুল ইসলাম

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

**বাল্যকাল থেকেই সংযত হওয়া :**

ইন্টারনেট, Wi-Fi-এর ব্যবহার রমরমা হওয়ার কারণে তার অপব্যবহারে ডুবে যাওয়া কারো জন্য উচিত নয়। আবার টিভি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোনে সিনেমা, নাটক, কার্টুন প্রভৃতি নিয়ে মগ্ন থাকা কোন বয়সের মানুষের জন্য ঠিক নয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ– 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত' *(নূর ২৪/৩০)*।

**বার্ধক্যে নিজের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার চেতনা পোষণ করা :**

মানুষের জীবন মূলত তিনটি কালের সমষ্টি। শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য। শৈশব এবং বৃদ্ধকালে মানুষ থাকে পরাধীন। তাই বৃদ্ধকালের সম্মান মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে যৌবন কালে অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকা যরূরী। আবু আলী আদ-দাক্কাক বলেছেন, 'যৌবনে যে তার কামনা বাসনার উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পেরেছে বার্ধক্যে আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মান দান করবেন'।[১]

**পাপ-পঙ্কিলতাকে তুচ্ছ মনে না করা :**

পর্ণোগ্রাফীর পাপসহ যে কোন পাপকে তুচ্ছ জ্ঞান করা ঠিক নয়। কেননা প্রতিটি পাপকে মুমিন ব্যক্তি বিশাল ভয়ঙ্কর জিনিস মনে করে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا– 'একজন মুমিন তার পাপকে এতটাই ভয়াবহ মনে করে যেন সে একটা পাহাড়ে নিচে বসে আছে, আর সে পাহাড়টা তার উপর ধ্বসে পড়ার ভয় করছে। কিন্তু পাপাচারী ব্যক্তি তার পাপকে তার নাকের উপর বসা মাছির তুল্য মনে করে (যাকে সে হাত দিয়ে তাড়িয়ে দেয়)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার নাকের উপর হাত নিয়ে ইশারায় তা বুঝিয়ে দিলেন।[২] পাপের ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে জীবনের পরতে পরতে। পাপ সংযুক্ত হওয়ার কারণে ঈমান দুর্বল হয়ে যায়, শরীর স্বাস্থ্য নাশ হয়। জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটে, মান সম্মান নষ্ট হয়, রূযী-উপার্জনের বরকত নাশ হয়, আল্লাহ্র আযাব গযব নেমে আসে পার্থিব জগতে ও মৃত্যুকালে মারাত্মক কষ্টের সম্মুখীন হ'তে হয় এবং পরকালে জাহান্নামের শাস্তি নির্ধারিত হয়। তাই পাপ-পঙ্কিলতা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

**দেহ সুরক্ষা :**

মানুষে দেহ সাধারণত তিন ধরনের। ১. সুস্থ দেহ, ২. অসুস্থ দেহ ৩. এবং মৃত দেহ। পর্ণোর ড্রাগ মানুষের শরীরকে অসুস্থ করে ফেলে। যেমন বলা হয় নগ্ন ছবি দেখার ফলে মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগ Frontal Loob নষ্ট হয়, মগজ ছোট হয়ে যায়, মস্তিষ্কের গঠন পাল্টে যায় ও ব্রেন সংকুচিত হয়ে আসে কমে বুদ্ধিও। এছাড়াও শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন দিক থেকে মানুষকে জরাজীর্ণ করে ফেলে। তাই দেহ সুস্থ-সবল এবং বোধশক্তি সতেজ রাখতে পর্ণগ্রাফী দর্শন বন্ধ করা অতীব যরূরী।

**অপদার্থদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া :**

ধ্বংসশীল অপদার্থ মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো ছালাত ছেড়ে দেওয়া এবং অবৈধ লালসায় মত্ত হওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا– 'তাদের পরে এলো তাদের অপদার্থ উত্তরসুরীরা। তারা ছালাত বিনষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। ফলে তারা অচিরেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে' *(মারিয়াম ১৯/৫৯)*। অবৈধ লালসার মত্ত হওয়া অর্থাৎ অশ্লীলতা নিয়ে নিমগ্ন থাকা ছালাত ছেড়ে দেওয়ার একটি কারণ।

**ভাল আমল দ্বারা অন্তরাত্মা পূর্ণ রাখা :**

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন হয়, তিনি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করেন, অতঃপর সে হয় তার সঙ্গী' *(যুখরুফ ৪৩/৩৬)*। আজ অধিকাংশ মানুষের অন্তরাত্মায় হিংসা-বিদ্বেষ, নোংরা, অশ্লীল চিন্তা-চেতনা বিরাজ করছে। ফলে তাদের অন্তরাত্মা আর শয়তানের অন্তরাত্মা একাকার হচ্ছে। প্রিয় পাঠক! আশা করি আপনি এমন আত্মার অধিকারী হবে না। নোংরা, অশ্লীল-পর্ণোর সাগরে ভাসমান বন্ধু আমার! শয়তানী চিন্তা-চেতনা উপেক্ষা করে বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ করুন। সফল হবেন। জীবন হবে সুখময়। ঐ শুনুন আল্লাহর বাণী, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ– 'তোমরা বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও' *(আনফাল*

---

১. *রাওযাতুল মুহিববীন, ৪৮৩ পৃঃ।*
২. *বুখারী হা/ ৬৩০৮; মিশকাত হা/২৩৫৮।*

Contents



*৮/৪৫, জুম'আর ৬২/১০)*। আল্লাহ্র স্মরণে অন্তরাত্মা শান্ত-প্রফুল্ল হয়ে উঠে।

**মহান আল্লাহ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখা :**

যে কোন পাপ থেকে বাঁচার জন্য মহান আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা আবশ্যক। মহান আল্লাহ এমন একক সত্তা যিনি সকলকে রূযী দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন তিনি বলেন, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (হে নবী!) তুমি বল, তোমরা ভেবে দেখছ কি যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের তলদেশে চলে যায়, তাহ'লে তোমাদেরকে কে এনে দেবে প্রবহমান পানি' *(মুলক ৬৭/৩০)*।

দয়াময় প্রভু আমাদেরকে আলো, বাতাস, খাদ্য-পানীয় দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন। কিন্তু আমরা বেশির ভাগ মানুষই সেই প্রভুকে মূল্যায়ন করতে পারি না। তাইতো তিনি বলেন, وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ- 'তারা আল্লাহ্র যথাযথ মূল্যায়ন করেনা। অথচ ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবীকে আমি হাতের মুঠের মধ্যে নেব এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা অবস্থায়। তিনি মহা পবিত্র এবং যাদেরকে ওরা শরীক করে, তাদের থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে' *(যুমার ৩৯/৬৭)*। মহান আল্লাহ এমন ক্ষমতাধর যে, তিনি নিমেষেই ভূমিকম্প, সুনামির মাধ্যমে গোটা পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস করতে পারেন। অতএব আল্লাহ্র অনুগ্রহ, ক্ষমতা, শাস্তি সম্পর্কে অবগত হ'তে পারলে আমরা তাঁর ভয়ে পাপ থেকে বাঁচতে সক্ষম হব।

**অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অপব্যবহার বন্ধ করা :**

যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাধ্যমে মানুষর পর্ণো উপভোগ করছে তা ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে এবং স্ব-স্ব ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا- 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় প্রত্যেকটির বিষয়ে তোমরা (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৬)*। প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যখন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, তখন তাদের দ্বারা সংগঠিত সকল কর্মের কথা তারা বলে দেবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ- 'সেদিন তাদের জিহবাগুলো, তাদের হাতগুলো ও তাদের পাগুলো তারা যা করত সে ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে' *(নূর ২৪/২৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ- 'আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দিব এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে ও তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের শরীরের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে তাদের যাবতীয় আমল সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবে' *(হা-মীম-সাজদাহ ৪১/২০)*। সুতরাং পর্ণোয় আসক্ত প্রিয় বন্ধু! যে পা দিয়ে আপনি জমকালো চোখ ধাঁধানো রঙ্গমঞ্চের নৃত্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, যে হাত দিয়ে আপনি স্মার্টফোনে, কম্পিউটারে, ল্যাপটপে ও টিভির রিমোটের বাটন চেপে নগ্নতা, যৌনতা, অশ্লীলতার দৃশ্য আনায়ন করে চোখ দিয়ে দেখে ও কান দিয়ে শুনে মজা লুটছেন এই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোই আপনার বিপক্ষে ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবে। কোটি কোটি মানুষ, ফেরেশতার সামনে আপনাকে লাঞ্ছিত, অপমানিত, অপদস্থ করবে। ঐ শুনুন আল্লাহ যমীন সম্পর্কে বলছেন, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا 'সে দিন পৃথিবী তার নিজের উপর সংঘটিত সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে' *(যিলযাল ৯৯/৪)*। তাহ'লে জেনে রাখুন, কোন গাছ তলায়, কোন চত্বরে, কোন আঙ্গিনায়, কোন বাড়িতে, কোন ছাদে, কোন ফ্লোরে দাঁড়িয়ে বা বসে টিভিতে, ল্যাপটপে ও মোবাইলে সিনেমা, নাটক, বিভিন্ন নোংরা ও আপত্তিকর দৃশ্য উপভোগ করছেন ঐ স্থানই কাল ক্বিয়ামতের দিন আপনার বিপক্ষে কথা বলবে। তাই নিজেকে বাঁচাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে। চোখ, কান, হাত, পা সবকিছুকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমূলক কাজে অনুগত করতে হবে।

**কৃতকর্মের ব্যাপারে সচেতন হওয়া :**

মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতি উত্তম আকৃতিতে' (ত্বীন ৯৫/৪)। যাতে করে সুন্দর আকার-আকৃতির মানুষগুলো আল্লাহ্র ইবাদত করে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'আমি মানব এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদত করার জন্য' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। তাই মানুষের একমাত্র কর্মকাণ্ড হওয়া উচিত সকল প্রকার ভোগ-বিলাসিতাণ ও অশ্লীলতা পরিহার করে আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন হওয়া।

**দুনিয়ার জীবনে যা কিছু করা হচ্ছে সবই লিখা হচ্ছে :**

সম্মানিত ফেরেশতাদেরকে মহান আল্লাহ মানুষের দুনিয়াবী সকল কর্মকাণ্ড লেখার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ- كِرَامًا كَاتِبِينَ- يَعْلَمُونَ مَا

تَفْعَلُونَ– ‘আর নিশ্চয়ই তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ রয়েছেন। সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তারা জানেন, তোমরা যা কর’ *(ইনফিত্বার ৮২/১০-১২)*। তিনি আরো বলেন, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا– ‘আমি সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করছি’ *(আবাসা ৭৮/২৯)*। তিনি আরো বলেন, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ– مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ‘যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে (মানুষের) আমল লিখছে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে তা লুফে নেওয়ার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে’ *(ক্বাফ ৫০/১৭-১৮)*। মহান আল্লাহর সম্মানিত লেখকবৃন্দ মানুষ কোথায় কী করছে। কোন সময় করছে, কি পরিমাণ করেছে তা যখন ক্বিয়ামতের দিন পেশ করবেন তখন অপরাধীরা চিৎকার দিয়ে বলবে এ কেমন কিতাব যাতে কোন আমল বাদ পড়েনি। কুরআনুল কারীমে এর বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا– ‘আমলনামা পেশ করা হবে। তখন তুমি অপরাধীদেরকে দেখতে পাবে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত তাতে (খাতায়) যা রয়েছে তার কারণে। তখন তারা বলবে হায় ধ্বংস আমাদের! কী হলো এ কিতাবের! যাতে আমাদের ছোট বড় কোন আমলই বাদ পড়েনি। সবই লিপিবদ্ধ এ কিতাবে। তারা যে যা করেছিল তা সবই নিজের সামনে উপস্থিত পাবে। আর তোমার রব কারো প্রতি যুলুম করেন না’ *(কাহাফ ১৮/৪৯)*। সুতরাং প্রিয় বন্ধু! আমাদের সকল কথা ও কর্ম লিখা হচ্ছে। কাজেই আমাদেরকে মোবাইল ফোনে, টিভিতে অশ্লীল সিনেমা, নাটক ও পর্ণোগ্রাফীসহ সকল অন্যায় বস্তু দেখা বন্ধ করতে হবে। কারণ দুনিয়ার এই হল ঘরে আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষা নিচ্ছেন যে কে উত্তম আমল করে। মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ– ‘যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন আমলের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি পরক্রমশালী, ক্ষমাশীল’ *(মুলক ৬৭/২)*। অতএব স্থায়ী জীবনে সফলতার জন্য সর্বোত্তম কর্মে লিপ্ত হয়ে আমলনামা সুন্দর করতে হবে।

**হাশরের ময়দানে আমল প্রকাশের চিত্র স্মরণ রাখুন :**

হাশরের ময়দানে যাদের আমলনামা ডান হতে দেওয়া হবে তারাই হবে সৌভাগ্যবান আর যাদের আমলনামা বাম হ’তে দেওয়া হবে তারাই হবে দুর্ভাগ্যবান। আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ–فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا– وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا –وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ– فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا– وَيَصْلَى سَعِيرًا– ‘অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে। তার হিসাব সহজভাবেই নেয়া হবে। সে তার স্বজনদের কাছে আনন্দ চিত্রে ফিরে যাবে। আর যাকে তার আমলনামা তার পিঠের পিছন দিক থেকে দেওয়া হবে। সে মৃত্যু কামনা করবে এবং জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে’ *(ইনশিক্বাক ৮৪/৭-১২, হাক্কাহ ৬৯/১৯-৩২)*।

ডান হাতে আমলনামা পেয়ে চির সুখের স্থান জান্নাত লাভে ধন্য হওয়ার জন্য এবং জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে কল্যাণকর কাজে নিমগ্ন হওয়া যরূরী। যাতে আমলনামা ভারী হয়। আল্লাহ বলেন, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ - ‘আর আমি ক্বিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মীযান স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। কারো আমল যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় আমি তা উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণে আমিই যথেষ্ট’ *(আম্বিয়া ২১/৪৭)*। তিনি আরো বলেন, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ –فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ– ‘অতঃপর যার (সৎকর্মের) পাল্লা ভারী হবে। সে সুখী জীবন যাপন করবে’ *( ক্বারিয়াহ ১০১/৬-৭)*।

**দুনিয়ার মোহগ্রস্থ না হওয়া :**

মরণে বিশ্বাসী প্রিয় বন্ধু! যে ব্যক্তি বিবেকহীনভাবে দুনিয়ার রং তামাশায়, অশ্লীলতায়, গান-বাজনা নিয়ে মত্ত আছে, আপনি তাদের দলভুক্ত হবেন না। কারণ যে দুনিয়াকে ভালোবাসে, তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং পরকালকে ভুলে যায় নিশ্চিত সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَى–وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا–فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى– অতঃপর যে লোক সীমালঙ্ঘন করেছিল, আর দুনিয়ার জীবনকে (পরকালের উপর) প্রাধান্য দিয়েছিল, জাহান্নামই হবে তার আবাসস্থল’ *(নাযিয়াত ৭৯/৩৭-৩৯)*। দুনিয়ার ব্যাপারে নিম্ন বাণী গুলো স্মরণযোগ্য। মহান আল্লাহ বলেন, اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ– ‘তোমরা জেন রেখো যে, দুনিয়ার জীবন তো ক্রীড়া কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের

Contents



প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। (দুনিয়ার উপমা) বৃষ্টি, যার দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দিত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায় ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা টুকরা টুকরা (খড় কুটায়) পরিণত হয় এবং পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়' *(হাদিদ ৫৭/২০)* ।

তিনি আরো বলেন, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ– 'এ পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর পরকালীন জীবনই হলো আসল জীবন, যদি তোমরা জানতে *(আনকাবূত ২৯/৬৪)* । রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ– 'আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ঐরূপ, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবায় এবং (তা বের করে) দেখে যে, আঙ্গুলটি সমুদ্রের কতটুকু পানি নিয়ে ফিরছে'।[৩] অত্র হাদীছ থেকে বুঝা যায়, আঙ্গুলটিতে জড়িত থাকা সামান্য পানি হ'ল দুনিয়া। আর বিশাল সমুদ্রের পানি হ'ল পরকাল যার কোন অন্ত নেই।

জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْى أَسَكَّ مَيِّت فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ فَقَالُوا مَا نُحِبُّ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَم أَنَّهُ لَنَا بِشَىْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ . قَالُوا وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لأَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ একদা রাসূল (সঃ) বাযারের পাশ দিয়ে গেলেন। এমতবস্থায় যে, তাঁর দুই পাশে লোকজন ছিল। অতঃপর তিনি ছোট কান বিশিষ্ট একটি মৃত ছাগল ছানার পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি তার কান ধরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়ে এটাকে নেওয়া পসন্দ কর? তাঁরা বলল, আমরা কোন জিনিসের বিনিময়ে এটা নেওয়া পসন্দ করব না এবং আমরা এটা নিয়ে করবই বা কী? তিনি বললেন, তোমরা কি পছন্দ কর (বিনা মূল্যে) এটা তোমাদের হোক? তাঁরা বলল, আল্লাহ্‌র কসম! যদি এটা জীবিত থাকত তবুও সে ছোট কানের কারনে দোষযুক্ত ছিল। এখন সে তো মৃত (সেহেতু একে কে নেবে)? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের নিকট এই মৃত ছাগল ছানাটা যতটা নিকৃষ্ট, দুনিয়া আল্লাহ্‌র কাছে তার চেয়েও বেশী নিকৃষ্ট'।[৪]

*৩ . মুসলিম হা/২৮৫৮; তিরমিযী হা/২৩২৩; ইবনু মাজাহ হ/৪১০৮।*
*৪ . মুসলিম হা /২৯৫৭; আবু দাউদ হা/১৮৬; আহমাদ হা/১৪৫১৩।*

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ 'দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফের জন্য জান্নাত'।[৫]

ইবনে উমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بمنكبي فقال (كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ– রাসূল (ছাঃ) আমার দুই কাঁধ ধরে বললেন, তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথচারীর মত থাক'।[৬]

عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ–
সাহল ইবনু সাদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি আল্লাহ্‌র নিকট মাছির ডানার সমান দুনিয়ার (মূল্য বা ওজন) থাকত, তিনি কোন কাফেরকে তার (দুনিয়ার) এক ঢোক পানি ও পান করাতে দিতেন না।'[৭] সুতরাং দুনিয়া আল্লাহ্‌র কাছে কতই না নিকৃষ্ট তা অত্র হাদীছ থেকে সহজে অনুমান করা যায়।

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ :الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلاَّ ذِكْرَ الله وَمَا وَالاَهُ، أَوْ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا. আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিঃসন্দেহে দুনিয়া অভিশপ্ত। অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই। তবে আল্লাহ্‌র যিকির এবং তার সাথে সম্পৃক্ত জিনিস আলেম ও তালেবে-ইলম নয়'।[৮]

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَإِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، أَلاَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا ، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. 'দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট ও সবুজ শ্যামল এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাতে প্রতিনিধি করেছেন। অতঃপর তিনি দেখবেন যে, তোমরা কীভাবে কাজ কর। অতএব তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও এবং সাবধান হও নারীজাতির ব্যাপারে'।'[৯]

আল্লাহ বলেন, إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا 'যমীনের উপর যা কিছু আছে আমি সে

*৫ . মুসলিম হা/২৯৫৬; তিরমিযী হা/২৩২৪; ইবনু মাজাহ হা/৪১১৩, আহমাদ হা/৮০৯০।*
*৬ . বুখারী হা/৬৪১৬; তিরমিযী হা/২৩৩৩; ইবনু মাজাহ হা/৪১১৪।*
*৭ . তিরমিযী হা/২৩২০;; ইবনু মাজাহ হা/ ৪১১০।*
*৮ . তিরমিযি হা/২৩২২;ইবনু মাজাহ হা/৪১১২।*
*৯ .মুসলিম হা/২৭৪২; তিরমিযী হা/২১৯১; ইবনু মাজাহ হা/৪০০০; আহমাদ হা/১০৭৫৯।*

গুলোকে তার শোভা-সৌন্দর্য করেছি, যাতে আমি মানুষকে পরীক্ষা করতে পারি যে আমলের দিক থেকে কারা উত্তম' *(কাহফ ১৮/৭)*। কাজেই দুনিয়ার মোহে পড়ে পরকালের ফলাফল যেন খারাপ না হয় সে ব্যাপারে সচেতন হওয়া আবশ্যক।

**অতিরিক্ত ভোগ-বিলাসে মত্ত না হওয়া :**

দুনিয়াবী ভোগ-বিলাসিতায় আত্মহারা হওয়া মুসলিম জাতির অপমানিত, লাঞ্ছিত, অপদস্ত, মূল্যহীন এবং দুর্বল হওয়ার কারণ। তাই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এটাকে ভয় করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا- 'আমি তোমাদের উপর যার আশঙ্কা করছি তা হ'ল এই যে, তোমাদের উপর দুনিয়ার শোভা ও সৌন্দর্য (এর দরজা) খুলে দেওয়া হবে'।[১০]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ- 'ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম (দুনিয়াদার)। যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহ'লে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়'।[১১]

কাব ইবনে ইয়ায (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি, – إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ 'প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফিৎনা রয়েছে এবং আমার উম্মতের ফিতনা হচ্ছে মাল'।[১২]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ ، وَذَلِكَ خَمْسمِائَةِ سَنَةٍ- 'গরীব মুমিনরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাত প্রবেশ করবে'।[১৩]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, اطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ- 'আমি জান্নাতের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীরাই গরীব লোক। আর জাহান্নামের দিক তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশই হল মহিলা'।[১৪] অধিক অধিক ভোগ-বিলাস, লোভ-লালসা দ্বীনের ব্যাপকভাবে ক্ষতি করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ - 'ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছেড়ে দিলে ছাগলের যতটা ক্ষতি করে, তার চেয়ে মানুষের সম্পদ ও সম্মানের প্রতি লোভ-লালসা তার দ্বীনের জন্য বেশী ক্ষতি কারক'।[১৫]

তাই তো মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ 'হে মানুষ! আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং কোন প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে' *(ফাত্বির ৩৫/৫)*।

*(ক্রমশঃ)*

***[লেখক : ৪র্থ বর্ষ, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া]***

১০. *বুখারী হা/ ১৪৬৫; মুসলিম হা/১০৫২; নাসাঈ হা/ ২৫৮১; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯৫।*
১১. *বুখারী হা/২৮৮৭; তিরমিযী হা/ ২৫৭৫; ইবনু মাজাহ হা/৪১৩৬।*
১২. *তিরমিযী হা/২৩৩৬, হাসান ছহীহ; আহমাদ হা/১৭০১৭।*
১৩. *তিরমিযী হা/২৩৫৩; ইবনু মাজাহ হা/ ৪১২২; আহমাদ/৭৮৮৬।*
১৪. *বুখারী হা/৩২৪১; মুসলিম হা/২৭৩৮; তিরমিযী হা/২৬০৩; আহমাদ হা/ ১৯৩১৫।*
১৫. *তিরমিযী হা/ ২৩৭৬; আহমাদ হা/১৫৩৫৭; দারেমী হা/২৭৩০।*

## লেখা আহ্বান

ইসলামের বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সুস্থ সাহিত্য বিনির্মাণের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলেছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র **'তাওহীদের ডাক'**। সত্যানুসন্ধিৎসু যুবক, ছাত্র ও লেখকদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

**-সহকারী সম্পাদক**

# দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

**৭- মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান (প্রতিষ্ঠাকালঃ ২৪শে জুলাই ১৯৪৮) :** ভারত বিভাগের পর লাহোরের সর্বপ্রথম পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছের গোড়াপত্তন হয়। লাহোর সরকারী কলেজের আরবী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আবদুল কাউয়ূমের উদ্যোগে আয়োজিত প্রায় দুইশত আলেম ও নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত উক্ত জমঈয়তের প্রথম ছদর বা সভাপতি নির্বাচিত হন খ্যাতনামা আলিম ও রাজনীতিক মাওলানা মুহাম্মাদ দাঊদ গযনবী (১৩১২-৮৩/১৮৯৫-১৯৬৩) বিন আব্দুল জাব্বার বিন আব্দুল্লাহ গযনবী (১২৩০-৯৮ হিঃ) ও সম্পাদক হন অধ্যাপক আবদুল কাইয়ূম। মাওলানা গযনবীর বাড়ী সংলগ্ন মাদরাসা 'দারুল উলূম তাক্বভিয়াতুল ইসলাম' -এর দু'টি কামরা জমঈয়ত অফিসের জন্য বরাদ্দ করা হয়।[১] তাঁর পরে 'আমীর' হন বিখ্যাত আলিম মাওলানা ইসমাঈল সালাফী (গুজরানওয়ালা)। ১৯৬৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে 'আমীর' হন শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ গোন্দলবী। ১৯৮৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে বর্তমান আমীর হলেন মিয়াঁ ফযলে হক। কেন্দ্রীয় অফিস ১০৬, রাভী রোড়, লাহোর। ১৯৪৮ সালে ব্যাপকভিত্তিক মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ কায়েম হবার পূর্বে ১৯১৩ সালে এডভোকেট মৌলবী আযীমুল্লাহ ও মৌলবী সুলতান আহমদের উদ্যোগে সর্বপ্রথম 'আনজুমানে আহলেহাদীছ লাহোর' কায়েম হয়। প্রথমজন ছিলেন 'ছদর' ও দ্বিতীয়জন 'নাযেম'। যিনি অধ্যাপক আবদুল কাইয়ূমের নানা ছিলেন। পরে ১৯৩৪ সালে ইনি সভাপতি ও আবদুল কাইয়ূম ছাহেব সম্পাদক হন[২] যিনি উক্ত পদেই সম্ভবতঃ আমৃত্য বহাল ছিলেন। সাপ্তাহিক 'আহলেহদীছ লাহোর' এই জমঈয়তের মুখপত্র।

**৮ - জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান (প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৮১)**

রাজনৈতিক বিষয়ে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছের নীরব ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে আল্লামা ইহসান ইলাহী যাহীর (১৯৪০-১৯৮৭ খৃঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ ১৯৮১ সালে গুজরানওয়ালাতে এক বিরাট সম্মেলনের মাধ্যমে পৃথক 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ' গঠন করেন।[৩] প্রথম 'আমীর' হন শায়খুল হাদীছ মাওলানা আবদুল্লাহ ও নায়েম হন শায়খ মুহাম্মাদ হুসাইন। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে আল্লামা ইহসান ইলাহী সম্পাদক পদ গ্রহণে বাধ্য হন। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে আহলেহাদীছ আন্দোলনে নতুন প্রাণসঞ্চার হয়। বহু প্রতিশ্রুতিশীল আলেম ও তরুণ তাঁর প্রতি আস্থাবান ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি নিজে পাকিস্তানের সমকালীন সময়ের সেরা বাগ্মী ছিলেন। পনেরো/ষোলখানা মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা ও খ্যাতনামা আলিম ও রাজনীতিক ছিলেন। তাঁর স্পষ্টবাদিতা ও ক্ষুরদার লেখনীর কারণে বিষেশ করে শী'আ, কাদিয়ানী ও ব্রেলভীগণ সন্ত্রস্ত ছিল। বিরোধী রাজনৈতিক মহল আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই নওজোয়ান সিপাহসালারকে ভীতির চোখে দেখতেন। ফলে হিংসুকদের চক্রান্তে ১৯৮৭ সালের ২৩শে মার্চ সোমবার লাহোরের কেল্লা লছমনসিং ময়দানে বোমার সাহায্যে তাঁকে হত্যা করা হয়। সাথে সাথে নিহত হন আরও আটজন সেরা আহেলহাদীছ আলিম ও নেতৃবৃন্দ। যখম হন শতাধিক ব্যক্তি।[৪] তাঁর ইন্তে কালের পরে প্রফেসর সাজেদ মীর সম্পাদক হন। ৫০, লোয়ারমাল রোডে প্রশস্ত জমির উপরে এই জমঈয়তের সর্বাধুনিক ব্যবস্থাপনা সজ্জিত বিরাট অফিস অবস্থিত। মাসিক তরজমানুল হাদীছ, সাপ্তাহিক আল-ইসলাম, 'মুমতায ডাইজেষ্ট' সাময়িকী এই জমঈয়তের নিয়মিত পত্রিকা হিসাবে চালু আছে।

**৯ - জামা'আতে আহলেহাদীছ পাকিস্তান (প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৩১ খৃঃ) :** খ্যাতনামা আলিম মাওলানা আবদুল্লাহ রৌপড়ী (১৩০৩-১৩৮৪/১৮৮৪-১৯৬৪) 'জামাআতে আহলেহাদীছ পাঞ্জাব' নামে ১৯৩১ সালে প্রথম এই সংগঠন কায়েম করেন। বর্তমানে লাহোরের চকদালগেরাঁ 'মসজিদে কুদ্‌সে' এই জামা'আতের কেন্দ্রীয় দফতর অবস্থিত। সাপ্তাহিক 'তানযীমে আহলেহাদীছ' এই জামা'আতের মুখপত্র। মাওলানা আবদুল কাদের রৌপড়ী বর্তমানে 'আমীর'।

**১০ - জামা'আতে মুজাহেদীন পাকিস্তান :** আমীরুল মুজাহিদীন সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী (১২০১-১২৪৬/১৭৮৬-১৮৩১) ও আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১) -এর জিহাদী আদর্শের অনুসারী হওয়ার দাবীদার এই জামা'আতের পাকিস্তান শাখার বর্তমান আমীর গাযী আবদুল করীম এবং নায়েবে আমীর করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ যাফরুল্লাহ। করাচী ব্লক-৬ গুলশান ইকবালে এই জামা'আতের কেন্দ্রীয় মাদরাসা জামে'আ আবুবকর আল-ইসলামিয়াহ এবং কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী অবস্থিত-যা আধুনিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত। দা'ওয়াত ও তাবলীগের আধুনিক ব্যবস্থাপনাসহ কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি খুবই সুন্দর ও উন্নতমানের। গ্রন্থপ্রকাশ, মুবাল্লিগ-প্রশিক্ষণ ও তাবলীগের মাধ্যমেই এঁরা আহলেহাদীছ আন্দোলন করে থাকেন। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তাঁরা সমর্থন করেন না। এই জামা'আতের নিজস্ব মুখপত্র নেই।[৫] ভারতের পাটনা ছাদিকপুরের মূল কেন্দ্র কিংবা বাংলাদেশে এই জামা'আতের কোন তৎপরতা নযরে না পড়লেও করাচীতে এই জামা'আতের দৃষ্টান্তমূলক তৎপরতা রয়েছে।

*[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (পি এইচ.ডি থিসিস) শীর্ষক গ্রন্থ পৃঃ ৩৭৯-৩৮১]*

---

১. *সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' (লাহোরঃ শীশমহল রোড়, 'মাওলানা মুহাম্মাদ হানাফী নাদ্‌ভী' স্মরণে বিশেষ সংখ্যা) ৪০ বর্ষ ৫২ সংখ্যা, ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৮৮, পৃঃ ৩১৮।*

২. *প্রাগুক্ত পত্রিকা পৃঃ ৯৭।*

৩. *মাসিক 'তারজুমানুল হাদীছ' ২১ বর্ষ ৩-৪র্থ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ১৯৮৮, পৃঃ ৩১৮।*

৪. *প্রাগুক্ত পত্রিকা পৃঃ ১৬-২৪।*

৫. *তথ্যঃ ইয়াহ্ইয়া আযীয,, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, জামা'আতে মুজাহিদীন পাকিস্তান।-তারিখ ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮৮।*

# কুরআন আপনার পক্ষে অথবা বিপক্ষের দলীল

-হাফীযুর রহমান

**(শেষ কিস্তি)**

অনুরূপভাবে আপনি যদি কুরআন পরিত্যাগ করে প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ 'আর শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সঙ্গে তর্ক-ঝগড়া করার জন্য প্ররোচিত করে; যদি তোমরা তাদের কথা মান্য করে চল তাহ'লে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে' *(আন'আম ৬/১২১)*।

কেননা শয়তান তার অনুসারীদেরকে বিদ'আত, শিরক ও কুফরীতে প্ররোচিত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ 'তাদের মধ্যে তুমি যাকে পার উস্কে দাও তোমার কথা দিয়ে' *(ইসরা ১৭/৬৪)*। শয়তান তার অনুসারীদের নিকট সেসব লোকদের আকৃতিতে গোচরীভূত হয়, যাদেরকে তারা ইবাদত করে অথবা যাদেরকে তারা সম্মান করে, ফলে তারা তাকে নিজ চোখে দেখতে পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا * لَعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا 'তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শুধু কতকগুলো দেবীরই পূজা করে, তারা কেবল আল্লাহদ্রোহী শয়তানের পূজা করে। আল্লাহ তাকে অভিশাপ করেছেন। কারণ সে বলেছিল, আমি তোমার বান্দাদের থেকে নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী হিসেবে গ্রহণ করব' *(নিসা ৪/১১৭-১১৮)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ – ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ – قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ 'সে বলল, যেহেতু তার কারণেই (পথ থেকে) আমাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, কাজেই আমি অবশ্যই তোমার সরল পথে মানুষদের জন্য ওৎ পেতে থাকব। তারপর আমি তাদের সামনে দিয়ে, তাদের পিছন দিয়ে, তাদের ডানদিক দিয়ে, তাদের বামদিক দিয়ে, তাদের নিকটে অবশ্যই আসব, তুমি তাদের অধিকাংশকেই শোকর আদায়কারী পাবে না। তিনি বললেন, ধিকৃত আর বিতাড়িত হয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যা। তাদের মধ্যে যারা তোকে মান্য করবে তাদের সকলকে দিয়ে আমি অবশ্যই জাহান্নাম ভর্তি করব' *(আ'রাফ ৭/১৬-১৮)*।

আল্লাহ বলেন, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا 'যাকে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়, অতঃপর সে সেটাকে উত্তম মনে করে' *(ফাত্বির ৩৫/৮)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক থেকে আগত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার মত, যার কাছে তার মন্দ কর্ম সুশোভিত করা হয়েছে আর তারা নিজেদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করে' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৪)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ 'তাদের কাজগুলোকে শয়তান তাদের দৃষ্টিতে মনোমুগ্ধকর করেছিল। যার ফলে সৎ পথে চলতে তাদেরকে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারী' *(আ'নকাবুত ২৯/৩৮)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'আল্লাহ্‌র কসম! তোমার পূর্বে আমি বহু জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু শয়তান তাদের কাছে তাদের কার্যকলাপকে শোভনীয় করে দিয়েছিল, আর আজ সেই তাদের অভিভাবক, তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি' *(নাহল ১৬/৬৩)*।

অনুরূপভাবে আপনি যদি কুরআন পরিত্যাগ করে ধারণার অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ 'তাদের অধিকাংশই কেবল ধারণার অনুসরণ করে, সত্যের মুকাবিলায় ধারণা কোন কাজে আসে না। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সর্বাধিক অবগত' *(ইউনুস ১০/৩৬)*।

অনুরূপভাবে আপনি যদি কুরআন প্রকাশ্য অর্থ পরিত্যাগ করে শাব্দিক অর্থকে প্রাধান্য দেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। কেননা সরাসরি কুরআন ও হাদীছ থাকা সত্ত্বেও শাব্দিক অর্থ নেয়া বিদ'আতের নামান্তর ও প্রবৃত্তি পূজারীদের নীতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ 'তাদের

খেয়াল খুশির অনুসরণ করবে না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক তারা যেন আল্লাহ তোমার প্রতি যা নাযিল করেছেন' *(মায়েদাহ ৫/৪৯)*।

যারা এমন অর্থ গ্রহণ করে তারা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ। কেননা আল্লাহ্‌র কালামের উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। তাই কোন আয়াত থেকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য কী, তা আল্লাহ নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছেন, কারো দায়িত্বে ছেড়ে দেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ 'অতঃপর তা (অহিয়ে খফী বা প্রচ্ছন্ন অহির মাধ্যমে) বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা আমারই দায়িত্ব' *(ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৯)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 'এভাবেই আমি নিদর্শনগুলোকে বার বার নানাভাবে বর্ণনা করি। যার ফলে তারা (অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা) বলে, তুমি (এসব কথা অন্যের কাছ থেকে) শিখে নিয়েছ, বস্তুতঃ আমি জ্ঞানী লোকদের জন্য তা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করি' *(আনআম ৬/১০৫)*।

আল্লাহ রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরকে নিজ উদ্দেশ্য জানিয়ে দিয়েছেন, যেন তারা মানবজাতিকে তা জানিয়ে দেয়। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার দায়িত্ব সাধারণ মানুষের উপর ছেড়ে দেননি। তিনি বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 'আমি কোন রাসূলকেই তার জাতির ভাষা ছাড়া পাঠাইনি যাতে তাদের কাছে স্পষ্টভাবে (আমার নিদর্শনগুলো) বর্ণনা করতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেছেন, আর যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখিয়েছেন, তিনি বড়ই পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়' *(ইবরাহীম ১৪/৪)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 'আর এখন তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে আর যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*।

আল্লাাহ তা'আলা আভিধানিক অর্থকে শরী'আতের উপর প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা (কোন বিষয়েই) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে আগে বেড়ে যেয়ো না, আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' *(হুজরাত ৪৯/১)*।

শরী'আতের ব্যাখ্যা থাকা সত্ত্বেও প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যতীত কেউ আভিধানিক অর্থের অনুসরণ করে না। আল্লাাহ তা'আলা বলেন, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 'অতঃপর তারা যদি তোমার কথায় সাড়া না দেয় তাহ'লে জেনে রাখ, তারা শুধু তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশ ছাড়াই যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৫০)*।

অনুরূপভাবে আপনি যদি কুরআন পরিত্যাগ করে যুক্তির অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। কেননা প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যুক্তির অনুসরণ করা বিদ'আতীদের নীতি, আর তাদের নেতা হচ্ছে ইবলীস। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ - قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ– '(আল্লাহ) বললেন, আমি নির্দেশ দেয়ার পরেও কিসে তোকে সিজদা করা থেকে বিরত রাখল?' সে (শয়তান) বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম, আমাকে সৃষ্টি করেছ আগুন থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছ কাদা থেকে।' তিনি বললেন, 'নেমে যা এখান থেকে, এর ভিতরে থেকে অহঙ্কার করবে তা হতে পারে না, অতএব বেরিয়ে যা, অধমের মাঝে তোর স্থান' *(আ'রাফ ৭/১২-১৩)*। আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়াসকে শরী'আতের উপর প্রাধান্য দিতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা (কোন বিষয়েই) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে আগে বেড়ে যেয়ো না' *(হুজরাত ৪৯/১)*।

প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যতীত কেউ শরী'আতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও যুক্তির অনুসরণ করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 'অতঃপর তারা যদি তোমার কথায় সাড়া না দেয় তাহ'লে জেনে রাখ, তারা শুধু তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশ ছাড়াই যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৫০)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ 'কিন্তু অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতাবশতঃ তাদের খেয়াল খুশি দ্বারা অবশ্যই (অন্যদেরকে) পথভ্রষ্ট করে, তোমার প্রতিপালক

সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত' *(আনআম ১১৯)*।

অনুরূপভাবে আপনি যদি কুরআন পরিত্যাগ করে পূর্বের শরী'আত অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا 'আর আমি সত্য বিধানসহ তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক। কাজেই মানুষদের মধ্যে বিচার ফায়ছালা কর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে, আর তোমার কাছে যে সত্যবিধান এসেছে তা ছেড়ে দিয়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি শরী'আত ও একটি কর্মপথ নির্ধারণ করেছি' *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِأَخٍ لِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ أَلَا أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ إِنَّكُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ছাবেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! বনু কুরায়যার এক বন্ধুর পাশ দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম, সে আমাকে তাওরাতের কিছু সংক্ষিপ্ত বাণী লিখে দিল, আমি কি আপনার সামনে তা পেশ করব? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, সে সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ; যদি মূসাও তোমাদের মাঝে আগমন করে অতঃপর তোমরা তার অনুসরণ কর ও আমাকে পরিত্যাগ কর, তাহ'লে অবশ্যই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে। জাতিসমূহ থেকে তোমরা আমার ভাগের এবং নবীদের থেকে আমি তোমাদের ভাগের'।[১]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ فَقَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ فَقَالَ أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي-

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) আহলে কিতাবের জনৈক ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত একখানা কিতাব নিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসেন, নবী করীম (ছাঃ) তা পাঠ করে রাগান্বিত হ'লেন এবং বললেন, হে ইবনুল খাত্ত্বাব, তোমার কি তাতে (অর্থাৎ তাওরাতে) দ্বিধাগ্রস্ত, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট পবিত্র কিতাব নিয়ে এসেছি, যদি মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তাহ'লে আমার অনুসরণ ব্যতীত তাঁরও উপায় ছিল না'।[২]

অনুরূপভাবে আপনি যদি কুরআন পরিত্যাগ করে মনগড়া মাযহাব ও মতবাদের অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 'আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা তাদের আলেম ও দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে; আর মরিয়ম-পুত্র মসীহ্‌কেও। অথচ তাদেরকে এক ইলাহ ব্যতীত (অন্যের) ইবাদত করার আদেশ দেয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, পবিত্রতা আর মহিমা তাঁরই, (বহু উর্ধ্বে তিনি) তারা যাদেরকে (তাঁর) অংশীদার গণ্য করে তাথেকে' *(তওবা ৯/৩১)*।

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের পূর্বের লোকদের নীতি-আদর্শ পুরোপুরিভাবে অনুকরণ করবে, এক বিঘত এক বিঘতের সঙ্গে ও হাত হাতের সঙ্গে, এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তে ঢুকে থাকে তবুও তোমরা তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তারা কি ইয়াহুদী ও নাছারা? তিনি বলেন, তবে আর কারা?।[৩]

---

*১. আহমাদ হা/১৫৮৬৪, হাদীছটি হাসান লি গায়রিহী।*

*২. আহমাদ হা/১৫১৫৬, হাদীছটি হাসান লি গায়রিহী।*

*৩. বুখারী হা/৭৩২০, নবী করীম (ছাঃ)-এর বাণী, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 'অবশ্য অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্বের লোকদের নীতি-পদ্ধতির অনুকরণ করতে থাকবে' অনুচ্ছেদ ; মুসলিম*

অনুরূপভাবে আপনি যদি কুরআন পরিত্যাগ করে কল্পনা ও কারামতের অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى 'তারা তো শুধু অনুমান ও প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, যদিও তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ এসেছে' *(নাজম ৫৩/২৩)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ 'শুধু অমূলক ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না' *(নিসা ৪/১৫৭)*। তিনি অন্যত্র আরো বলেন, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ 'তাদের অধিকাংশই কেবল ধারণার অনুসরণ করে, সত্যের মুকাবিলায় ধারণা কোন কাজে আসে না। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সর্বাধিক অবগত' *(ইউনুস ১০/৩৬)*।

অনুরূপভাবে আপনি যদি কুরআন পরিত্যাগ করে ছূফী দরবেশদের পদ্ধতির অনুসরণ করেন, তাহ'লে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'কী? তারা কি আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবক গ্রহণ করে নিয়েছে? আল্লাহই তো একমাত্র অভিভাবক, তিনিই মৃতকে জীবিত করেন আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(শূরা ৪২/৯)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا – وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا 'আর তারা বলেছিল, তোমাদের দেবদেবীদের কখনও পরিত্যাগ করো না, আর অবশ্যই পরিত্যাগ করো না ওয়াদ সুআ'কে, আর না 'ইয়াগুছ, ইয়া'উক ও নাসরকে। তারা গোমরাহ করেছে অনেককে, তুমি যালিমদের গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করো না' *(নূহ ৭১/২৩-২৪)*।

ছূফী-দরবেশদের অন্ধ অনুসরণের কারণেই যুগে যুগে গোমরাহীর পথ উন্মুক্ত হয়েছে। যেমন, নূহ (আ.)-এর যুগের এরূপ দরবেশশ্রেণীর ব্যক্তিদের নাম কুরআনে এসেছে। যেমন واد ওয়াদ, سواع সুয়া, يغوث ইয়াগুছ, يعوق ইয়াউক, نسر নাসর প্রমুখ। এরা প্রত্যেককেই ছিলেন একজন সৎ লোক। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পরে তার গোত্র বা কওম তার প্রতি প্রথমে সম্মান প্রদর্শন করে পরবর্তীতে তার ইবাদতে লিপ্ত হয়।

অনুরূপভাবে কতিপয় লোক আছহাবে কাহফের যুবকদের প্রতি প্রথমে সম্মান প্রদর্শন করে, অতঃপর তাদের উপর মসজিদ নির্মাণ করে তাদের ইবাদতে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا 'তাদের কর্তব্য সম্পর্কে যাদের মতামত প্রাধান্য লাভ করল তারা বলল, আমরা তাদের উপর অবশ্য অবশ্যই মসজিদ নির্মাণ করব' *(কাহফ ১৮/২১)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنْ الصُّوَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ-

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, উম্মু সালামাহ (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট তাঁর হাবশায় দেখা মারিয়া নামক একটা গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। তিনি সেখানে যে সব প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন, সেগুলোর বর্ণনা দিলেন। তখন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বললেন, এরা এমন সম্প্রদায় যে, এদের মধ্যে কোন সৎ বান্দা অথবা বলেছেন কোন সৎ লোক মারা গেলে তার কবরের উপর তারা মসজিদ বানিয়ে নিত। আর তাতে ঐ সব ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি স্থাপন করতো। এরা আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম সৃষ্টজীব'।[৪]

عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا-

আয়েশা ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃত্যুর যন্ত্রনা শুরু হ'লে তিনি তাঁর একটা চাদরে স্বীয় মুখমণ্ডল আবৃত করতে লাগলেন। যখন শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হলো, তখন মুখ হ'তে চাদর সরিয়ে দিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, ইহুদী ও নাছারাদের প্রতি

*হা/৬৯৫২/২৬৬৯], 'ইহুদীদের আদর্শ অনুসরণ' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫৩৬১।*

*৪. বুখারী হা/৪৩৪, 'গির্জায় ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ, হা/৪১৬; মুসলিম হা/৮২২/৫২৮], 'কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ' অনুচ্ছেদ।*

Contents



আল্লাহ্র অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। (এ বলে) তারা যে (বিদ'আতী) কার্যকলাপ করত তা হতে তিনি সতর্ক করেছিলেন'।[৫]

অনুরূপভাবে আপনি যদি গায়েব জানার জন্য কুরআন পরিত্যাগ করেন এবং মুজাহাদা ও শারীরিক কসরতের মাধ্যমে আল্লাহ, দ্বীন এবং নবী করীম (ছাঃ)-কে জানার জন্য গায়েবকে দৃশ্যমান করতে চান, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ 'অসৎকে সৎ থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় আছ, আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে অদৃশ্যের বিধান জ্ঞাত করেন না, তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বেছে নেন, কাজেই তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আন। যদি তোমরা ঈমান আন আর আল্লাহভীতি অবলম্বন কর, তাহ'লে তোমাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার' *(আলে ইমরান ৩/১৭৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا - إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا 'একমাত্র তিনিই অদৃশ্যের জ্ঞানী, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। কেননা তিনি তখন তাঁর রাসূলের আগে-পিছে পাহারাদার নিযুক্ত করেন' *(জিন ৭২/২৬-২৭)*।

তিনি অন্যত্র বলেন, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ 'বল, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহ্র ধন-ভাণ্ডার আছে, আর আমি অদৃশ্যের খবরও জানি না, আর আমি তোমাদেরকে এ কথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা, আমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয় তাছাড়া (অন্য কিছুর) আমি অনুসরণ করি না। বল, অন্ধ আর চক্ষুমান কি সমান, তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না' *(আন'আম ৬/৫০)*।

(মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-আম্মারী الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ বই অবলম্বনে লিখিত)

**[লেখক : নারায়ণপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর]**

---

*৫. বুখারী হা/৪৩৫, ৪৩৬ 'গির্জায় ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ [আঃ প্রঃ হা/৪১৭; মুসলিম হা/৮২৬[৫৩১], 'কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ' অনুচ্ছেদ।*


# সোনামণি প্রতিভা

## (একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

**আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'**

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

**লেখা পাঠানোর ঠিকানা**

**সম্পাদক,** সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

# ষড়রিপু সমাচার

--লিলবর আল-বারাদী

**ভূমিকা :**

মানব জীবন বড়ই বন্ধুর। জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাত জীবনকে প্রতিনিয়ত যেমনি শুধরিয়ে দেয় তেমনি আবার কলুষিতও করে থাকে। পৃথিবীতে সৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। এ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পেছনে যে বিষয়গুলো সদা ক্রিয়াশীল তা হলো তার বিবেক, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। বিবেক হলো মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি যার দ্বারা ন্যায়, অন্যায়, ভালোমন্দ, ধর্মাধর্ম বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জিত হয়। বুদ্ধি হলো তার ধীশক্তি বা বোধশক্তি যার দ্বারা তার জীবন ও জগতে সংগঠিত যাবতীয় ক্রিয়াকলাপে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার বিজ্ঞানময় দক্ষতা নির্ণীত হয়। বিচক্ষণতা হলো তার দূরদর্শীতা যার মাধ্যমে মানুষ জীবনে আগত ও অনাগত বিষয়ে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করে নিজেকে সর্বত্র সাবলীল ও সফল করে তুলতে সক্ষম হয়। আর নিয়ন্ত্রণ হলো সংযম যার দ্বারা মানুষ তার জীবনের সর্বত্র সংযত ও শৃংখলিত জীবনবোধ অনুধাবনে সক্ষম হয়। সুন্দর ও আদর্শ জীবন গঠনের উল্লেখিত সূচকগুলো যার কারণে প্রায়শ বাধাগ্রস্থ ও প্রতিহত হয় তা হলো 'ষড়রিপু'।

মানুষের এ রিপু ছয়টি সর্ম্পকে সামান্য পরিচিতি হওয়া যাক। ষড়রিপু অর্থাৎ মানুষের চরম ও প্রধান ছয়টি শত্রু হলো- কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। ইংরেজী ও সংস্কৃতিতে বলে- 1. Sex urge (Sanskrit: Kama), 2. Anger (Sanskrit: Krodha), 3. Cupidity, Greed (Sanskrit: Lobha), 4. Attachment, Illusion (Sanskrit: Moha), 5. Arrogance, Pride (Sanskrit: Mada), 6. Envy, Covetousness (Sanskrit: Matsarya).

প্রতিটি রিপুই মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট এবং প্রতিটির দক্ষ ব্যবহার কাম্য। যেমন টক-ঝাল-মিষ্টি-লবণ প্রতিটিই প্রয়োজন। কিন্তু অধিক ব্যবহারে প্রতিটিই ক্ষতিকর। জীবনের চলার পথে ষড়রিপু আমাদের সার্বক্ষণিক সাথী। এগুলি ডাক্তারের আলমারিতে সাজানো 'পয়জন' (Poison)-এর শিশির মত। যা তিনি প্রয়োজনমত রোগীর প্রতি ব্যবহার করেন। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

**এক. কাম রিপু :**

কাম শব্দের আভিধানিক প্রতিশব্দ হলো সম্ভোগেচ্ছা। কাম শব্দটির বহুবিধ ব্যবহার থাকলেও যৌনবিষয়ক সম্ভোগশক্তিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। এ কামশক্তি মানুষের জন্য অপরিহার্য। কামশক্তি নেই সম্ভবত এমন কোন প্রাণীই নেই। এ শক্তি ব্যতিরেকে একজন মানুষ গতানুগতিক রীতিতে সে অপূর্ণ মানুষ বলে বিবেচিত হয়। এ শক্তিতে অপূর্ণ হলে স্বামী তার স্ত্রীর কাছে যেমন মূল্যহীন আবার স্ত্রী তার স্বামীর কাছেও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় পৃথিবীতে মানুষ আবাদের কাজটিই অচল হয়ে পড়ে। পৃথিবীর সমুদয় মূল্যই মূল্যহীন হয়ে পড়ে। মোটকথা পৃথিবীতে নারী- পুরুষের জীবন ও যৌবন ঘটিত কোন প্রকার সর্ম্পকই থাকে না। থাকে না প্রেম, ভালবাসা এবং থাকে না রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এ পঞ্চগুণের উজ্জীবিত ও সজীব জীবনের উপস্থিতি।

সুতরাং মানুষ মাত্রই থাকা চাই কামশক্তি, তবে তা হতে হবে নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়ন্ত্রিত কামশক্তি যখন অনিয়ন্ত্রিত, বেপরোয়া ও বেসামাল হয়ে যায় তখনই তা হয়ে যায় শত্রু। অনিয়ন্ত্রিত কামশক্তি জন্ম দেয় অশালীন প্রেম, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অবিশ্বাস ও কলংক। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 'তোমরা যিনা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জ কাজ এবং খুবই খারাপ পথ' *(ইসরা-১৭/৩২)*। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কোনভাবেই এই অশ্লীলতার নিকটে গমন করা যাবে না, এসম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 'লজ্জাহীনতার যত পন্থা আছে, উহার নিকটবর্তী হবে না, তা প্রকাশ্যেই হোক অথবা অপ্রকাশ্যে হোক' *(আন'আম-৬/১৫১)*।

কামশক্তি যখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লাগামহীন হয়ে বেপরোয়াভাবে চলতে থাকে তখন মানুষের নানা প্রকার বিপর্যয় নেমে আসে। অবৈধ ভালবাসা, পরকিয়া, ব্যাভিচার, অনাচার, অশ্লীলতা, ধর্ষণ, খুন, ইত্যাদির মত নানা প্রকার গর্হিত কাজে মানুষ জড়িয়ে পড়ে।

মানুষ কামশক্তির নিয়ন্ত্রণ হারানোতে চূড়ান্ত ফলাফল হ'ল মানব সমাজে অসামাজিকতা, অনৈতিকতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতা ও অবৈধ যৌনতার বিষাক্ত ছোবলে মানবিক, নৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ মারাত্মক ভাবে হ্রাস পায়, ফলে সমাজ জীবনে এর তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী নানা ধরনের মারাত্মক পারিবারিক ও সামাজিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিষাক্ত ফলাফল প্রকাশিত হয় এবং মহামারী আকারে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সমাজে দায়-দায়িত্বহীন অবাধ অবৈধ যৌনতার প্রসার ঘটে এবং বিবাহ নামক পবিত্র দায়িত্বপূর্ণ সামাজিক বন্ধনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত বৈধ যৌন সম্পর্কের প্রতি মানুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে মানব সমাজ ও সভ্যতা ধীরে ধীরে দায়-দায়িত্বহীন অসভ্য-বর্বর পাশবিক সমাজের দিক দ্রুত ধাবিত হয়। ফলে মনুষত্ব হারিয়ে পশুত্ব বরণ করে নেয়। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক

Contents



পবিত্র বন্ধন শিথিল হয়ে যায় এবং নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বাঁধাহীন অশ্লীলতার মারাত্মক সয়লাবে কলুষিত সমাজে ধর্ষণ, পরকীয়া, অবৈধ গর্ভধারণ, অবৈধ গর্ভপাত, আত্মহত্যা, মানসিক বিকৃতি, সংসার ভাঙ্গন ও অবৈধ সন্তানের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটে। নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। ফলে সমাজে চুরি, ডাকাতি, লুট, ছিনতাই, রাহাজানি, গুম ও খুন এর ব্যাপক সয়লাব ঘটে।

মুসলমান হিসাবে আমাদের জানা থাকা দরকার যে, বিবাহের পূর্বে নারী-পুরুষের পরস্পর অবাধ দেখা-সাক্ষাত, কথা-বার্তা, মেলা-মেশা, প্রেম-ভালবাসা ইসলামী সংবিধানে সম্পূর্ণভাবে হারাম। ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের পূর্বে যুবক-যুবতীদের প্রেম-ভালবাসা বলতে কিছুই নেই। পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকে ভালবাসা কেবল বিবাহের পর। বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভালবাসা সৃষ্টি হয় এর মধ্যে বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে । এসম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِه أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ‘তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ কর এবং তোমাদের পরস্পরের মাঝে হৃদ্যতা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন' *(রূম: ৩০/২১)*। দাম্পত্য জীবনের জন্য রোমান্টিক প্রেমের পরিবর্তে বাস্তব প্রেম ও পরস্পরের প্রতি দয়া, সহমর্মিতা ও সহনশীলতাপূর্ণ ভালবাসা একান্ত প্রয়োজন।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাসী তারা শুধুমাত্র হৃদয়ের আবেগে বা নফসের কামনা-বাসনায় বা জৈবিক লালসায় অবৈধ ভালবাসার লাগামহীন পথে পা বাড়ায় না, বরং তারা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সর্বদা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চলেন। কেবলমাত্র ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের লক্ষ্যে কামশক্তিতে প্রভাবিত হয়ে বিবাহ নামক পবিত্র সামাজিক বন্ধনের মাধ্যমেই নারী-পুরুষের স্বীকৃত বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তোলেন। মুমিনদের এই পবিত্র ভালবাসার দায়-দায়িত্ব ও কল্যাণকর প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ‘মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের অভিভাবক ও বন্ধু। তারা ভাল কাজের আদেশ দেয়, খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, ছালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। আল্লাহ তাদের প্রতি অচিরেই রহমত নাযিল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য এমন জান্নাতের অঙ্গীকার করেছেন যে জান্নাতের নীচে দিয়ে ঝর্ণাসমূহ বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন মহাপবিত্র স্থায়ী বাসস্থান আদন নামক জান্নাতের। বস্তুত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এটাই সবচেয়ে বড় সফলতা' *(তাওবা ৯/৭১-৭২)*।

'ভালবাসা' পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর কোমল দুরন্ত মানবিক অনুভূতি। ভালবাসা নিয়ে ছড়িয়ে আছে কত শত পৌরাণিক উপাখ্যান। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি সর্বত্রই পাওয়া যায় ভালবাসার সন্ধান। এই ভালবাসা গড়ে উঠে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার অকৃত্রিম বন্ধন গড়ে বিবাহের পর। তাই বলা হয়, দু'টি মনের অভিন্ন মিলনকে ভালবাসা বলে। এই ভালবাসার রূপকার মহান আল্লাহ। ভালবাসা' শব্দটি ইতিবাচক। মহান আল্লাহ সকল ইতিবাচক কর্ম-সম্পাদনকারীকেই ভালবাসেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ‘এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না। তোমরা সৎকর্ম কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুহসিনদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। ভুলের পর ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পবিত্রতা অবলম্বন করা এ দুটিই ইতিবাচক কর্ম। তাই আল্লাহ তাওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকেও ভালবাসেন। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি সকল কল্যাণের মূল। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদেরকে খুবই ভালবাসেন। এমর্মে বলেন, فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ‘আর নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন' *(ইমরান ৩/৭৬)*।

ভালবাসা হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা এক অদৃশ্য সুতোর টান। কোন দিন কাউকে না দেখেও যে ভালবাসা হয় এবং ভালবাসার গভীর টানে রূহের গতির এক দিনের দূরত্ব পেরিয়েও যে দুই মুমিনের সাক্ষাত হ'তে পারে তা ইবন আব্বাস (রাঃ) এক বর্ণনা থেকে আমরা পাই। তিনি বলেন, النِّعَمُ تُكْفَرُ ، والرَّحِمُ تُقْطَعُ ، ولَم نَرَ مِثْل تَقارُبِ القُلُوبِ ‘কত নিয়ামতের শুকরিয়া করাকে অগ্রাহ্য করা হয়, কত আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হয়, কিন্তু অন্তরসমূহের ঘনিষ্টতার মত (শক্তিশালী বন্ধন) কোন কিছুই আমি কখনও দেখিনি'।[১]

১. *আদাবুল মুফরাদ: হা/২৬২।*

Contents



কাউকে ভালবাসতে হ'লে সেই ভালবাসার মানদণ্ড থাকতে হবে ইসলামী শরী'আত মোতাবেক। কাউকে ভালবাসার আগে আল্লাহ্র জন্য হৃদয়ের গভীরে সুদৃঢ় ভালবাসা রাখতে হবে। কিছু মানুষ এর ব্যতিক্রম করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ 'আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষ রূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার মত তাদেরকে ভালবাসে; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসায় তারা সুদৃঢ়' *(বাক্বারাহ: ২/১৬৫)*। শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ভালবাসতে হবে, নতুবা কোন ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ 'তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে সে ঈমানের স্বাদ পায়। ১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় হওয়া। ২. শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ভালবাসা। ৩. কুফুরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত অপসন্দ করা'।[২] কোন ব্যক্তির সাথে শত্রুতা রাখার মানদন্ড হলো একমাত্র মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ভালবাসতে হবে অথবা শত্রুতা রাখতে হবে। এটাই শ্রেষ্ঠতম কর্মপন্থা। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْحُبُّ فِى اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِى اللَّهِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট শ্রেষ্ঠ আমল হলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ভালবাসা এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করা'।[৩] আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসার ফযীলত হ'ল মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও মহত্ত্বের নিমিত্তে যারা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে, ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে তিনি তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِى الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِى ظِلِّى يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّى 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, আমার মহত্ত্বের নিমিত্তে পরস্পর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপনকারীরা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় ছায়া দান করব। আজ এমন দিন, যে দিন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নেই'।[৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যারা নবীও নয়, শহীদও নয়; কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হ'তে তাঁদের সম্মানজনক অবস্থান দেখে নবী এবং শহীদগণও ঈর্ষান্বিত হবেন। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদেরকে বলুন, তারা কারা? তিনি বললেন, তারা ঐ সকল লোক, যারা শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই একে অপরকে ভালবাসে। অথচ তাদের মধ্যে কোন রক্তের সম্পর্ক নেই, কিংবা কোন অর্থনৈতিক লেন-দেনও নেই। আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয়ই তাঁদের চেহারা হবে নূরানী এবং তারা নূরের মধ্যে থাকবে। যে দিন মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে, সেই দিন তাঁদের কোন ভয় থাকবে না এবং যে দিন মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে, সে দিন তাঁদের কোন চিন্তা থাকবে না..'।[৫]

পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও সৌহার্দ্য স্থাপিত না হলে পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়া যায় না, শান্তিও নিরাপত্তা লাভ করা যায় না, এমনকি জান্নাতও লাভ করা যাবে না। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুমিনদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির জন্য একটি চমৎকার পন্থা বাতলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُم 'তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার না হবে, তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও সৌহার্দ্য স্থাপন করবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের কথা বলব না, যা করলে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হবে? ছাহাবীগণ বললেন, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ! (তিনি বললেন) তোমাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে ছালামের প্রচলন কর'।[৬]

মানব প্রকৃতির মধ্যে লজ্জা প্রবণতা জন্মগত এক অতীব স্বাভাবিক প্রবণতা। আর এই লজ্জাশীলতা মানুষকে তার তাক্বওয়া বৃদ্ধিতে সহায়তা ও শালীনতা প্রবৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে কাম রিপুর দাসত্ব প্রবল হলে নির্লজ্জতা মানুষকে আল্লাহভীতি থেকে বিরত রাখে ও অশ্লীলতার দিকে আহ্বান করে। যার ফলে মানুষ পশুর পর্যায়ে চলে যায়। শালীনতা ও অশালীনতার মধ্যে পার্থক্য ভুলে যায়। বিবেক নামের স্বচ্ছ যন্ত্রটি অকেজো হয়ে যায়। হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। এছাড়াও মানব শরীরের যে সকল অংশ নারী পুরুষের জন্য যৌন আকর্ষণ আছে, তা প্রকাশ্যে লজ্জা বোধের সাথে আচ্ছাদিত ও কাম রিপুকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রচেষ্টা করা মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক স্বভাব। যদি কেউ তা না করে, তবে সে নিজেকে নির্লজ্জ বেহায়ার মত নিজের কুরুচি প্রকাশ করে, যা ইসলামী শরী'আতে গর্হিত কাজ। অবশ্য শয়তান মানুষের

২. *বুখারী, কিতাবুল ঈমান অধ্যায়, হা /১৬, ২১ ও ৬৯৪১।*
৩. *আহমাদ, মিশকাত হা/৫০২১।*
৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৬।*
৫. *আবু দাউদ, মিশকাত হা/৫০১২।*
৬. *মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হা/ ৯৩।*

Contents



কাম রিপুকে অনিয়ন্ত্রণ করতে প্রলুব্ধ করে থাকে, যেন মানুষ লজ্জাকে পিছনে ফেলে নিজের নির্লজ্জতা প্রকাশ করে। শয়তান মানুষকে এব্যাপারে প্ররোচিত করে এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا 'অতঃপর শয়তান আদম ও তার স্ত্রীকে প্ররোচিত করলো, যেন তাদের যে অংশ আচ্ছাদিত ছিল তা তারা উন্মুক্ত করে' *(আ'রাফ ৭/২০)*।

এছাড়াও মানুষ যখন কাম রিপুর গোলাম হয়ে অবৈধ ও অশ্লীলতার প্রতি আগ্রহশীল হবে তখন ব্যাভিচার ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়বে। যার ফলে দুনিয়াতে নতুন নতুন রোগ-ব্যাধীর প্রাদুর্ভাব ঘটবে। তাছাড়া জনপদ বিধ্বংসী মহামারী ব্যাধিও ছড়িয়ে যাবে মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচটি জিনিস দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। সেই জিনিসগুলোর সম্মুখীন হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যখন কোন জাতির মাঝে ব্যাভিচার ও অশ্লীলতা প্রকাশ পায় এমনকি তা তারা ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে করতে থাকে তখন তাদের মাঝে মহামারি, প্লেগ ও জনপদ বিধ্বংসী ব্যাধি দেখা দিবে যা তাদের পূর্ব পুরুষদের মাঝে ছিল না'।[৭] অন্যত্র, 'যদি কোন শহরে যেনা ও সুদের লেনদেন সাধারণ ভাবে প্রচলিত হ'তে থাকে, তখন ঐ শহরবাসীর উপর আল্লাহ্‌র বিবিধ প্রকার আযাব গযব নাযিল করা হালাল হয়ে যায়'। 'যখন কোন সমাজে ব্যাপক ভাবে ব্যাভিচার প্রকাশ পাবে তখন তাদের মাঝে চিকিৎসার অনুপযোগী ব্যাধিসহ মহামারী আকারে রোগ ব্যাধি বৃদ্ধি পাবে'।

যেনার সাথে আরও একটি জঘন্যতম ব্যভিচারের নাম সমমৈথুন ও সমকামিতা। সমমৈথুন সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে যখন পাঁচটি জিনিস আরম্ভ হবে তখন তাদেরকে নানা প্রকার রোগ ব্যাধি ও আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হবে। তন্মধ্যে একটি হল নর ও নারীর মধ্যে সমমৈথুন প্রচলিত হওয়া'।

সমকামিতা একটি ঘৃণ্য অপরাধ এবং কবীরা গুনাহ। এই পাপের কারণেই বর্তমান পৃথিবী এইডস-এর মত মরণ ব্যধিতে ভরে গেছে। এটাই আল্লাহ্‌র গযব। এ অপরাধের কারণে বিগত যুগে আল্লাহ তা'আলা কওমে লূতকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন *(আ'রাফ ৭/৮০-৮৪; হিজর ১৫/৭২-৭৬)*। এর শাস্তি হ'ল সমকামীদের উভয়কে হত্যা করা। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা যাকে লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মত পুরুষে পুরুষে অপকর্ম করতে দেখবে তাদের উভয়কে হত্যা কর।[৮] তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা কওমে লূতের ন্যায় অপকর্মকারীদের প্রতি লা'নত করেছেন, তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন'।[৯]

বর্তমানে পুরুষে পুরুষে, নারী-নারীতে ও নারী-পুরুষে উভয়েই সমকামিতায় লিপ্ত হচ্ছে। নারী-পুরুষ অবৈধ যৌন মিলনে সিফিলিস, প্রমেহ, গণরিয়া, এমনকি এইডস-এর মত মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যে সমস্ত বিবাহিতা নারীর দেহে অস্ত্রপচার করা হয়, তাদের শতকরা ৭৫ জনের মধ্যেই সিফিলিসের জীবাণু পাওয়া যায় *(Her self, Dr. Lowry, P-204)*।

সিফিলিস রোগে আক্রান্ত রোগী সুচিকিৎসা গ্রহণ না করলে মারাত্মক সব রোগের সৃষ্টি হয়। এইডস রোগের ভাইরাসের নাম এইচ. আই. ভি (HIV)। এ ভাইরাস রক্তের শ্বেত কণিকা ধ্বংস করে। এ রোগ ১৯৮১ সালে প্রথম ধরা পড়ে এবং ১৯৮৩ সালে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী এইচ. আই. ভি ভাইরাসকে এই রোগের কারণ হিসাবে দায়ী করেন' (কারেন্ট নিউজ (ডিসেম্বর সংখ্যা ২০০১), পৃঃ ১৯)।

আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে দ্বীন ইসলামের নির্ভুল বিধানের মাঝে বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন সত্যের সন্ধান ও আশ্রয়। বর্তমানে আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকাসহ অন্যান্য উন্নত দেশে মাত্র কয়েক বছর পূর্বে এমন রোগ দেখা দিয়েছে এবং তারপর তা বিভিন্ন দেশে দ্রুত প্রসার লাভ করে অল্প সময়ে হাযার হাযার মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর রোগটি Accrued Immune Deficiency Syndrome (AIDS) (একোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রম) আরবীতে বলা হয়, انهيار وسائل الدفاع الطبيعية في الجسم 'দেহে অর্জিত শরীর সুরক্ষিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বিলুপ্ত হওয়া'।

এটি এইচ.আই.ভি. (HIV) Human Immune Deficiency Virus দ্বারা সংক্রমিত হয়। এইডস-এর ফলে সকল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে ঐ ব্যক্তি যে কোন সময় যে কোন রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে। এখন পর্যন্ত এইডস এর কোন প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কৃত হয়নি। তাই এইডস হ'লে মৃত্যু অবধারিত। একুশ শতকে বিজ্ঞানীদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এইডস-এর প্রতিষেধক আবিষ্কার করা। ১৯৮১ সালের ৫ই জুন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম এইডস শনাক্ত করা হয়। এশিয়ার মধ্যে থাইল্যান্ডে ১৯৮৪ সালে, ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯৮৬ সালে এবং বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে এইডস শনাক্ত করা হয়। যেসব কারণে এইডস হ'তে পারে সেগুলো হচ্ছে- অবাধ যৌন মিলন, পতিতালয়ে গমন, কোন প্রাণীর সাথে যৌন মিলন, সমকামিতা ইত্যাদি।

বর্তমান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ আতঙ্ক সৃষ্টিকারী মরণ ব্যাধি এই এইডস, যার পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু। ১৯৮১ সালের দিকে বিজ্ঞানীরা এ রোগের খবর পেলেন। ডাঃ রবার্ট রেডিফিল্ড বলেন, AIDS is a sexully transmitted disease. অর্থাৎ এইডস হচ্ছে যৌন অনাচার থেকে সৃষ্ট রোগ।

রেডফিল্ড বলেন, 'আমাদের সমাজের (মার্কিন সমাজের) অধিকাংশ নারী-পুরুষের নৈতিক চরিত্র বলতে কিছুই নেই। কম বেশী আমরা সকলেই ইতর রতিঃপ্রবণ মানুষ হয়ে গেছি।

৭. *ইবনে মাজাহ হা/৪০১৯।*
৮. *তিরমিযী হা/১৪৫৬; আবুদাউদ হা/৪৪৬২; মিশকাত হা/৩৫৭৫।*
৯. *আহমাদ হা/২৯১৫; ছহীহাহ হা/৩৪৬২।*

এইডস হচ্ছে স্রষ্টার তরফ থেকে আমাদের উপর শাস্তি ও অন্যদের জন্য শিক্ষাও বটে'।

আমেরিকার প্রখ্যাত গবেষক চিকিৎসক ডনডেস সারলাইস বলেন' বিভিন্ন ধরনের পতিতা আর তাদের পুরুষ সঙ্গীরা এইডস রোগের জীবাণু তৈরী, লালন পালন করে ও ছড়ায়। ডাঃ জেমস চীন বলেছিলেন, দু'হাজার সালের আগেই শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ইতর রতিঃপ্রবণতা প্রাধান্য লাভ করবে। পেশাদার পতিতা ও সৌখিন পতিতাদের সংস্পর্শে যারা যায় এবং ড্রাগ গ্রহণ করে তারাই এইডস জীবানু সৃষ্টি করে এবং তা ছড়ায়। এক কথায় অবাধ যৌনাচার, পতিতাদের সংস্পর্শ, সমকামিতার কু-অভ্যাস ও ড্রাগ গ্রহণকেই এইডসের জন্য দায়ী করা হয়।

ডঃ নযরুল ইসলাম বলেন, এইডস সংক্রমণের প্রধান পন্থা যৌন মিলন। শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ আক্রান্ত ব্যক্তিই এ পদ্ধতিতে আক্রান্ত হয়েছে। সারা বিশ্বের সমাজ বিজ্ঞানীসহ বিশ্বে মানবাধিকারের প্রবর্তকরা ঐ সমস্ত ভয়াবহ যৌন সংক্রামক ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়া এবং তা দ্রুত ছড়াবার প্রধান কারণ হিসাবে সমকামিতা, বহুগামিতা এবং অবাধ যৌনচারকে চিহ্নিত করেছেন। যৌন সংক্রামক রোগগুলি যেমন এইডস, সিফিসিল, গনোরিয়া, শ্যাংক্রয়েড, লিম্ফোগ্র্যানুলোমা, ভেনেরিয়াম, ডানোভেনোসিস ও অন্যান্য। এর মধ্যে এইডস সবচেয়ে ভয়াবহ। এই রোগগুলিতে আক্রান্ত রোগীর সাথে মেলামেশা বা যৌন মিলনের মাধ্যমে সুস্থ লোক আক্রান্ত হয়। অত্যন্ত আতঙ্ক ও হতাশা সৃষ্টিকারী মরণ ব্যাধি এইডস আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে ১৯৭৯ ইং সালে সমকামী এক ব্যক্তির কাছে প্রকাশ পায়। তারপর এই ভয়াবহ রোগে যারা আক্রান্ত হ'তে থাকে তাদের অধিকাংশ লোকই সমকামী।

ডাঃ মুহাম্মাদ মনছুর আলী বলেন, বর্তমান কালের সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাধি এইচ.আই.ভি। এইডস এমনই এক সময়ে সমগ্র বিশ্বে চরম আতঙ্ক এবং নিরতিশয় হতাশা সৃষ্টি করেছে যখন চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নতির অত্যুঙ্গ শিখরে অবস্থান করছে। এই মরণ ব্যাধির উৎপত্তি এবং বিস্তারের কারণ হিসাবে দেখা গেছে চরম অশ্লীলতা, যৌন বিকৃতি ও কুরুচিপূর্ণ সমকাম ও বহুগামীতার মত পশু সুলভ যৌন আচরণের উপস্থিতি। শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ সমকামী এবং বহুগামী পুরুষ ও মহিলাদের মাধ্যমে এইডস সমগ্র বিশ্বে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং দিন দিন এইচ.আই.ভি/এইডস এ আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। সারা পৃথিবীতে বল্গাহীন ব্যাভিচারের ফলে এই রোগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ডাঃ হিরোশী নাকজিমা বলেন, জনসাধারণের মধ্যে এইডস বিস্তার লাভ করলে সমগ্র মানবজাতির বিলুপ্তি ঘটতে পারে *(The New Straits Jimes, (Kualalampur, Malaysia, 23 june 1988), P-9)*।

অথচ মহান আল্লাহ সতর্ক করে বলেন, فَأَصَابَهُمْ سَـيِّئَاتُ مَـا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُـمْ بِمُعْجِـزِينَ 'তাদের দুষ্কর্ম তাদেরকে বিপদে ফেলেছে, এদের মধ্যে যারা পাপী তাদেরকেও অতি সত্ত্বর তাদের দুষ্কর্ম বিপদে ফেলবে। তারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না *(যুমার ৩৯/৫১)*। قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ 'আপনি বলুন, তিনি (আল্লাহ) তোমাদের উপর থেকে অথবা নীচে থেকে তোমাদের ওপর আজাব পাঠিয়ে দিতে সক্ষম' *(সূরা আনআম, ৬/৬৫)*।

নিশ্চয়ই এই এইডস নামক শাস্তি যা বর্তমান বিশ্বকে ঘিরে রেখেছে তাতে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি ও বেদনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বেই হাযার বার হত্যা করে থাকে। জিম শ্যালী এইডস রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৮৭ সালে ৭ই মার্চ মারা যায়। মৃত্যুর পূর্বে সে বলেছে আমার শরীরে একটা ভাইরাস আছে, সেটা আমার সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খেয়ে ফেলছে। মাঝে মাঝে আমি জেগে উঠি, তখন আমি ওর অস্তিত্ব টের পাই, আমাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে।

এমনকি পুরো সমাজই সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত, অশান্তি ও অস্থিরতার মধ্যে অবস্থান করছে। আর এর জন্য আমরা মানব জাতিই প্রকৃত দায়ী। আমাদের কৃতকর্মের জন্যই আজ এই বিপর্যয়। এসম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُـوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُـونَ 'স্থলে ও পানিতে মানুষের কৃতকর্মের জন্য বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান যাতে তারা ফিরে আসে' (রূম ৩০/৪১)। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اذَا ظَهَرَ السُّوءُ فِى الارْضِ أَنْزَلَ اللهُ بَأْسَهُ بِأَهْـلِ الْـأَرضِ 'পৃথিবীতে যখন অশ্লীল কাজ বেশী বেশী প্রকাশ পায়, তখন আল্লাহ দুনিয়ার অধিবাসীর প্রতি দুঃখ দুর্দশা ও হতাশা নাযিল করেন'।

১৯৮৫ সনে অপর এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, ১৪,৭৩৯ জন এইডস রোগে আক্রান্ত রুগীর মধ্যে ১০৬৫৩ জন রুগীই পুরুষ সমকামী অর্থাৎ লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায় যে ব্যাভিচার করেছিল তথা পুরুষে-পুরুষে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিল। এসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلُوطًا إِذْ قَـالَ لِقَوْمِـهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُـمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُـسْرِفُونَ 'আমি লূতকে প্রেরণ করেছি, যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বের কেউ করেনি? তোমরা তো নারীদের ছেড়ে কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ *(আ'রাফ ৭/৮০-৮১)*। أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِـنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْـتُمْ قَوْمٌ عَـادُونَ 'সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি

Contents



পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর? আর তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে বর্জন কর। বরং তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় *(আশ-শু'আরা ২৬/১৬৫-১৬৬)*। তারা বর্বর সম্প্রদায়, সীমা অতিক্রমকারী, ফাসাদ সৃষ্টিকারী, পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারী সম্প্রদায়। এগুলোর যে কোন একটি বৈশিষ্ট্যই একটি সমাজ ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। বর্তমান আমেরিকার মত উচ্চ শিক্ষিত সুসভ্য এবং সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হয়ে সমকামীতার মত নিকৃষ্ট ঘৃণিত মানবতা বিরোধী অশ্লীলতাকে যদি আইন করে বৈধ করে তাহলে কি ভাবে সম্ভব অশ্লীলতাসহ মানব সভ্যতা ধ্বংসের সকল ধরণের কর্মকান্ডগুলো প্রতিরোধ প্রতিহত করে বিশ্ব সমাজে মানব সভ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা? কাম প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে আবদ্ধ হয়ে লজ্জা-শরম ও ভাল-মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্য বিসর্জন দিয়ে পার্লামেন্টে সমকামিতা বিল পাশ করে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রকাশ্যে বৈধ ঘোষণা করেছে। ব্যভিচার যখন পার্লামেন্টে বৈধ ঘোষণা করা হয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই তা সমাজে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। আর তখনই সেই সমাজ আল্লাহ্র গযবের উপযুক্ত হয়ে যায়। তারা এমন প্রকৃতির বিরুদ্ধে নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয় যা হারাম ও গোনাহ তো বটেই, সুস্থ স্বভাবের কাছে ঘৃণ্য হওয়ার কারণে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না। মানুষের পাশবিক ও লজ্জাকর অশোভন আচরণ যে কত দ্রুত সমাজ সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, আধুনিক শিক্ষিত পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে ভয়াবহ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে তা সমস্ত বিশ্ববাসী আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছে। নিকৃষ্টতার বিনিময় নিকৃষ্ট হয় এসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ 'যারা নিকৃষ্ট বস্তু অর্জন করেছে তার বদলাও সেই পরিমাণ নিকৃষ্ট এবং অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে। তাদেরকে আল্লাহ্র হাত থেকে বাঁচাতে পারবে এমন কেউ নেই *(সূরা ইউনুস ১০/২৭)*।

আজ এইডস, এবোলা আতংকে সমগ্র বিশ্ব প্রকম্পিত, সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। সারা বিশ্বের চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ এই ভয়াবহ মরণব্যধি ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে। এই মহামারী এইডস থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা সমূলে ব্যর্থ হয়েছে এবং তারা বলছে, এইডস রোগের কোন চিকিৎসা নেই।

বর্তমান দুনিয়ায় পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, এমন কি আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে যে অশান্তি বিরাজমান রয়েছে তার কারণ হলো পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মানব জীবনকে না পরিচালনা করার কুফল। তাই আজকের অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি এবং বিভিন্ন জটিল, দুরারোগ্য ও ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হ'ল মহান আল্লাহ্র প্রেরিত পবিত্র কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ ও যাবতীয় বিধি নিষেধ যথাযথভাবে পালন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মহান আদর্শ জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিগ্রহণ ও বাস্তবায়ন। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ 'আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবশ্যম্ভাবী দিবস আসার পূর্বে তোমরা তেমাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য কর। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তা নিরোধকারী কেউ থাকবে না' *(শূরা ৪২/৪৭)*।

বিশ্বের এই মহা দূর্যোগের সময় ইসলামের এই ধ্রুব সত্য ও হুশিয়ারী বাণী উপলব্ধি করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এইডস প্রতিরোধে ধর্মীয় অনুশাসনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে বাধ্য হয়েছে। তাই WHO এ মর্মে ঘোষণা করেছেঃ Nothing can be more helful in this preventive effort than religious teachings and the adoption of proper and decent behavior as advocated and urged by all divine religions. অর্থাৎ, 'এইডস প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় ধর্মীয় শিক্ষাদান এবং যথাযথ নির্মল আচরণ প্রবর্তনের চেয়ে আর কোন কিছুই অধিক সহায়ক হতে পারে না যার প্রতি সকল ঐশ্বরিক ধর্মে সমর্থন প্রদান ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে' *(The role of Religion and ethics in the prevention and control of AIDS. Page 3, Para 9, Published by WHO)* ।

মহান আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোনপ্রকার চ্যালেঞ্জ চলেনা। আমরা যতই কুট কৌশল করে হারামকে হালাল বানানোর পথকে সুগম করি না কেন, আল্লাহ হ'লেন সর্বোত্তম সুকৌশলী। কাম রিপুকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা জাগিয়ে অবাধ যৌনাচার থেকে বিরত রাখার মধ্যেই রয়েছে প্রতিবিধান। চরিত্রের উত্তম গুণাবলী দিয়ে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে কাম রিপুর প্রতিরোধ গড়ে তোলতে হবে। রিপুর তাবেদারী মানুষকে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি দিতে পারে না। প্রত্যেক মানুষকে সোচ্চার হতে হবে। সকলের মাঝে আল্লাহভীতি ও স্ব স্ব মূল্যবোধের ধারনা দিয়ে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে। নচেৎ আমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

সুতরাং কাম রিপু মানুষের জন্যে এক চরম শত্রু হয়ে দাড়ায়, যখন তার ব্যবহার অনিয়ন্ত্রিত হয়। পারিপার্শ্বিক ও বহিঃজগতের যেকোন শত্রুর কাছে হার মানতে বাধ্য। জাগতিক জীবনে যারা এ কাম শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তারাই প্রকৃত প্রস্তাবে যৌনজীবনে লাভ করেছে সুখ, সমৃদ্ধি ও আদর্শ সংসার জীবন। কাম রিপু প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে থাকতে হবে কিন্তু তা হবে নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রিত রিপু ঔষুধের মত কাজ করে এবং তা যথাস্থানে প্রয়োগ করে থাকে। আর অনিয়ন্ত্রিত রিপু নিশা জাতীয় দ্রব্যের মত মাতাল করে এবং তা অপচয় করে ও অপাত্রে প্রয়োগের ফলে ক্রিয়া না করে প্রতিক্রিয়াতে পরিণত হয়। সুতরাং হে মানব সমাজ! রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করো, সুখী-সমৃদ্ধি জীবন গড়ো।

***[ লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী]***

# ফিরে দেখা রামাযান ও নফল ছিয়াম প্রসঙ্গ

-মুজাহিদুল ইসলাম

বারটি মাসের মধ্যে এই রামাযান মাসটি মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশেষ নে'মত। রামাযান মাস মুমিন জীবনে একটি আদর্শ মাস। রামাযানের শিক্ষার দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে পুরো মুমিন জীবনে। মুমিন তার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে নব জীবন লাভ করে এবং বাকি এগোরোটি মাসের জন্য তাক্বওয়ার সবক গ্রহণ করে। তাই মুমিন পরকালীন মুক্তির উদগ্র বাসনা নিয়ে ফরয ছিয়াম পালন করে। নিম্নে এই মাসের প্রশিক্ষণকে পরবর্তী মাসসমূহে কীভাবে অক্ষুণ্ন রাখা যায়, যে সে ব্যাপারে সবিস্তারে আলোকপাত করা হলো।

**ক. ফিরে দেখা রামাযান :**

**(১) মিথ্যা পরিহার করা :** মিথ্যা কথা, মিথ্যা সাক্ষী ও অশালীন কথা-বার্তা পরিত্যাগ করা রামাযানের অন্যতম শিক্ষা।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ- 'যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই'।[১]

মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষী অন্যতম কাবীরা গুনাহ। কথায় বলে 'মিথ্যা বলা মহাপাপ'। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ- 'যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিথ্যা তার উপরেই চাপবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছে, তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর পড়বেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(মুমিন ৪০/২৮)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ- 'আমরা তাদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা নিয়েছি। অতএব আল্লাহ (প্রকাশ্যভাবে) জেনে নিবেন কারা (তাদের ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী এবং অবশ্যই জেনে নিবেন কারা (তাতে) মিথ্যাবাদী' *(আনকাবূত ২৯/৩)*।

আল্লাহ আরও বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ- 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(তওবা ৯/১১৯)*।

হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا،وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا- আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে আর নেকী জান্নাতে পৌঁছায়। আর মানুষ সত্যের উপর কায়েম থেকে অবশেষে (মহাসত্যবাদী) ছিদ্দীক-এর দরজা লাভ করে। আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহ্‌র কাছে মহামিথ্যাচার প্রতিপন্ন হয়ে যায়'।[২]

অনুরূপভাবে মিথ্যা সাক্ষীও কবীরা গুনাহ্‌র অর্ন্তভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا- 'যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন আসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়। তখন ভদ্রভাবে সে স্থান অতিক্রম করে' *(ফুরক্বান ২৫/৭২)*। হাদীছে এসেছে, أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْكَبَائِرَ، أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. فَقَالَ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ. قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ ظَنِّى أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ- আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) কাবীরা গুনাহ্‌র কথা উল্লেখ করলেন অথবা তাঁকে কাবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা, মানুষ হত্যা করা ও মা-বাপের নাফরমানী করা। তারপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের কাবীরা গুনাহ্‌র অন্যতম গুনাহ হ'তে সতর্ক করবো না? পরে বললেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। শু'বাহ (রহঃ) বলেন, আমার বেশী ধারণা হয় যে, তিনি বলেছিন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া'।[৩]

অশালীন কথা-বার্তাও কাবীরা গুনাহর অর্ন্তগত। রাসূল (ছাঃ) ফুসকে-ফুজুরীর ব্যাপারে সাবধান করেছেন। গালি-গালাজ,

১. *বুখারী হা/১৯০৩।*

২. *বুখারী হা/৬০৯৪; মিশকাত হা/৪৮২৪।*

৩. *বুখারী হা/৫৯৭৭।*

ফাহেশী কথা-বার্তা কোন মুসলমানের চারিত্রিক ভূষণ হ'তে পারে না। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلاَ لَعَّانًا وَلاَ سَبَّابًا، كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ ، تَرِبَ جَبِينُهُ– আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) অশালীন, লা'নতকারী ও গালিদাতা ছিলেন না। তিনি কাউকে তিরস্কার করার সময় শুধু এটুকু বলতেন, তার কী হলো? তার কপাল ধুলিমলিন হোক'।[৪]

গীবত- তোহমত মুসলিম জীবনের এক ভয়ানক কীট, যা মুসলমানের আমল-আখলাক সবকিছুকে নিঃশেষ করে দিতে পারে। অতএব এই জাতীয় কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। অন্যের দোষ চর্চা করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ– 'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না; এবং একে অপরের গীবত করো না তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী অসীম দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

তিনি আরও বলেন, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ–الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ–يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ– كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ– 'দুর্ভোগ প্রত্যেক সম্মুখে ও পিছনে নিন্দাকারীর জন্য। যারা সম্পদ জমা করে ও তা গণনা করে। সে ধারণা করে যে, তার মাল তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে কখনোই না। সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুত্বামাহ্র মধ্যে' *(হুমাযাহ ১০৪/১-৪)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, أَنَّهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْغِيبَةُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِى أَخِى مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ– একদা রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলো, গীবত কী? তিনি বললেন, তোমরা ভাইয়ের ব্যাপারে তোমার এমন কিছু বলা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হয়। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বর্তমান থাকে? তিনি বললেন, তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহ'লেই তুমি তার গীবত করলে। আর তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে না থাকে তবে তুমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে'।[৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, إِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَالَ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ هِىَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ. وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا– মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেছেন, আমি কি তোমাদের হুশিয়ার করবনা, চোগলখোরী কী? তা হচ্ছে কুৎসা রটনা করা, যা মানুষের মধ্যে বৈরিতার সৃষ্টি করে। মুহাম্মাদ (ছাঃ) আরোও বলেছেন, নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি সত্য কথা বলায় সত্যবাদী লিপিবদ্ধ হয়; আবার কেউ মিথ্যা কথা বলায় মিথ্যাবাদী লিপিবদ্ধ হয়'।[৬]

যেখানে সৃষ্টিকর্তা সত্যবাদী, বিশ্বজাহানের নেতা মুহাম্মাদ (ছাঃ) সত্যবাদী (আল-ছাদিক), সেখানে সেই সৃষ্টিকর্তার বান্দা হিসাবে এই সেই নেতার উম্মত হিসাবে কোন মুসলমানের জন্য একজন মিথ্যাবাদী, মিথ্যুক সাক্ষীদাতা ও অশালীনভাষী হওয়া খুবই অসমীচীন। বরং সে হবে সকলের নির্ভরতার প্রতীক।

**(২) কুরআন তেলাওয়াত করা :**

রামাযান মাসে যত নফল ইবাদত রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল কুরআন তেলাওয়াত। কুরআন তেলাওয়াতের ফলে একজন আবেদ আল্লাহ্র রহমত ও প্রশান্তি অর্জন করে এবং সাথে সাথে শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচতে সক্ষম হয়। এই প্রশিক্ষণ আমাদেরকে অন্যান্য মাসেও জারী রাখতে হবে।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেছেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ. 'কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লেখক ফেরশতাদের সাথে থাকবেন। আর যে কুরআন পড়ে কিন্তু আটকায় এবং কুরআন পড়া খুবই কষ্টদায়ক হয় তার জন্য দুগুণ নেকী রয়েছে'।[৭]

এখানে দু'টি দিক আলোকপাত করা হয়েছে। যারা সুন্দর করে কুরআন তেলাওয়াত করতে সক্ষম তাদের জন্য মহা সুখবর রয়েছে। কিন্তু যারা কষ্ট করে কুরআন পড়ে মহান আল্লাহ তাদেরকেও মহান প্রতিদান ভূষিত করেছেন।

---

*৪. বুখারী হা/৬০৪৬ ; মিশকাত হা/৫৮১১।*

*৫. আবুদাঊদ হা/৪৮৭৪।*

*৬. মুসলিম হা/১০২; ছহীহুল জামে' হা/২৬৩০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৪৬; ।*

*৭. বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/২১১২।*

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا– 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআনের বাহককে বলা হবে, পাঠ করতে থাক এবং উপরে আরোহন করতে থাক এবং দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে সুস্থে পাঠ করতে ঠিক সেরূপে ধীরে সুস্থে পাঠ করতে থাক। যে আয়াতে তোমার পাঠ সমাপ্ত হবে সেখানেই তোমার স্থান'।[৮]

হযরত উছমান (রাঃ) হ'তে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ– 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়'।[৯]

ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, আমরা মসজিদের পিছনে বের হয়ে একটি স্থানে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় রাসূল (ছাঃ) বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, তোমাদের কে চায় যে, প্রত্যহ সকালে বুতহান অথবা আকীক নামক বাজারে যাবে আর বড় কুঁজের অধিকারী দু'টি উটনী নিয়ে আসবে, কোন অপরাধ না করে ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা প্রত্যেকে এমন সুযোগ গ্রহণ করতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তবে কেন তোমাদের কোন ব্যক্তি মসজিদে গিয়ে দু'টি আয়াত শিক্ষা দেয় না বা গ্রহণ করে না, অথচ এ কাজ তার জন্য উটনী অপেক্ষা উত্তম। তিন আয়াতে তিনটি, চার আয়াতে চারটি অপেক্ষা উত্তমভাবে যত পড়বে'।[১০] হাদীছে এসেছে,

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ. 'যে ব্যক্তি কুরআনের কোন একটি অক্ষর পাঠ করবে তার জন্য একটি নেকী লেখা হবে। আর একটি নেকী দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে। আমি বলছি না 'আলিফ-লাম-মীম, একটি অক্ষর'।[১১]

'আবু উমামা (রাঃ) বলেন, اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ– 'আমি রাসূল (ছাঃ) বলতে শুনেছি, তোমরা কুরআন তেলাওয়াত করো। কেননা কুরআন ক্বিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে'।[১২]

*৮. আবুদাউদ হা/১৪৬৬।*
*৯. বুখারী হা/৫০২৭।*
*১০. মিশকাত হা/২১১০।*
*১১. তিরমিযী হা/৩১৫৮;মিশকাত হা/২১৩৭।*
*১২. মুসলিম, মিশকাত হা/২১২০।*

**(৩) ক্বিয়ামুল লাইল :**

ক্বিয়ামুল লাইল রামাযানের অন্যতম একটি শিক্ষা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ – 'হে মানুষ! তোমরা সালামের প্রচলন কর, খাদ্যদান কর, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কর, এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা ছালাত পড়। এতে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে'।[১৩]

হাদীছে এসেছে,

আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا. فَقَامَ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِىَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلاَمَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. 'জান্নাতের মধ্যে একটি কক্ষ আছে, যার বাইরের অংশ ভিতর থেকে এবং ভিতরের অংশ বাহির থেকে দেখা যাবে। একজন বেদুঈন দাঁড়িয়ে বললেন, সে কক্ষ কার জন্য হবে হে রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি উত্তম কথা বলে, খাদ্যদান করে, নিয়মিত ছিয়াম পালন করে এবং রাত জেগে ছালাত আদায় করে যখন মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে'।[১৪]

আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ. 'তোমরা অবশ্যই রাতের ইবাদত করবে। কেননা উহা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎ-কর্মপরায়ণগণের অভ্যাস, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য অর্জনের উপায়, গুনাহসমূহের কাফফারা এবং পাপ কর্মের প্রতিবন্ধক'।[১৫]

**(৪) দান-ছাদাক্বা করা :**

দান ছাদাক্বা ও রামাযানিক শিক্ষার একটি। আল্লাহ্‌র পথে আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক্ব থেকে ব্যয় করার মাধ্যমে বিশেষ রহমত পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ– 'যারা গায়েবে বিশ্বাস করে ও ছালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রূযী দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে' *(বাক্বারাহ ২/৩)*।

'আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ

*১৩. ইবনু মাজাহ হা/৩২৭৪; মিশকাত হা/১৯০৭।*
*১৪. তিরমিযী হা/২১১২; মিশকাত হা/১২৩২।*
*১৫. তিরমিযী হা/৩৫৪৯।*

مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ- 'যে ব্যক্তি গোপনে ছাদাক্বা করল এমনভাবে যে তার ডান হাত যা ব্যয় করেছে বাম হাত তা জানতে পারেনি'। এবং আল্লাহর বাণী : 'তোমরা যদি প্রকাশ্যে সাদকা কর তবে তা ভালো আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্থকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরো ভালো এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপমোচন করবেন, তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্যক অবহিত' *(বাক্বারাহ ২/২৭১)*।[১৬]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ- (ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহ্র ছায়ায় স্থান পাবে তন্মধ্যে) 'যে ব্যক্তি গোপনে ছাদাক্বা করল এমনভাবে যে তার ডান হাত যা ব্যয় করেছে বাম হাত তা জানতে পারেনি'।[১৭]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. 'মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে তার কাজ (কাজের সকল ক্ষমতা) ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি কাজের ছওয়াব বাতিল হয় না। ছাদাকায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে।[১৮]

দান-ছাদাক্বা করলে কখনো সম্পদ কমে যায় না। বরং সেটা পরকালের জন্য সঞ্চিত থাকে। এমনকি দুনিয়াতেও সম্পদে আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করেন। ক্ষমার বিনিময় আল্লাহ তা'আলা বান্দার সম্মান বৃদ্ধি কর দেন।

তাড়াতাড়ি দান করা ভাল। কারণ মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যে সময় মানুষ দান নিয়ে ফিরবে। কিন্তু দান করার মত কাউকে পাবে না।

**(৫) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা :**

জামা'আতবদ্ধ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত রামাযানের অন্যতম শিক্ষা। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَلاَةُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ- 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল সঠিক হবে। আর ছালাতের হিসাব বেঠিক হ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে'।[১৯]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى فِىْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ- 'যে ব্যক্তি দিবারাত্রিতে ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। যোহরের পূর্বে চার, পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পরে দুই ও ফজরের পূর্বে দুই'।[২০]

**খ. নফল ছিয়ামসমূহ :**

নফল ছিয়ামসমূহ মুমিন জীবনের বড় সম্বল যা তাকে বেহেশতের কুঞ্জ-কাননে পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম। রামাযানের ফরয ছিয়ামের আদায়ের পরও নফল ছিয়াম আদায়ে মাধ্যমে মুমিন নিয়মিত তাক্বওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা অব্যাহত করা রাখতে পারে। যেমন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا- 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে আল্লাহ জাহান্নামকে তার নিকট হ'তে সত্তর বছরের পথ দূর করে দিবে'।[২১]

সর্বোত্তম নফল ছিয়াম হল এক দিন পর পর নফল ছিয়াম রাখা। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِى دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى- 'আমার ভাই দাউদ (আঃ)-এর ছিয়াম হলো সবচেয়ে উত্তম ছিয়াম। তিনি একদিন ছিয়াম পালন করতেন এবং একদিন পালন করতেন না। আর যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মুখোমুখী হলে তিনি পালাতেন না'।[২২]

এছাড়া বৃহস্পতি ও সোমবার ছিয়াম রাখার ব্যাপারেও তাক্বীদ এসেছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ- প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহ তা'আলার দরবারে) আমল পেশ করা হয়। সুতরাং আমার আমলসমূহ যেন ছিয়াম পালনরত অবস্থায় পেশ করা হোক এটাই আমার পসন্দনীয়'।[২৩]

রাসূল (ছাঃ) সোমবারের ছিয়াম সম্পর্কে বলেন, ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيهِ- 'সোমবারের ছিয়াম

---

১৬. *বুখারী হা/১৩।*
১৭. *বুখারী হা/১৪২৩; মিশকাত হা/৭০১।*
১৮. *তিরমিযী হা/১৩৭৬।*
১৯. *তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৩০ ।*
২০. *মুসলিম, মিশকাত হা/১১৫৯।*
২১. *বুখারী হা/২৮৪০।*
২২. *তিরমিযী হা/৭৭০।*
২৩. *তিরমিযী হা/৭৪৭; মিশকাত হা/২০৫৬।*

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ দিন আমি জন্মলাভ করেছি এবং এ দিনই আমি নবুঅতপ্রাপ্ত হয়েছি বা আমার উপর (কুরআন) নাযিল করা হয়েছে'।[২৪]

এছাড়া প্রতিমাসে আইয়ামে বীযের তিনটি ছিয়ামও অনেক ফযীলতপূর্ণ। আবু যার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِى كِتَابِهِ (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) الْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ. প্রতি মাসে যে লোক তিন দিন ছিয়াম পালন করে তা যেন সারা বছরই ছিয়াম পালনের সমান। আল্লাহ তা'আলা এর সমর্থনে তার কিতাবে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, 'কোন লোক যদি একটি ছওয়াবের কাজ করে তাহলে তার প্রতিদান হচ্ছে এর দশ গুণ' *(আন'আম ১৬০)*। সুতরাং একদিন দশ দিনের সমান'।[২৫]

ইবনু মিলহান আল-ক্বায়সী (রাঃ) হ'তে তার পিতা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ.قَالَ وَقَالَ هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ 'রাসূল (ছাঃ) আইয়ামে বীয অর্থাৎ চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ ছিয়াম পালনে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, এগুলো সারা বছর ছিয়াম রাখার সমতুল্য'।[২৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَدَعُ صَوْمَ أَيَّامِ الْبِيْضِ فِي سَفَرٍ وَلاَ حَضَرٍ– রাসূল (ছাঃ) সফরে অথবা বাড়িতে আইয়্যামে বীযের ছিয়াম কখনো ছাড়েননি'।[২৭]

এছাড়া আরও বেশকিছু নফল ছিয়াম রয়েছে। যেমন-

**(১) শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম :**

আবু আইয়ূব আল-আনছারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ– 'রামাযানের ছিয়াম পালন করে অতঃপর শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করা সারা বছর ছিয়াম পালন করার মত'।[২৮]

ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، الشَّهْرُ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الشَّهْرِ تَمَامُ السَّنَةِ– 'মহান আল্লাহ একটি ভাল কাজের ছওয়াবকে দশ গুণ করেছেন। অতএব একটি মাস দশ মাসের সমান। আর একমাস ছিয়ামের পর ছয়টি ছিয়াম পূণ এক বছরের সমান'।[২৯]

ছাওবান (রাঃ) আরও বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ السِّتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ– 'রামাযানের ছিয়াম দশ মাসের সমান এবং ছয়টি ছিয়াম দুই মাস সমতুল্য। অতএব পুরো বছরের ছিয়াম'।[৩০]

**(২) আরাফা ও আশুরার ছিয়াম :**

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-কে আরাফার ছিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেন, يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ. قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ– 'পূর্ববর্তী এক বছর ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা। আর আশুরার ছিয়াম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে'।[৩১]

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنَتَيْنِ مُتَتَابِعَتَيْنِ 'যে ব্যক্তি আরাফার ছিয়াম রাখে তার দুই বছরের গুনাহ ক্ষমা করা হয়'।[৩২]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ، إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ . يَعْنِى شَهْرَ رَمَضَانَ- 'আমি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-কে 'আশূরার দিনের ছিয়ামের উপরে অন্য কোন দিনের ছিয়ামকে প্রাধান্য প্রদান করতে দেখিনি এবং এ মাস অর্থাৎ রামাযান মাস (এর উপর অন্য মাসের গুরুত্ব প্রদান করতেও দেখিনি)'।[৩৩]

সালমা ইবনু আকওয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, أَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِى النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ– 'নবী কারীম (ছাঃ)

---

*২৪. মুসলিম হা/২৮০৪।*
*২৫. তিরমিযী হা/৭৬২।*
*২৬. আবুদাঊদ হা/২৪৪৯।*
*২৭. ছহীহুল জামে' হা/৪৮৪৮।*
*২৮. মুসলিম হা/১১৬৪; তিরমিযী হা/৭৫৯; মিশকাত হা/২০৪৭।*
*২৯. ছহীহুল জামে' হা/৩০৯৪।*
*৩০. ছহীহুল জামে' হা/৩৮৫১।*
*৩১. মুসলিম হা/১১৬২।*
*৩২. আত-তারগীব ওয়াত- তারহীব হা/১০১২।*
*৩৩. বুখারী হা/২০০৬; মিশকাত হা/২০৪০।*

আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে লোকজনের মধ্যে এ মর্মে ঘোষণা দিতে আদেশ করলেন, যে ব্যক্তি খেয়েছে, সে যেন দিনের বাকি অংশে ছিয়াম পালন করে, আর যে খায়নি, সেও যেন ছিয়াম পালন করে। কেননা আজকের দিন 'আশূরার দিন'।[৩৪]

**(৩) মুহাররমের মাসের ছিয়াম :**

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ– 'রাসূল (ছাঃ) বলেন, রামাযান মাসের ছিয়ামের পর সর্বোৎকৃষ্ট ছিয়াম হলো আল্লাহ তা'আলার মাস মুহাররমের ছিয়াম। ফরয ছালাতের পর সর্বোৎকৃষ্ট ছালাত হলো রাতের (তাহাজ্জুদের) ছালাত'।[৩৫]

**(৪) শা'বান মাসের ছিয়াম :**

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلاَةٌ مِنَ اللَّيْلِ. لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ شَهْرِ. قَالَ رَمَضَانَ– 'রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট সকল মাসের মধ্যে শা'বান মাসে অধিক ছিয়াম রাখা অধিক পসন্দনীয় ছিল। তিনি এ মাসে ছিয়াম অব্যাহত রেখে তা রামাযানের সাথে যুক্ত করতেন'।[৩৬]

উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, يَا رَسُولَ اللهِ! لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْراً مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَب وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ– 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে তো শা'বান মাসে যে পরিমাণ ছিয়াম পালন করতে দেখি বছরের অন্য কোন মাসে সে পরিমাণ ছিয়াম পালন করতে দেখি না। তিনি বললেন শা'বান মাস রজব এবং রামাযানের মধ্যবর্তী এমন একটি মাস যে মাসের (গুরুত্ব সম্পর্কে) মানুষ খবর রাখে না অথচ এ মাসে আমলনামা সমূহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকটে উত্তোলন করা হয়। তাই আমি পসন্দ করি যে, আমার আমলনামা আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তোলন করা হবে আমার ছিয়াম পালনরত অবস্থায়'।[৩৭]

উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ 'আমি শা'বান ও রামাযান ছাড়া রাসূল (ছাঃ)-কে একটানা দু'মাসের ছিয়াম পালন করতে দেখিনি'।[৩৮]

**(৫) শীতকালীন ছিয়াম :**

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (ছাঃ) বলেন, الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِى الشِّتَاءِ 'শীতকালের ছিয়াম হচ্ছে বিনা পরিশ্রমে যুদ্ধলব্ধ মালের অনুরূপ'।[৩৯]

**অর্ধ-দিনের ছিয়াম :**

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন নবী করীম (ছাঃ) আমার কাছে এসে বললেন, دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ:هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ،أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ: أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ– 'তোমাদের কাছে কিছু আছে কি? আমরা বললাম না। তিনি বললেন, তাহ'লে আমি ছিয়াম পালন করলাম। আর একদিন তিনি আমাদের কাছে আসলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদেরকে 'হায়স' (ঘি বা পনির মিশ্রিত খেজুর) হাদিয়া দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আমাকে তা দেখাও; অবশ্য আমি সকালে ছিয়ামের নিয়ত করেছি। অতঃপর তিনি তা খেলেন'।[৪০]

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا :

উম্মে হানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলতেন, الصَّائِمُ الْمُتَطوِّع أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ– 'নফল ছিয়াম পালনকারী নিজের আমানতদার। সে ব্যক্তি চাইলে ছিয়াম পূর্ণও করতে পারে আবার ভাঙ্গতেও পারে'।[৪১]

অতএব আসুন! আমরা রামাযানের শিক্ষা অবলম্বনে সারাবছর তাক্বওয়ার চর্চা অব্যাহত রাখি এবং ফরয ছিয়ামের সাথে সাথে নফল ছিয়ামেও অভ্যস্থ হই। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আমীন!

*[লেখক : সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী মহানগরী পূর্ব সাংগঠনিক যেলা]*

---

*৩৪. বুখারী হা/২০০৭; ছহীহুল জামে' হা/৮৫০।*
*৩৫. মুসলিম হা/১১৬৩ ; তিরমিযী হা/৪৩৮।*
*৩৬. আবুদাউদ হা/২৪৩১।*
*৩৭. নাসাঈ হা/২৩৫৭; সিলসিলাতুছ ছহীহাহ হা/১৮৯৮।*
*৩৮. তিরমিযী হা/৭৩৬; মিশকাত হা/১৯৭৬।*
*৩৯. তিরমিযী হা/৭৯৭; মিশকাত হা/২০৬৫।*
*৪০. মুসলিম হা/১১৫৪; আবুদাউদ হা/২৪৫৫।*
*৪১. মুসতাদরাকে হাকেম হা/১৫৯৯; তিরমিযী হা/ ৭৩২।*

# একজন নারীবাদী লেখকের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী

-শরীফুর রহমান

থেরেসা করবিন ছিলেন একজন লেখিকা। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিন্সে বসবাস করেন। তিনি ইসলামউইচ ডটকমের প্রতিষ্ঠাতা এবং অন-ইসলাম ডটকম ও অ্যাকিলা স্টাইল ডটকমের সহযোগী। থেরেসা করবিন ছিলেন ক্যাথলিক। ২১ বছর বয়সের থেরেসা পরিবারের সাথে লুইসিয়ানার বাটন রুজে বাস করতেন। ইসলাম ধর্ম নিয়ে চার বছর গবেষণা করে ৯/১১-এর দুই মাস পর, ২০০১ সালের নভেম্বরে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সময়টা ছিল খুব কঠিন। কিভাবে তিনি ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করলেন সে প্রশ্নের জবাবে থেরেসা করবিন বলেন, ১৫ বছর বয়স থেকে ইসলামের প্রতি আমার প্রবল আগ্রহ জন্মে। আমার ক্যাথলিক ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে আমার মনে অনেক প্রশ্ন ছিল। আমার শিক্ষক ও যাজকদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তাদের কাছ থেকে উত্তর আসে, তোমার এই সুন্দর ছোট্ট মাথায় এ সম্পর্কে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। এই উত্তর আমাকে কখনই সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

আমেরিকার নারী পুরুষেরা সচরাচর যেমনটি করে থাকে আমি তার বিপরীতটি করেছি। আমি এ সম্পর্কে চিন্তিত ছিলাম। বহু বছর ধরে আমার মনে ধর্মের প্রকৃতি, মানুষ এবং মহাবিশ্ব নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন জন্মাতে থাকে।

এ সবকিছু নিয়ে গবেষণার পর আমি সত্যকে খুঁজে পাই। ধর্মীয় অলঙ্করণ, ইতিহাস ও বিভিন্ন মতবাদ ইত্যাদির চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলাম নামের এই অসাধারণ জিনিসটি খুঁজে পাই।

আমি এটা শিখেছি যে, ইসলাম একটি সংস্কৃতি কিংবা ধর্মীয় প্রার্থনার প্রথা নয়। এটি শুধুমাত্র বিশ্বের একটি অংশেরও প্রতিনিধিত্ব করে না। আমি বুঝতে পেরেছি যে ইসলামই হচ্ছে একটি বিশ্বধর্ম যা মানুষকে সহনশীলতা, ন্যায়বিচার ও সম্মান করতে শেখায় এবং ধৈর্যধারণ, বিনয় এবং ভারসাম্যকে উৎসাহিত করে।

আমি আমার বিশ্বাস নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছি। আমি এটি দেখে বিস্মিত হয়েছি আমার পাশে অনেক লোক আমার সঙ্গে অনুরণিত হচ্ছে। আমি এটি খুঁজে পেয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম যা ইসলাম তার অনুসারীদের শেখায় ।

ইসলাম মূসা থেকে যিশু, যিশু থেকে মুহাম্মদ (ছাঃ) সমস্ত নবীকে সম্মান করতে শিক্ষা দেয়। এরা সবাই মানবজাতিকে এক আল্লাহর উপাসনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন। তারা একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের সঙ্গে আচরণ করতেন।

ইসলামের দিকে আমাকে আকৃষ্ট করেছে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উৎসাহব্যঞ্জক একটি উদ্ধৃতি- জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয বা বাধ্যতামূলক, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী।

আমি বিস্ময়ে আভিভূত হই যে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের উৎপত্তি হয়েছে মুসলিম চিন্তাবিদদের হাতে। যেমন আল-খাওয়ারিজমির বীজগণিত আবিষ্কার, লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির বহু আগেই ইবনে ফারনাসের ফ্লাইট বলবিজ্ঞানের উন্নতি সাধন ও আবুল কাসিম আয-যাহরি, যাকে বলা হয় আধুনিক সার্জারি জনক।

২০০১ সালে আমাকে কিছুদিনের জন্য আমার পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে হয়েছিল। আমি ভয়ে ছিলাম মানুষ খারাপ কিছু মনে করে কিনা। এটি ছিল আমার জন্য দুর্বিষহ। ৯/১১-এর অপহরণকারীদের কর্ম আমাকে রীতিমত আতঙ্কিত করে তোলে।

কিন্তু তার পর মুহূর্ত থেকে আমি আমার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছি মুসলমান এবং তাদের ধর্মকে রক্ষার জন্য। কিছু মুসলমানের খারাপ পদক্ষেপের কারণে ১.৬ বিলিয়ন মানুষের একটি গ্রুপ তৈরি হয়েছে যারা সবাই অত্যন্ত আগ্রহী ইসলামকে সমূলে উৎখাত করতে। আমি সেই লোকদের হাত থেকে ইসলামকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করেছি।

অন্যদের মতামতের কারণে আমি লক্ষ্যপানে ছুটতে পারছিলাম না। ইসলামকে রক্ষার জন্য আমি আমার সমস্ত ভয়কে জয় করেছি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমার ভাই ও বোনদের সেই বিশ্বাসে নিয়ে যেতে যেটি আমি বিশ্বাস করি।

আমার পরিবার বুঝতে পারেনি কিন্তু আমার ধর্ম নিয়ে গবেষণা করাটা তাদের কাছে মোটেও আশ্চর্যজনক ছিল না। তারা আমার নিরাপত্তার নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। সৌভাগ্য যে, আমার বন্ধুদের অধিকাংশই ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী ছিল, এমনকি এ সম্পর্কে আরও বেশী জানতে চাইত।

বর্তমান দিনগুলোতে হিজাব পরিধান করে আমি অত্যন্ত গর্বিত। আপনি এটিকে স্কার্ফ বলতে পারেন। আমার স্কার্ফ আমার হাত বেঁধে রাখে না এবং এটি জুলুম, নির্যাতনের কোনো হাতিয়ারও নয়। এটি আমার চিন্তাধারায় প্রবেশ করতে কোনো বাধা প্রদান করে না।

ইসলামকে নিয়ে গবেষণা করায় আমার সব সাংস্কৃতিক ভ্রান্ত ধারণা তাৎক্ষণিকভাবে দূরীভূত হয়নি। আমাকে প্রাচ্যের নারীর কল্পচিত্র আঁকতে হয়েছে। আমার ধারণা ছিল প্রাচ্যের পুরুষেরা নারীকে অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করে থাকে এবং পুরুষ কর্তৃক তাদের বাধ্য করা হয় তাদের শরীরকে ঢেকে রাখার জন্য।

কিন্তু যখন আমি একজন মুসলিম নারীকে জিজ্ঞেস করি, কেন আপনি হিজাব পরেন?, জবাব আসে আল্লাহকে খুশী করার জন্য। হিজাব পরিধানের মাধ্যমে একজন নারী হিসেবে আমাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে এবং দুষ্টমতি পুরুষের হয়রানির শিকার হওয়া থেকে এটি আমাদের নিরাপদ রাখে। পুরুষের খারাপ দৃষ্টি থেকে আমার নিজেকে রক্ষা করার জন্য এটি খুবই কার্যকর। তার উত্তর ছিল সুস্পষ্ট এবং অনুভূতিকে নাড়িয়ে দেয়ার মতো।

আশ্চর্যজনকভাবে ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা আমার দীর্ঘদিনের নারীবাদী আদর্শের সাথে মিলে গেছে।

তিনি শালীন পোশাককে বিশ্বের প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, একজন নারীর শরীর শুধুমাত্র উপভোগের জন্য অথবা সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখার জন্য নয়।

শালীন পোশাক কেমন করে বিশ্বের প্রতীক? প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন, হ্যাঁ, আপনার বিশ্বাসে নারীদেরকে কি এখনও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো আচরণ করা হয় না?

ধৈর্যশীল এই মুসলিম ভদ্র মহিলা ব্যাখ্যা করেন যে, একটা সময় ছিল যখন পশ্চিমা বিশ্বে নারীদেরকে বিবেচনা করা হতো পুরুষের ভোগদখলের সম্পত্তি হিসাবে। কিন্তু ইসলাম শিক্ষা দেয়, আলাহর চোখে নারী-পুরুষ সবাই সমান।

ইসলামে বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর সম্মতিকে মর্যাদা দেয় এবং নারীদেরকে উত্তরাধিকারী হওয়ার, নিজস্ব সম্পত্তি অর্জন, ব্যবসা পরিচালনা করা এবং সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে। তিনি বলেন, আজ থেকে বহু বছর পূর্বে ইসলাম নারীদের যে অধিকার প্রদান করেছে সেটি পশ্চিমারা কখনও কল্পনাও করতে পারেনি।

বিবাহিত জীবনে আমাকে পারিবারিকভাবেই বিয়ে করতে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এটা ভাবার কোনো সুযোগ নেই যে আমাকে বাবা-মায়ের প্রথম পসন্দের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়েছিল। আলাদিনের জেসমিনের মতো আমাকে বিয়েতে বাধ্য করা হয়নি। আমার বাবা আমার পসন্দকে না করেননি, এমনকি একটি কথাও বলেননি।

আমি যখন ধর্মান্তরিত হই তখন সময়টি মুসলিম হওয়ার জন্য মোটেও ভালো সময় ছিল না। আমি সারাক্ষণ বিচ্ছিন্নতাবোধ অনুভব করতাম। নিজের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও প্রত্যাখ্যাত হওয়া আমাকে বাধ্য করে আমার সংসার জীবন শুরু করতে। এমনকি ধর্মান্তরিত হবার আগেও আমি সবসময় একজন ভালো মানুষের সাথে সম্পর্ক করতে চেয়েছি। কিন্তু আমি এমন কোনো পুরুষকে খুঁজে পাইনি যারা আমার আর্দশের কাছাকাছি।

আমি জানতাম, মুসলমান হওয়াটা আমাকে সত্যিকার ভালোবাসা এবং ভাল জীবন সঙ্গী খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। আমি সিদ্ধান্ত নেই, একজন ভালো মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে চাইলে এটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। আমি পারিবারিকভাবেই বিয়ে করতে চেয়েছি।

আমি অনুসন্ধান করেছি, সাক্ষাতকার নিয়েছি, আমার বন্ধুদের এবং পরিবারের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছি ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে। আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার মতো অন্য একজন ধর্মান্তরিতকে বিয়ে করতে। যিনি হবেন আমার মতোই এবং তার গন্তব্যও হবে আমার মতো যেখানে আমি যেতে চাই।

আমার পিতামাতা ও বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার স্বামীকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছি যিনি আমার মতই একজন ধর্মান্তরিত মুসলিম। আমার স্বামী আলাবামাতে থাকতেন, যা আমার নিউ অরলিন্সের বাসা থেকে মাত্র দুই ঘণ্টার পথ। বারো বছর পরেও আমরা আগের মতই সুখে বসবাস করছি।

সব মুসলিম তার সঙ্গিনীকে এই পদ্ধতিতে খুঁজে পায় না এবং আমিও আমার জীবনে এমনটি কখনও কল্পনা করিনি। কিন্তু আমি আনন্দিত যে ইসলাম আমাকে সামর্থ্য দিয়েছে এই অপশনটি গ্রহণ করার।

৯/১১ পরবর্তী বসবাস মুসলিম হওয়ার পর আমি আমার ব্যক্তিত্বকে, আমার আমেরিকান পরিচয় বা সংস্কৃতিকে কখনই ত্যাগ করিনি। কিন্তু একটি সময়ে তাদের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে এবং আমার মর্যাদা রক্ষার জন্য এগুলোকে ত্যাগ করতে হয়।

আমার দিকে থুথু ও ডিম নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং আমাকে অভিশপ্ত করা হয়েছে যেন আমি গাড়ি চাপায় মারা যাই। জর্জিয়ার সাভান্নাহ মসজিদে ছালাতের জন্য উপস্থিত হলে সন্ত্রাসীদের ভয় আমাকে তাড়া করত। মসজিদটিতে প্রথমে গুলি করা হয়, তারপর সন্ত্রাসীরা মসজিদটিকে পুড়িয়ে দেয়।

২০১২ সালের আগস্টে আমি নিউ অর্লিন্সের বাড়িতে ফিরে আসি যেখানে আদর্শ ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। পরিশেষে আমি একটি সময়ের জন্য নিরাপদ অনুভব করলাম। শুধুমাত্র রাজনৈতিক সুবিধার জন্য নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করা ও ইসলামকে বিকৃত করা এবং অন্যায়ভাবে ইসলামকে হাতিয়ার ব্যবহার করা আমাকে ভীষণভাবে ব্যথিত করে।

আমার দেশের লাখ লাখ লোক আমাকে ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে আইএসের কর্মকাণ্ড দেখে আমার সাথে খুবই খারাপ আচরণ করে।

আমি মনেপ্রাণে তাদের এই কর্মকাণ্ডকে ঘৃণা করি। তাদের এই কর্মকাণ্ডের জন্য যারা আমাকে ঘৃণা করতে থাকে তারা আমার বিশ্বাস সম্পর্কে না জেনেই খারাপ আচরণ করে। এটি আমার জন্য মাঝে মাঝে অসহনীয় হয়ে উঠে।

সর্বোপরি আমার মধ্যে এই বিশ্বাস রয়েছে যে আমার সহকর্মী আমেরিকানরা সকল প্রকার ভয় এবং ঘৃণার উর্ধ্বে উঠে আমার মত একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে।

আবার অনেকে ইহুদী ধর্ম পরিবর্তন সংক্রান্ত বিশেষ বিধানের কারণে এ ধরনের আবেদন করছেন না, কিংবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে গেলে যেসব সীমাবদ্ধতা ও হয়রানির শিকার হতে হবে তা এড়ানোর জন্য এ পবিত্র ধর্ম গ্রহণের কথা প্রকাশ করছেন না। গবেষণায় দেখা গেছে, ফিলিস্তিনীদের ওপর ইসরাইলী হত্যাযজ্ঞ ও সহিংসতা এবং ইহুদিবাদীদের হাতে তাদের সম্পদ দখল ও লুণ্ঠনের ঘটনাগুলো অধিকৃত ফিলিস্তিনে আসা ইহুদীদেরকে বিকৃত হয়ে পড়া ইহুদী ধর্ম ত্যাগের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

ইহুদীদের মধ্যে অন্য ধর্ম গ্রহণের প্রবণতা বাড়তে থাকায়, বিশেষ করে ইসলামের আকর্ষণ তাদের মাঝে বাড়তে থাকায় ইহুদীবাদী ইসরাইল অ-ইহুদী বিয়ে করাকে ইহুদী যুবসমাজের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। অ-ইহুদী স্বামী বা স্ত্রীর প্রভাবে ইহুদী যুব সমাজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করছে বলেই ইসরাইল তা ঠেকাতে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ইহুদীবাদী রাজনৈতিক নেতা আভরি আভরবাখ বলেছেন, 'প্রত্যেক ইহুদীর নিজ ধর্ম ত্যাগের ঘটনা ইহুদী গ্রুপগুলোর জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক ক্ষতি বয়ে আনছে'। কিন্তু লায়লা হোসাইনের মতে, সত্য ধর্ম তার স্বচ্ছতা ও স্পষ্ট নানা শিক্ষার কারণেই মানুষের অন্তর জয় করছে এবং জীবন, ভালবাসা ও বিশ্বাসের প্রকৃত অর্থ তুলে ধরছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা অপসন্দ করে'। (সূত্র : ইন্টারনেট)

Contents



# কবিতা

## মুয়াযযিনের আহ্বান

*- এফ.এম নাছরুল্লাহ*
*কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া গোপালগঞ্জ*

মধুর আযানে ঐ মধুর বাণীতে
মুয়াযাযিনের আহ্বান,
এসো ছুটে হে মানব মসজিদ গৃহে
মুমিন-মুসলমান।
ফজরের নীরব মায়াবী আযান শুনেও
কেন থাক পড়ে ঘুমের ঘোরে?
নয়ন পাতায় কেন আসে অশুভ নিদ্রা
আলসেমিতে শুধু হও বুদ।
যোহর বেলায় ব্যস্ত থাক
জীবনের নানা কাজে,
ভোগ-বিলাসে বৃথায় জীবন কাটাও
এই পৃথিবীর মাঝে।
আছর গেলো তোমার হেলায় খেলায়
অহেতুক আড্ডায় মিশে।
ইসলাম থেকে তাই ছিটকে পড়েছ
রয়েছো অনেক পিছে।
মাগরিব ওয়াক্ত যায় চলে যায়
হঠাৎ সাঁঝের বেলা
মানতে পারিনি অহি-র বিধান,
করে গেছি শুধু অবহেলা।
ডাক পড়িলো যখন ঐ রাত্রি এশায়
সেথায় গিয়েও আসেনি এক ফোঁটা জল
আমার নয়ন পাতে।
জীবনের হিসাব-নিকাশ করে দেখেছি আমার
পুণ্যের খাতায় শূণ্য,
জাহান্নামের অগ্নি শিখা বুঝি তাই
জ্বলছে আমার-ই জন্য।

## ভয় নেই

***-মুহাম্মাদ আজিবর রহমান***
*পান্নাপাড়া বি এম কলেজ*
*রুস্তমপুর, চারঘাট, রাজশাহী।*

ভয় নেই বিজয়ী সিংহ, ভয় নেই তোমার
পুরস্কৃত করতে প্রস্তুত আছেন অধিপতি বিশ্বজাহানের।
প্রচার করে চলেছো তোমরা সত্য ও ন্যায়ের বাণী
তাইতো সইতে হচ্ছে নিরন্তর যুলুমবাজের গ্লানি।
আদি যুগ থেকেই চলে আসছে এমন যুলুমবাজ,
পদদলিত করতে চায় ওরা সত্য-ন্যায়ের তাজ।
যুগে যুগে এসেছে যত ফেরাউন, শাদ্দাদ
কালের স্রোতে বিলীন হয়েছে তাদের সব প্রাসাদ।
বক্ষে তোমার করেছো ধারণ আল্লাহ রাসূলের বাণী,
সইতে হবেই একটু নমরুদের সেই গ্লানি।
যুগে যুগে যারা সত্য ও ন্যায়ের ঝান্ডা লয়েছে হাতে,
পাঞ্জা লড়তে হয়েছে তাদের করুণ মৃত্যুর সাথে।
আবুল হাকাম ও আবু জাহাল একই ব্যক্তির নাম,
জ্ঞানের অপব্যবহারে সে হয়েছে অপমান।
ধরণী মাঝে এখনও রয়েছে তাদের উত্তরসূরী
মিথ্যা নামের অপবাদ তোমায় নিলো তাই গ্রাস করি।
তায়েফবাসীর পাথর বৃষ্টি পড়েছিল নবীজীর গায়,
তবুও তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন স্রষ্টার কৃপায়।
ভিক্ষ মাঙ্গি তাই করুণা তাহার হয়ে আজ সমব্যাথী
শেষ বিচারে হবে অপমান যত সব অত্যাচারী ও পাপী।

## কোন সেই Word?

*-মুহাম্মাদ মাক্বছুদ আলী মুহাম্মাদী*
*ইটগাছা, বাঁকাল, সাতক্ষীরা।*

বিশ্বে আছে একটি-ই Word
যার সমতুল্য নেই বিশ্বময়,
সভ্য জাতি, সভ্য সমাজ
সেই Word এই প্রকাশ পায়।
বিশ্ব সৃষ্টির শুরু হ'তে
সেই Word টি তুলনাহীন,
জাতি-ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে
সে Word টি ভিন্ন বর্বরতায় সব বিলীন।
স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি আর
সারা বিশ্বে যত শিক্ষাঙ্গন,
মক্তব-মাদরাসা, অফিস-আদালতে
সেই Word টাই মূলধন।
নয়টি বর্ণে গঠিত Word-এ
Vowel আছে পাঁচটি।
A, E, I, O, U
সেই Word-এ পরিপাটি।
এই পর্যন্ত গবেষণা করে
সেই Word টি পেয়েছে কয়জন?
হার মানলেই বলে দিব
সেই Word টি Education।

# জীবনের বাঁকে বাঁকে

## কুড়ি টাকার ন্যাতানো নোট!

*-সাদাত হোসাইন*

*জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।*

সেই নোট হাতে নিলেই আমার নাকে পাঁট পচার গন্ধ আসে।

গন্ধ আসার কারণ কুড়ি টাকার নোটজুড়ে জাঁক দেয়া পচা পাঁটের ছবি।

আমি কুড়িটাকার সেই নোটের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলাম।

আম্মা বললেন, 'কুড়িটাকা সবটাই খরচ কইরা আহিস না, টাকাপয়সা হাতে নিলেতো হুঁশ থাকেনা!'।

আমি অবাক হয়ে আম্মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, কুড়িটাকা! মাত্র কুড়িটাকা দিয়ে আম্মা কি বলছে এসব! একটা পিস্তলের দাম ৮টাকা, ১টাকা করে বারুদ। একটা বাঁশি দুইটাকা, একটা প্ল্যাস্টিকের চশমা ৫টাকা। তারপর? ট্রলারখান কেনা হবেনা! সে ভারী দাম, অতি দরাদরি করলেও ১৮টাকার নিচে কুলাবে না। কিন্তু বাদবাকী জিনিস কেনার পর আমার হাতে থাকবে সাকুল্যে ৪টাকা! তাহলে? তাহলে

কি, সব বাদ দিয়ে শুধু ট্রলারখান কিনে ফেলব?'

এই ভাবনায় ডুবতে ডুবতে ঈদের জামাত লোকারণ্য হয়। আমি আনমনে হাটি। কঠিন হিসেব। কি কিনব? শুধু ট্রলার? না কি বাকী সব! শুধু ট্রলার কিনলে আমার যে আর কোমড়ে পিস্তল গুঁজে, চশমা চোখে, বাঁশি ফুইয়ে গাঁয়ের আর সবার সাথে চোর-পুলিশ খেলা হবেনা! কিন্তু যদি এসব কিনি, তাহলে ট্রলার! ইশ, গতবার ঈদে পাশের বাড়ির ছালেক ট্রলার কিনেছিল। ওদের পুকুর নেই, আমাদের উঠোন পেড়িয়ে পুকুর। ও সেখানে ট্রলার ছেড়ে ছিল। টিনের ছোট্ট সেই ট্রলারের মাঝখানে কেরোসিনে ভেজানো সলতে, সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দিলেই ভটভট শব্দে ট্রলারখানা পুকুরজুড়ে ঘুরে বেরাল, ইশ! কী যে সুন্দর! কী যে সুন্দর!!

আমার বুকের ভেতর ছটফট করে, প্রবল তেষ্টায় বুক ফেটে যায়! দম বন্ধ হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যায়, আমি শ্বাস নিতে পারি না।

শেষঅবধি পিস্তল, বাঁশি আর চশমা কিনেই বাড়ি ফিরছি, কিন্তু মাঠের পাশে হরিহরণ চক্কোত্তির খোলা খেলনার দোকানের সামনে থেকে আর পা নড়াতে পারলামনা। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ট্রলারগুলো দুমদাম করে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে! আমার বুকের ভেতর প্রবল আতংক, আর মাত্র ছটা! কমে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে, পাঁচ, চার, তিন, দুই শেষ হয়ে যাচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে. ওহ! শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই জগতের অসহায়তম চোখজোড়া নিয়ে আমি তাকিয়ে আছি, তাকিয়েই আছি! সব শেষ! একখানা ট্রলার মোটে বাকী! শেষঅবধি সেখানাও বিক্রি হয়ে গেল!

আমি ছলছল চোখের সকল আকুতি নিয়ে, কান্না নিয়ে তাকিয়ে রইলাম।

হরিহরণ চক্কোত্তির ছেলে ট্রলারখানা কাগজে মুড়ে ক্রেতাকে দিল। টাকা নিল।

হরিহরণ চক্কোত্তি হঠাৎ বলল, 'ও শংকর, ওইখান বেচিস না'।

শংকর বলল, 'কেন?'

হরিহরণ চক্কোত্তি বলল, 'ওইখান বেচা হইয়া গেছে'।

শংকর বলল, 'কার কাছে বেচলা?'

হরিহরণ চক্কোত্তি আমাকে ডাকলেন, কাগজে মোড়ানো ট্রলারখানা আমার হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, 'এই যে, এর কাছে'।

শংকর বলল, 'এর কাছে? কখন বেচলা? কই, টাকা কই?'

হরিহরণ চক্কোত্তি বলল, 'সব বেচায় টাকা লাগে না রে বাপ! সব যেমন টাকা দিয়া কেনন যায় না, তেমনে বেচনও যায় না।'

শংকর তার বাবার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝলনা, আমিও না। আমরা দুজনই অবাক চোখ মেলে তাকিয়ে রইলাম হরিহরণ চক্কোত্তি নামের পৈতা গলায় চামড়া ভাঁজ হয়ে যাওয়া মানুষটার দিকে।

সে আমাদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না, কাজ করছে। তার অনেক কাজ! আমরা কিছুই বুঝিনি, কিছুইনা। তবে এতটুকুন ছোট্ট এক বুকের সবটুকু শুন্যতা ভাসিয়ে দিয়ে এক মহাশুন্যের সবটা আকাশ নিয়ে সেই কিশোর ছেলেটা সেদিন বাড়ি ফিরেছিল, সবটা আকাশ নিয়ে, সেই আকাশভর্তি এই জগতের সকল আনন্দ, সকল উচ্ছ্বাস, সকল প্রাপ্তি! এর মূল্য নেই, এই জগতে আসলেই এর মূল্য নেই, এই জগত সকল কিছুর মূল্য জানেনা, জানেনা।

এই জগত, জগতের মানুষেরা জানেনা, একটা গোটা আকাশ কেনা কত সহজ! কত সহজ!

Contents



# সংগঠন সংবাদ

**মহাদেবপুর, নওগাঁ ৪ঠা মে শুক্রবার :**
অদ্য বাদ আছর মহাদেবপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নওগাঁ যেলা যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও অডিট অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে আব্দুল মজিদ ও জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুস সাত্তার জিহাদী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

**সরনজাই, তানোর, রাজশাহী ৫ই মে শনিবার :**
অদ্য বাদ আছর সরনজাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তানোর উপযেলা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা সভাপতি মর্তুযার সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ ও কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান মাষ্টার, আব্দুল লতিফ মোহনপুর উপযেলা যুবসংঘ অর্থ সম্পাদক। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আব্দুল লতিফ ও জাগরণী পরিবেশন করে আশরাফুল ইসলাম।

**কাঞ্চণ, নারায়ণগঞ্জ ১৮ই মে ১লা রামাযান শুক্রবার :**
অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নারায়ণগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কাঞ্চণ 'যুবসংঘ' অফিসে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর নারায়ণগঞ্জ যেলা সভাপতি জালালুল কবীর এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আরীফুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুস্তাফিযুর রহমান সোহেল। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করে মুজাহিদুর রহমান।

**ছালাভরা, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ ১৯শে মে ২রা রামাযান শনিবার :** অদ্য বেলা ১২-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে কাযীপুর থানাধীন ছালাভরা দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাহে রামাযান উপলক্ষে বাদ আছর কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযা-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘে'র দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মীনারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'আল-আওন'-এর অর্থ সম্পাদক ইবরাহীম তুহিন ও সোহেল বিন আকবার।

**মৌভাষা, গঙ্গাচড়া, রংপুর ১৯শে মে ২রা রামাযান শনিবার :**
অদ্য বাদ যোহর যেলার গঙ্গাচড়া থানাধীন মৌভাষা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর যেলার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি প্রফেসর হেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব লাল মিয়া।

**বানীপুর-পাতুলী, টাঙ্গাইল ২০শে মে ৩রা রামাযান রবিবার :**
অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে শহরের ভবানীপুর-পাতুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাহে রামাযান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘে'র দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মীনারুল ইসলাম।

**মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী ২০শে মে ৩রা রামাযান রবিবার :**
অদ্য বাদ যোহর যেলার পাংশা থানাধীন মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজবাড়ী যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাক্ববূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তরীকুয্যামান ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ঈমান আলী। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমরান ইমরোজ।

**কৈমারী, নীলফামারী, ২১শে মে ৪ঠা রামাযান সোমবার :**
অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কৈমারী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী

আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম ও রাজশাহী সদর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হায়দার আলী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহমান, প্রচার সম্পাদক যয়নুল আবেদীন, অর্থ সম্পাদক হাবীবুর রহমান ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আশরাফ আলী প্রমুখ।

**৮. বশির বানিয়ার হাট, পার্বতীপুর, দিনাজপুর ২২শে মে ৫ই রামাযান মঙ্গলবার :** অদ্য বাদ যোহর যেলার পার্বতীপুর থানাধীন বশির বানিয়ার হাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আকবর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আকবর আলী, রংপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ।

**মুনশীপাড়া, নীলফামারী ২২শে মে ৫ই রামাযান মঙ্গলবার :** অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের মুনশীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মোস্তাফীযুর রহমান সবুজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম ও রাজশাহী সদর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হায়দার আলী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করনে নীলফামারী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ যয়নুল আবেদীন, সহ-সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সালাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ওয়ালীউল ইসলাম, হাবলা টেংগুরিয়াপাড়া ফাযিল মাদরাসা, টাঙ্গাইল-এর শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান প্রমুখ।

**শৌলা পুটিহার, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ২৩শে মে ৬ই রামাযান বুধবার :** অদ্য বাদ যোহর যেলার নবাবগঞ্জ থানাধীন শৌলা পুটিহার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব শাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রায়হানুল ইসলাম, যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক রাশেদুল ইসলাম, জয়পুরহাট যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ফিরোয হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি সাইফুর রহমান।

**আনন্দ নগর, নওগাঁ ২৪শে মে ৭ই রামাযান বৃহস্পতিবার :** অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে যেলা শহরের আনন্দনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা দুররুল হুদা ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, যুব বিষয়ক সম্পাদক মাস্টার নাযিমুদ্দীন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহমান ও অত্র মসজিদের খত্বীব মীযানুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন।

**রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার, কুষ্টিয়া ২৫শে মে ৮ই রামাযান সোমবার :** অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার হাশিমুদ্দীন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন কুমারখালী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি এনামুল হক সবুজ।

**বকচর, যশোর ২৫শে মে ৮ই রামাযান শুক্রবার :** অদ্য বেলা সাড়ে ১১-টায় যেলার সদর থানাধীন বকচর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ এবং বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল

Contents



আবেদীন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুনীরুয্যামান। অনুষ্ঠান শেষে হুমায়ূন কবীরকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট 'সোনামণি' যেলা পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

**মাদারবাড়িয়া, পাবনা ২৫শে মে ৮ই রামাযান শুক্রবার :** অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন মাদারবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও আল-'আওনে'র সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক সীরীন বিশ্বাস, প্রচার সম্পাদক আফতাবুদ্দীন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাসান ও আতাইকুলা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি তারিক হাসান।

**মাইজবাড়ী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর ২৬শে মে ৯ই রামাযান শনিবার :** অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সরিষাবাড়ী থানাধীন মাইজবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং 'যুবসংঘে'র দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ মীনারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা জামালুদ্দীন সালাফী, সাবেক প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মানযূরুল ইসলাম ও সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ মাসঊদুর রহমান প্রমুখ।

**বাবুখালী, মুহাম্মাদপুর, মাগুরা, ২৬শে মে ৯ই রামাযান শনিবার :** অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার মুহাম্মাদপুর থানাধীন বাবুখালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মাগুরা যেলার উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মাওলানা ওয়াহীদুযযামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ।

**পানিপাড়া, নড়াগাতি, নড়াইল ২৭শে মে ১০ই রামাযান রবিবার :** অদ্য বিকাল ৪-টা হ'তে যেলার নড়াগাতি থানাধীন পানিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নড়াইল যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ।

**ছোট বেলাইল, বগুড়া ২৭শে মে ১০ই রামাযান রবিবার :** অদ্য সকাল ১১-টা হ'তে যেলার সদর থানাধীন ছোট বেলাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী ও আল-'আওনে'র সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয আবু বকর, প্রচার সম্পাদক ছহীমুদ্দীন গামা, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু বকর ছিদ্দীক প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুর রায্যাক।

**বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২৭শে মে ১০ই রামাযান রবিবার :** অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে বাঁকালস্থ দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্সে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরার যেলা প্রশাসক জনাব মুহাম্মাদ ইফতেখার হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ নযরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুয্যামান ফারূক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মহীদুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোওয়ার হোসাইন, তালা উপযেলা স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কর্মকর্তা ডাঃ মুহাম্মাদ আবুল বাশার, বিশিষ্ট

Contents



ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ও খুলনা মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ মনোয়ার হোসাইন ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন।

**গোবরা, গোপালগঞ্জ ২৮শে মে ১১ই রামাযান সোমবার :** অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার সদর থানাধীন গোবরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গোপালগঞ্জ যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মাওলানা ফরহাদ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর যুগ্ম-আহ্বায়ক ক্বারী আবু বকর ছিদ্দীক।

**সাঘাটা, গাইবান্ধা ৩০শে মে ১৩ই রামাযান বুধবার :** অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সাঘাটা ডিগ্রী কলেজ সংলগ্ন মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম ও 'আল-আওন'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুর রাকীব। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন বগুড়া যেলা যুবসংঘ-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন।

**মুহাম্মাদপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ৩০শে মে ১৩ই রামাযান বুধবার :** অদ্য সকাল ১১-টা হ'তে যেলার দৌলতপুর উপযেলাধীন মুহাম্মাদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি গোলাম যিল কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আমীরুল ইসলাম মাষ্টার ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল গাফ্ফার। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহসিন।

**বামুন্দী, গাংনী, মেহেরপুর ৩১শে মে ১৪ই রামাযান বৃহস্পতিবার :** অদ্য সকাল ১১-টায় গাংনী থানাধীন বামুন্দী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা'দ আহমাদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তারিকুয্যামান প্রমুখ।

**মুসলিম পাড়া, রংপুর সদর, রংপুর ৩১শে মে ১৪ রামাযান বৃহস্পতিবার :** অদ্য বাদ যোহর শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর যেলার উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি প্রফেসর হেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন রাজশাহী পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপাতি আব্দুর রহীম।

**আরামনগর, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট ১লা জুন ১৫ই রামাযান শুক্রবার :** অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা দুররুল হুদা ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল হক ও অত্র মসজিদের খত্বীব প্রমুখ।

**সোহাগদল, নেছারাবাদ, পিরোজপুর ২রা জুন ১৬ই রামাযান শনিবার :**

অদ্য বাদ যোহর সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক আয়োজিত এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহবুবুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'বাংলাদশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে

উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

**উলানিয়া বাযার, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল পূর্ব ৩রা জুন ১৭ই রামাযান রবিবার :**

অদ্য বাদ আছর উলানিয়াবাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল পূর্ব সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক আয়োজিত এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল খালেক সালাফী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'বাংলাদশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

**উত্তর বাপ্তা, ভোলা সদর , ভোলা ৪ঠা জুন ১৮ই রামাযান সোমবার :**

অদ্য বাদ আছর উত্তর বাপ্তা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ভোলা সাংগঠনিক যেলা উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদ কমিটির সভাপতি কামরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'বাংলাদশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

**বরগুনা সদর, বরগুনা, ৫ই জুন ১৯ই রামাযান মঙ্গলবার :**

অদ্য বাদ আছর ডি.কে.পি হাইস্কুল সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরগুনা সাংগঠনিক যেলা কর্তৃক আয়োজিত এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ যাকির খান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেযর জেনারেল (অবঃ) আব্দুল মান্নান ও এলাকা 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

**প্রফেসর পাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ৯ই জুন ২৩শে রামাযান শনিবার :**

অদ্য বাদ আছর প্রফেসর পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর যেলা সভাপতি রায়হানুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক ইফতার মাহফিল আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুনঈম, দিনাজপুর যেলা আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি সাইফুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের।

**বাখরা, কালাই, জয়পুরহাট ১০ই জুন ২৪শে রামাযান রবিবার :**

অদ্য বাদ আছর বাখরা মণ্ডলপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বাখরা শাখা সভাপতি মুহসিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ' যেলা সভাপতি নাজমুল হক, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আহমাদ। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন আব্দুছ ছামাদ।

**ফুলশো, মোহনপুর, রাজশাহী ১৪ই জুন ২৮শে রামাযান বৃহস্পতিবার :**

অদ্য বাদ আসর ফুলশো আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ফুলশো এলাকা কর্তৃক আয়োজিত এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রবীউল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর মোহনপুর উপযেলা সহ-সভাপতি আফাযুদ্দীন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

**বকচর, যশোর ২৯শে জুন শুক্রবার :** অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার সদর থানাধীন বকচর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলার উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর আহ্বায়ক হাফেয তরীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতি আ.ন.ম বযলুর রশীদ, সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মনীরুযযামান, অর্থ সম্পাদক আব্দুল আযীয প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ওবাইদুর রহমান।

Contents



# সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ভাতিজার নাম কী?
উত্তর : লূত (আঃ)।
২. প্রশ্ন : লূত (আঃ)-এর জন্মভুমি কোথায়?
উত্তর: 'বাবেল' শহরে।
৩. প্রশ্ন : তিনি তাঁর চাচা ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে হিজরত করে কোথায় চলে আসেন?
উত্তর : বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অদূরে কেন'আনে।
৪. প্রশ্ন : 'সাদূম' অঞ্চলটি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : কেন'আন থেকে অল্প দূরে জর্ডান ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যবর্তী অঞ্চল।
প্রশ্ন : 'মু'তাফেকাহ' অর্থ কী?
উত্তর : জনপদ উল্টানো শহরগুলি।
৫. প্রশ্ন : পবিত্র কুরআন কয়টি সূরায় লূত (আঃ) সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : ১৫টি সূরায়।
৬. প্রশ্ন : কয়টি আয়াতে লূত (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : ৮৭টি।
৭. প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনে লূত আঃ)-এর জাতির কয়টি পাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে?
উত্তর: পবিত্র কুরআনে তাদের ৩টি প্রধান পাপ কর্মের উল্লেখ করেছে। (১) পুংমৈথন (২) রাহাজানি এবং (৩) প্রকাশ্য মজলিসে কুকর্ম করা (আনকাবূত ২৯/২৯)।
৮. প্রশ্ন : কোন নবীর বৃদ্ধ স্ত্রী আল্লাহ্র গযব পতিত হয়?
উত্তর : লূত (আঃ) এর স্ত্রী *(হূদ ৮১; শো'আরা ১৭১)*।
৯. প্রশ্ন : সামূদ জাতিক কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল?
উত্তর : একটি প্রচণ্ড নিনাদ ও প্রবল বেগে ঘুর্ণিবায়ুর সাথে প্রস্তর বর্ষণ দ্বারা।
১০. প্রশ্ন : কওমে লূত-এর বর্ণিত ধ্বংসস্থলটি বর্তমানে কি নামে পরিচিত?
উত্তর : 'বাহরে মাইয়েত' বা 'বাহরে লূত' 'মৃতু সাগর' বা 'লূত সাগর' নামে পরিচিত।
১১. প্রশ্ন : এই অঞ্চলটির আয়তন কত?
উত্তর : আয়তন দৈর্ঘে ৭৭ কিলোমিটার (প্রায় ৫০ মাইল), প্রস্থে ১২ কি.মি. (প্রায় ৯ মাইল) গভীরতা ৪০০ মিটার (প্রায় কোয়াটার মাইল)।
১২. প্রশ্ন : লূত (আঃ)-এর পরিবার থেকে কতজন ইসলাম গ্রহণ করেছিল?
উত্তর : তাঁর দুই মেয়ে।
১৩. প্রশ্ন : কোন নবীর স্ত্রীকে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন?
উত্তর : নূহ ও লূত (আঃ)-এর স্ত্রীদের।
১৪. প্রশ্ন : হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে ছিলেন?
উত্তর : পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মা হাজেরার গর্ভজাত একমাত্র সন্তান।
১৫. প্রশ্ন : পুত্র ইসমাঈল জন্মের সময় ইবরাহীম (আঃ)-এর বয়স কত ছিল?
উত্তর : ৮৬ বছর।
১৬. প্রশ্ন : বিশ্ব ইতিহাসের বিস্ময়কর ত্যাগ ও কুরবানীর ঘটনায় ইসমাঈলের কত বছর বয়স ছিল?
উত্তর : ১৪ বছর।
১৭. প্রশ্ন : ইসমাঈল (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কতটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : ৯টি সূরায়।
১৮. প্রশ্ন : কতটি আয়াত ইসমাঈল (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে? উত্তর : ২৫টি।
১৯. প্রশ্ন : প্রথম বিশুদ্ধ আরবী ভাষী কে ছিলেন?
উত্তর : ইসমাঈল (আঃ)।
২০. প্রশ্ন : আবুল আরব (আরব জাতির পিতা) বলা হয় কাকে?
উত্তর : ইসমাঈল (আঃ)-কে।
২১. প্রশ্ন : তিনি কত বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন?
উত্তর : ইস্রাঈলী বর্ণনানুসারে ১৩৭ বছর।
২২. প্রশ্ন : তাঁর কবর কোথায় হয়েছিল?
উত্তর : মা হাজেরার পাশে।
২৩. প্রশ্ন : 'যবীহুল্লাহ' বলা হয় কাকে?
উত্তর : ইসমাঈল (আঃ)-কে।
২৪. প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনে কোন নবীকে ধৈর্যশীল সন্তান বলা হয়েছে?
উত্তর : ইসমাঈল (আঃ)-কে।
২৫. প্রশ্ন : ইসহাক্ব (আঃ) জন্মের সময় তাঁর পিতা-মাতার বয়স কত ছিল?
উত্তর : পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর বয়স ১০০ বছর এবং মাতা সারাহ্র বয়স ৯০ বছর।
২৬. প্রশ্ন : ইবরাহীম (আঃ) পুত্র ইসহাক্বকে কার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন?
উত্তর : রাফক্বা বিনতে বাতওয়াঈলের সাথে। কিন্তু তিনি বন্ধা ছিলেন।
২৭. প্রশ্ন : কার দো'আয় ইসহাক্ব ও রাফক্বা সন্তান লাভ করেন?
উত্তর : পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আয়।
২৮. প্রশ্ন : তাঁরা কয়টি সন্তান লাভ করেন?
উত্তর : দুটি : (১) ঈসু ও ইয়াকুব।
২৯. প্রশ্ন : তাঁদের মধ্যে কে নবী হয়েছিলেন?
উত্তর : ইয়াকুব (আঃ)।
৩০. প্রশ্ন : বনু ইস্রাঈলের হাযার হাযার নবী কার বংশধর?
উত্তর : ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধর।
৩১. প্রশ্ন : ইসহাক্ব কত বছর বেঁচেছিলেন?
উত্তর : ১৮০ বছর।
৩২. প্রশ্ন : ইসহাক্ব সম্পর্কে কতটি সূরার কতটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে?
উত্তর : ১৪টি সূরার ৩৪ আয়াতে।

# Contents



## সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : ঢাকায় (OIC)-এর কততম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : ৪৫তম।
২. প্রশ্ন : বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্যাটেলাইটের নাম কি?
উত্তর : বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১।
৩. প্রশ্ন : স্যাটেলাইটটির স্টেশন কতটি ও কী কী?
উত্তর : ২টি। গাযীপুরের তালিবাবাদ ও রাঙামাটির বেতবুনিয়া।
৪. প্রশ্ন : স্যাটেলাইটের ট্রান্সপন্ডার কতটি?
উত্তর : ৪০টি। এর ১৪টি 'সি' ব্যান্ডের এবং ২৬টি 'কে-ইউ ব্যান্ডের।
৫. প্রশ্ন : স্যাটেলাইটের অরবিটাল অবস্থান কত ডিগ্রি?
উত্তর : ১১৯.১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে।
৬. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কতটি?
উত্তর: ১০০টি।
৭. প্রশ্ন : অনুমোদন প্রাপ্ত নতুন দু'টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কি?
উত্তর : বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহ মখদুম ম্যানেজমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
৮. প্রশ্ন : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নতুন নাম কী?
উত্তর : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৯. প্রশ্ন : দেশে কতটি শ্রম আদালত রয়েছে?
উত্তর : ৭টি। যার ৩টি ঢাকায়, দু'টি চট্টগ্রামে এবং একটি করে খুলনায় ও রাজশাহীতে।
১০. প্রশ্ন : দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চা নিলাম কেন্দ্র কোথায়?
উত্তর : মৌলভীবাজার যেলার শ্রীমঙ্গলে।
১১. প্রশ্ন : কোন বাংলাদেশী প্রবাসী জাপানি পদকে ভূষিত হন?
উত্তর : শিল্পী কাযী গিয়াছুদ্দীন।
১২. প্রশ্ন : কানাডার সর্বোচ্চ গবেষণা সম্মাননা 'কানাডা রিসার্চ চেয়ার' আওয়ার্ড লাভ করেন কে?
উত্তর : ড. মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান।
১৩. প্রশ্ন : কোন বাংলাদেশ বংশোদ্ভুত মার্কিন নাগরিক মার্কিন সিনেটর পদে বিজয়ী হন?
উত্তর : শেখ মুজাহিদুর রহমান চন্দন (কিশোরগঞ্জ)।
১৪. প্রশ্ন : বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু আয় কত?
উত্তর : ১,৬৬৬ (মার্কিন ডলার) বা ১,৩৬,৭৮৬ টাকা।
১৫. প্রশ্ন : বিশ্বে বাংলাদেশ কততম অর্থনীতির দেশ?
উত্তর : ৪২তম।
১৬. প্রশ্ন : জ্যেষ্ঠতার বিচারে এশিয়ার বর্ষীয়ান নেতার তালিকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান কত?
উত্তর : ৪র্থ; প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (৭০)।

## সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : চতুর্থবারের মত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন কে?
উত্তর : ভ্লাদিমির পুতিন।
২. প্রশ্ন : কত তারিখে যুক্তরাষ্ট্র জেরুজালেমে আনুষ্ঠানিক মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তর করে।
উত্তর : ১৪ই মে।
৩. প্রশ্ন : কোন দেশ তাদের একমাত্র পারমাণবিক পরীক্ষাকেন্দ্র পুঙ্গে-ই ধ্বংস করে?
উত্তর : উত্তর কোরিয়া।
৪. প্রশ্ন : পানমুনজমে কোন দু'টি দেশের সীমান্ত গ্রাম?
উত্তর : উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া।
৫. প্রশ্ন : মালয়েশিয়ার ৭ম প্রধানমন্ত্রী কে?
উত্তর : 'আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার মাহাথির মুহাম্মাদ।
৬. প্রশ্ন : স্পেনের স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ কাতালেনিয়ার ১৩১তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন কে?
উত্তর : কুইম তোরমা।
৭. প্রশ্ন : নিরস্ত্র ফিলিস্তিনীদের নির্মমভাবে হত্যা করার প্রতিবাদে কোথায় (OIC)-এর বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর : তুরস্কের আঙ্কারায়।
৮. প্রশ্ন : দ্বিতীয় দেশ হিসাবে ইসরাইলের তেলআবিব থেকে জেরুজালেমে দূতাবাস উদ্বোধন করে কোন দেশ?
উত্তর : মধ্য আমেরিকার দেশ গুয়েতেমালা।
৯. প্রশ্ন : তৃতীয় দেশ হিসাবে জেরুজালেমে নিজেদের দূতাবাস উদ্বোধন করে?
উত্তর : দক্ষিণ আমেরিকার দেশ প্যারাগুয়ে।
১০. প্রশ্ন : যুক্তরাজ্যের প্রথম মুসলিম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কে?
উত্তর : পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত সাজিদ জাভিদ।
১১. প্রশ্ন: ইউরোপের দীর্ঘতম সেতুর নাম কী?
উত্তর : ক্রিমীয় বা কের্চ সেতু (রাশিয়া, ১৯ কি.মি.)।
১২. প্রশ্ন : Forbes-এর তথ্য মতে ২০১৮ সালে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি কে?
উত্তর : সি চিন পিং (চীন)।
১৩. প্রশ্ন : বিশ্বের প্রথম ভাসমান পারমাণবিক বিদ্যুতকেন্দ্র কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর : রাশিয়ায়।
১৪. প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক প্রধানমন্ত্রীর কে?
উত্তর : মাহাথির মুহাম্মাদ (মালয়েশিয়া, ৯২ বছর)।
১৫. প্রশ্ন : সামরিক বাজেটে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র (৬১,০০০) কোটি ডলার।
১৮. প্রশ্ন : বিশ্বের শীর্ষ সম্পদশালী দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র (৬২,৫৮৪) বিলিয়ন ডলার।
১৯. প্রশ্ন : রামাযান মাস চলাকালে কোন দেশের মসজিদে জাতীয় পতাকা উত্তোলন বাধ্য করা হয়?
উত্তর : চীনে। দেশাত্মবোধ জাগানোর উদ্দেশ্য।